Contents

মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৩তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০৯

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১৩তম বর্ষ অক্টোবর ২০০৯ ইং ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

সমাজ দর্শন

মানুষ মূলতঃ সামাজিক জীব। সমাজ চেতনা তার মধ্যে জন্মগত। আদম ও হাওয়া দু'জনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম মানুষের সামাজিক জীবনের সূচনা। অতঃপর তাদের বংশধরগণের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে মানুষের আবাদ হয়। নূহের প্লাবনে ধ্বংস হবার পর বেঁচে যাওয়া মুষ্টিমেয় সংখ্যক ঈমানদার মানুষের বংশধর আজকের পৃথিবীর সকল মানুষ। কেবল মানুষই নয়, আজকের গবাদি পশুও সেদিনের নূহের নৌকার সওয়ার ভাগ্যবান গবাদি পশুগুলির বংশধর।

মানুষ ও পশু-পক্ষী সবাই সমাজ চেতনা সম্পন্ন। সবারই প্রথম ইউনিট একজোড়া নর-নারী। অতঃপর পরিবার, অতঃপর গোত্র, অতঃপর বৃহত্তর সমাজ। কিন্তু মানুষ ও পশু-পক্ষীর সমাজ চেতনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষের মধ্যে জৈবিক চেতনার সাথে সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা যুক্ত থাকে। ফলে তার সমাজ জীবনের বন্ধন হয় দৃঢ় ও দ্যোতনাময় এবং সর্বব্যাপী। অবশেষে বিশ্বব্যাপী। কিন্তু পশু-পক্ষীর চেতনা হয় স্রেফ জৈবিক ও রৈপিক। যার স্থায়িত্ব হয় সাময়িক। সেখানে কোন নৈতিক চেতনা থাকে না। কিন্তু আত্মরক্ষার স্বার্থে তাদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য চেতনা কাজ করে। সেজন্য প্রত্যেক পশু-পক্ষী তার স্ব স্ব জাতি ও গোত্রের সাথে বাস করে। হরিণ হরিণের সাথে, বাঘ বাঘের সাথে, মাছ মাছের সাথে, গরু-ছাগল, উট, ঘোড়া, ভেড়া সবাই স্ব স্ব গোত্রের সাথে বসবাস করে। পাখি আকাশে ওড়ে সুশৃংখলভাবে একজন নেতাকে সামনে রেখে। পিঁপড়া মাটিতে চলে সুবিন্যস্ত ধারায় তাদের একজন নেতাকে সামনে রেখে। মৌমাছি মধু সঞ্চয় করে তাদের রাণী মাছিকে ঘিরে। একটা মৌমাছি, বোলতা বা ভিমরুলকে আঘাত করলে হাযারটা এসে শত্রুকে দংশন করে। এভাবে সর্বত্র রয়েছে এক ধরনের সমাজ চেতনা। মানুষ হ'ল সৃষ্টিকুলের সেরা। তাই মানুষের মধ্যে সমাজ চেতনা সর্বাধিক এবং মানুষের বাঁচার জন্য ও পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনও সবচাইতে বেশী।

Contents

আল্লাহ বলেন, হে মানবজাতি! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজোড়া পুরুষ ও নারী থেকে এবং আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল বিষয়ে জ্ঞাত এবং গোপন বিষয় সমূহে বিজ্ঞ' *(হুজুরাত ১৩)*। অত্র আয়াতে মানুষের মৌলিক সমাজ দর্শন বিধৃত হয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রথমেই দু'জন নারী-পুরুষের মাধ্যমে মানব সমাজের ভিত্তি তৈরী হয়েছে। বানর-হনুমান দ্বারা নয়। অতঃপর আদমের সন্তানাদি ও বংশধরগণের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবার, গোত্র ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিক্ষিপ্ত পরিবার ও বংশধরগণকে সমাজবদ্ধ রাখার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন নামে পরিচিত করা হয়। এখানে পরিচিতিই মুখ্য। বংশীয় অহংকার ও আভিজাত্যের বড়াই প্রধান বিষয় নয়। কেননা সবাই এক আদমের সন্তান। অতঃপর সমভাবাপন্ন মানুষের সমবায়ে এক একটি সংগঠন সৃষ্টি হয়। যার মাধ্যমে মানুষ তার ইচ্ছার প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন ঘটায় এবং আগ্রাসী মানুষদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '(আত্মার জগতে) রূহসমূহ সুসংবদ্ধ সেনাবাহিনীর ন্যায় ছিল। অতঃপর (দুনিয়াতে এসে) তারা (সেদিনের) সমমনাদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং অন্যদের সাথে মতভেদ করে *(বুঃ মুঃ)*। এ পর্যায়ে বিপরীত মুখী চেতনার কারণে মানুষের মধ্যে দ্বিমুখী ধারার সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ দু'ধরনের (১) সৎ আল্লাহভীরু (بر تقيّ) এবং (২) অসভ্য হতভাগা (فاجر شقيّ) *(তিরমিযী)*। দু'ধারার সংঘাতে অনেক সময় অসভ্য দুর্ধর্ষরা বৈষয়িকভাবে বিজয়ী হলেও আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীলগণ সর্বদা নৈতিকভাবে বিজয়ী হয়ে থাকেন। পৃথিবী চিরদিন তাদেরকেই স্মরণ করে ও তাদেরকেই অনুসরণ করে। এঁরাই হ'লেন মানুষের মধ্যে সেরা ও সর্বাধিক সম্মানিত। আল্লাহভীরু সৎ ব্যক্তি ও অসভ্য অসৎ ব্যক্তি উভয়ে একই মানব সমাজের অংশ। কিন্তু নৈতিক চেতনার পার্থক্যের কারণে উভয়ের মর্যাদা ভিন্ন হয়েছে। আমরা যদি মানব জাতিকে একটি ফলবান বৃক্ষের সাথে তুলনা করি, তাহ'লে বলা যাবে যে, কেউ উক্ত বৃক্ষের গুঁড়ি, কেউ শাখা, কেউ কাঁটা, কেউ ছাল, কেউ পাতা, কেউ ফুল, কেউ ফল ইত্যাদি। সবাই একই বৃক্ষমূলের অংশ। কারু উপরে কারু প্রাধান্য নেই, কেবল বিশেষ গুণ ব্যতীত, যা তাকে অন্যের থেকে পৃথক মর্যাদায় ভূষিত করে। ফলে যারা আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল, তারা ঐ মানববৃক্ষের ফুল ও ফল হিসাবে বরিত হন। দুনিয়া ও আখেরাতে তারাই সম্মানিত ও মর্যাদামণ্ডিত। আর দুষ্টগুলো হয় কাঁটার মত। ওদেরকে মাড়িয়েই গোলাপ আহরণ করতে হয়। এজন্যই সৃষ্টি হয় সমাজকে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, সংগঠন ও ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্র। যা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকে।

সৎ হৌক আর অসৎ হৌক একটি মৌলিক দর্শনে সকলে এক। আর তা হ'ল সমাজ ব্যতীত মানুষ বাঁচতে পারে না। যেমন পানি ব্যতীত মাছ বাঁচতে পারে না। মানুষ প্রতি পদে পদে সমাজের মুখাপেক্ষী। এমনকি এক প্লেট ভাত খেতে গেলেও তার প্রয়োজন হয় বহু লোকের সহযোগিতা। চাউলের জন্য ধান উৎপাদন। সেজন্য ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন ও ধান হওয়া পর্যন্ত জমির পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ, অতঃপর মাঠ থেকে বাড়ীতে এনে ধান মাড়াই, অতঃপর তা সিদ্ধ করা, শুকানো ও চাউল করা, অতঃপর বাজারে আনা, অতঃপর তা খরিদ করে বাড়ীতে আনা। অতঃপর পানি ও আগুনের সাহায্যে রান্না করা, এরপর তা প্লেটে আনা। এতগুলো পর্যায় অতিক্রম করে আসতে প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষকে সাহায্য নিতে হয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অন্য মানুষের। আর আল্লাহ সবধরনের রুচি ও ক্ষমতার মানুষ এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, যাতে একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে *(যুখরুফ ৩২)*। এভাবেই মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পরস্পরে একটি সমাজগ্রন্থীতে পরিণত হয়। পুরা সমাজ দেহ উক্ত গ্রন্থীতে আবদ্ধ থাকে। কেউ নিঃসঙ্গ হ'তে চাইলে তা হয় সাময়িক বিশ্রামের মত। সেখানেও সে একাকী থাকতে পারে না, যদি না অপরের সাহায্য পায়। এই নিঃসঙ্গতা হয় সাধারণত দু'টি কারণে। (১) অন্যের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপনের নিঃসঙ্গতা (২) সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকট নিজেকে সঁপে দেবার জন্য ইবাদতে নিঃসঙ্গতা। উভয় ক্ষেত্রেই তাকে অপরের সাহায্য নিতে হয় এবং অবশেষে তাকে ফিরে আসতে হয় আনন্দ ও বেদনায় কোলাহল মুখর মানব সমাজে। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে মুসলমান মানুষের সঙ্গে

Contents

মেশে ও তাদের দেওয়া কষ্টে ছবর করে, ঐ ব্যক্তি উত্তম সেই ব্যক্তির চাইতে যে তাদের সঙ্গে মেশে না ও তাদের দেওয়া কষ্টে ছবর করে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫০৮৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ১৯ অনুচ্ছেদ)*।

এক্ষণে মানব সমাজের মৌলিক দর্শন হ'ল, সে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী একটি সামাজিক জীব। সে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তাকে বিশেষ গুণাবলী দিয়ে তাঁর দাসত্বের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সে সর্বদা সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপনের মুখাপেক্ষী ও এর প্রতি আগ্রহী। সে একটি দূরদর্শী বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হতে চায় এবং সর্বদা একজন যোগ্য নেতা ও ক্ষমতাবান শাসকের অধীনে সুস্থ জীবন যাপন করতে চায়। আর এজন্যেই পৃথিবীর প্রথম মানুষকে আল্লাহ প্রথম নবী করে পাঠিয়েছেন। যার নেতৃত্বে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী তখনকার মানুষ পরিচালিত হ'ত। যুগে যুগে এভাবে শেষনবীর আগমন পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন ও মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে গেছেন। কিন্তু শয়তানের তাবেদার দুষ্ট লোকেরা চিরকাল নবীদের বিরোধিতা করে গেছে এবং মানব সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সমাজে নবীগণের অনুসারী ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে সংঘাত সর্বদা ছিল ও থাকবে। এভাবেই যাচাই হবে কে এ পার্থিব জীবনে সুন্দরতম আমলকারী হবে এবং যার বিনিময়ে সে পরকালে জান্নাতের অধিকারী হবে।

মানুষের মন চায় শয়তানের তাবেদারী করতে, আর বিবেক চায় আল্লাহ্র আনুগত্য করতে। মন আর বিবেকের সংঘাত চিরন্তন। কিন্তু কেউই জানেনা তার ভবিষ্যৎ শান্তি ও কল্যাণ কিসে নিহিত। এজন্য মানুষ সর্বদা 'শাশ্বত সত্যে'র মুখাপেক্ষী থাকে। সেটাই আল্লাহ পাঠিয়ে দেন নবীগণের মাধ্যমে। শান্তিকামী মানুষ তা গ্রহণ করে ধন্য হয়। কিন্তু শয়তানের তাবেদাররা সর্বদা তাতে বাধা সৃষ্টি করে ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে। আখেরী যামানায় আখেরী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আত হ'ল 'ইসলাম'। যা সংকলিত আকারে মওজুদ রয়েছে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে। মানুষ যদি সত্যিকারের মানবিক দর্শন অনুযায়ী চলতে চায় এবং সমাজ দর্শনের মূল দাবী অনুযায়ী সুস্থ সমাজ জীবনের অধিকারী হ'তে চায়, তাহ'লে তাকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহাসত্যকে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরতে হবে। যুগে যুগে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সে উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়েছে। ঐ দুই সত্যকে এড়িয়ে অন্য কোন দর্শন দিয়ে পরিচালিত হ'লে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে নেমে আসবে কেবলি ব্যর্থতার অমানিশা। প্রশ্ন হ'ল, রহমানী ও শয়তানী দ্বিমুখী চেতনার সংঘাতে মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক রক্ষার দর্শন কি হবে? জবাব এই যে, মানুষ হিসাবে সকলের প্রতি সাধারণ মানবিক শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে হবে। সকলের সাথে স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। মানুষের মধ্যে কার সুপ্ত ইলাহী চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এজন্য সর্বদা হাব্লুল্লাহকে (অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। ভাল দিয়ে মন্দকে প্রতিরোধ করতে হবে। সমমনা ঈমানদারগণের সাথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ় সাংগঠনিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থায় অন্যায়, মিথ্যা ও আল্লাহ বিরোধী তৎপরতাকে সমর্থন করা যাবে না বা তার সাথে আপোষ করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তাঁর বিপদগ্রস্ত নবীকে বলেন, 'তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট' *(আনফাল ৬৪)*। আল্লাহ্র এ বাণীর মধ্যে একটি শাশ্বত সমাজ দর্শনের পথনির্দেশ পাওয়া যায়। তাহ'ল এই যে, সত্যনিষ্ঠ মানুষ কোন অবস্থায় মিথ্যার সাথে আপোষ করবে না। আল্লাহভীরু মানুষ কখনোই শয়তানকে ভয় পাবে না ও তার প্রলোভন ও প্রতারণায় আদর্শচ্যুত হবে না। আল্লাহ বলেন, 'শয়তানের কৌশল সর্বদাই দুর্বল' *(নিসা ৭৬)*। অতএব আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থেকে সকলের সাথে মানবিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলাই হবে মুমিনের জন্য মৌলিক সমাজ দর্শন। আল্লাহ আমাদেরকে ইলাহী সমাজদর্শনের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!!

[স.স.]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলী যুগের গোত্রীয় সংকীর্ণতা ও বাপ-দাদার অহমিকা দূর করে দিয়েছেন। মানুষ দুই ধরনেরঃ মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগা। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম হ'ল মাটির তৈরী' *(আবুদাঊদ)*।

Contents

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১৪তম কিস্তি)

সিনাই হ'তে মিসর

প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীর জন্য আগুন আনতে গিয়ে মূসা এমন এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'লেন, যা রীতিমত ভীতিকর, শিহরণমূলক ও অভূতপূর্ব। তিনি স্ত্রীর জন্য আগুন নিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি-না বা পরিবারের সেবায় তিনি পরে কি কি ব্যবস্থা নিলেন- এসব বিষয়ে কুরআন চুপ রয়েছে। কুরআনের গৃহীত বাকরীতি অনুযায়ী এ সবের বর্ণনা কোন যরূরী বিষয় নয়। কেননা এগুলি সাধারণ মানবিক তাকীদ, যা যেকোন স্বামীই তার স্ত্রী ও পরিবারের জন্য করে থাকে। অতএব এখন আমরা সামনের দিকে আগাব।

আল্লাহ পাক মূসাকে নবুঅত ও প্রধান দু'টি মু'জেযা দানের পর নির্দেশ দিলেন,

اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ- وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيْ- يَفْقَهُوْا قَوْلِي- وَاجْعَلْ لِّي وَزِيْراً مِّنْ أَهْلِيْ- هَارُوْنَ أَخِي- اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ- وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً- وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْراً- إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْراً-

হে মূসা! 'তুমি ফেরাঊনের কাছে যাও। সে উদ্ধত হয়ে গেছে'। ভীত সন্ত্রস্ত মূসা বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন' 'এবং আমার কাজ সহজ করে দিন'। 'আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন' 'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' 'এবং আমার পরিবারের মধ্য থেকে একজনকে আমার সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন'। 'আমার ভাই হারূণকে দিন'। 'তার মাধ্যমে আমার কোমর শক্ত করুন' 'এবং তাকে (নবী করে) আমার কাজে অংশীদার করুন'। 'যাতে আমরা বেশী বেশী করে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি' 'এবং অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি'। 'আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন' *(ত্বোয়াহা ২০/২৪-৩৫)*।

মূসার উপরোক্ত দীর্ঘ প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ বললেন, قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى 'হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে দেওয়া হ'ল'। শুধু এবার কেন, 'আমি তোমার উপরে আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৬-৩৭)*। বলেই আল্লাহ মূসাকে তার জন্মের পর নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার ও ফেরাঊনের ঘরে লালন-পালনের চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়ে দিলেন।

আল্লাহ্র খেলা বুঝা ভার। হত্যার টার্গেট হয়ে জন্মলাভ করে হত্যার ঘোষণা দানকারী সম্রাট ফেরাঊনের গৃহে পুত্রস্নেহে লালিত-পালিত হয়ে পরে যৌবনকালে পুনরায় হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে প্রাণভয়ে ভীত ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমালেন। অতঃপর সেখানে দীর্ঘ দশ বছর মেষপালকের চাকুরী করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে স্বদেশ ফেরার পথে রাহাযানির ভয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় এসে কনকনে শীতের মধ্যে অন্ধকার রাতে প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীকে নিয়ে মহা বিপদগ্রস্ত স্বামী যখন অদূরে আলোর ঝলকানি দেখে আশায় বুক বেঁধে সেদিকে ছুটেছেন। তখন তিনি জানতেন না যে, সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে এমন এক মহা সুসংবাদ যা দুনিয়ার কোন মানুষ ইতিপূর্বে দেখেনি, শোনেনি, কল্পনাও করেনি। বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ স্বয়ং স্বকণ্ঠে, স্বশব্দে ও স্ব-ভাষায় তাকে ডেকে কথা বলবেন, এও কি সম্ভব? শংকিত, শিহরিত, পুলকিত মূসা সবকিছু ভুলে পুরা দেহ-মন দিয়ে শুনছেন স্বীয় প্রভুর দৈববাণী। দেখলেন তাঁর নূরের তাজাল্লী। চাইলেন প্রাণভরে যা চাওয়ার ছিল। পেলেন সাথে সাথে পরিপূর্ণভাবে। এতে বুঝা যায়, পারিবারিক সমস্যা ও রাস্তাঘাটের সমস্যা সবই আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সুন্দরভাবে সমাধান হয়ে গিয়েছিল যা কুরআনে উল্লেখের প্রয়োজন পড়েনি।

ওদিকে মূসার প্রার্থনা কবুলের সাথে সাথে আল্লাহ হারূণকে মিসরে অহীর মাধ্যমে নবুঅত প্রদান করলেন *(মারিয়াম ১৯/৫৩)* এবং তাকে মূসার আগমন বার্তা জানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে মূসাকে সার্বিক সহযোগিতা করার এবং তাকে মিসরের বাইরে এসে অভ্যর্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বনু ইস্রাঈলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এগিয়ে এসে যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করেন।[১]

মূসার পাঁচটি দো'আ : নবুঅতের গুরু দায়িত্ব লাভের পর মূসা (আঃ) এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বহনের ক্ষমতা অর্জনের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত দীর্ঘ প্রার্থনা সংক্ষেপে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হ'ল, যা নিম্নরূপঃ

প্রথম দো'আঃ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِى 'হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন'। অর্থাৎ নবুঅতের বিশাল দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত জ্ঞান ও

১. *কুরতুবী, তাফসীরে ইবনু কাছীর 'হাদীছুল ফুতুন'; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩৭।*

দূরদর্শিতার উপযোগী করে দিন এবং আমার হৃদয়কে এমন প্রশস্ত করে দিন, যাতে উম্মতের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অপবাদ ও কষ্ট-দুঃখ বহনে তা সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় দো'আ: وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ 'আমার কর্ম সহজ করে দিন'। অর্থাৎ নবুঅতের কঠিন দায়িত্ব বহনের কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। কেননা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত কারু পক্ষেই কোন কাজ সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মূসা (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফেরাঊনের মত একজন দুর্ধর্ষ, যালেম ও রক্ত পিপাসু সম্রাটের নিকটে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, আল্লাহ্‌র একান্ত সাহায্য ব্যতীত।

তৃতীয় দো'আ: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে'। কেননা রেসালাত ও দাওয়াতের জন্য রাসূল ও দাঈকে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়া একান্ত আবশ্যক। মূসা (আঃ) নিজের এ ত্রুটি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। পরবর্তী আয়াতে যেহেতু তাঁর সকল প্রার্থনা কবুলের কথা বলা হয়েছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৬)*, সেহেতু এ প্রার্থনাটিও যে কবুল হয়েছিল এবং তাঁর তোতলামি দূর হয়ে গিয়েছিল, সেকথা বলা যায়।

এ বিষয়ে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেমন শৈশবে তিনি মুখে আগুন পুরেছিলেন বলে তাঁর জিভ পুড়ে গিয়েছিল। কেননা ফেরাঊনের দাড়ি ধরে চপেটাঘাত করার জন্য মূসাকে ফেরাঊন হত্যা করতে চেয়েছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়ার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তিনি বেঁচে যান। সেটি ছিল এই যে, তাকে অবোধ শিশু প্রমাণ করার জন্য ফেরাঊনের স্ত্রী দু'টি পাত্র এনে মূসার সামনে রাখেন। মূসা তখন জিবরাঈলের সাহায্যে মণিমুক্তার পাত্রে হাত না দিয়ে আগুনের পাত্রে হাত দিয়ে একটা স্ফুলিঙ্গ তুলে নিজের গালে পুরে নেন। এতে তার জিভ পুড়ে যায় ও তিনি তোৎলা হয়ে যান। ওদিকে ফেরাঊনও বুঝে নেন যে মূসা নিতান্তই অবোধ। সেকারণ তাকে ক্ষমা করে দেন। যদিও এসব কাহিনী কুরতুবী, মাযহারী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তবুও এগুলোর কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। তাই তোৎলামির বিষয়টি স্বাভাবিক ত্রুটি ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক নাসাঈতে বর্ণিত 'হাদীছুল ফুতূনে' কেবল আগুনের পাত্রে হাত দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু আগুন মুখে দেওয়ার কথা নেই। এর ফলে তিনি ফেরাঊনের হাতে নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যান। এ জন্য এ ঘটনাকে উক্ত হাদীছে ৩নং ফিৎনা বা পরীক্ষা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

চতুর্থ দো'আ: وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِى، هَارُوْنَ أَخِىْ 'আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন উযীর নিয়োগ করুন'। 'আমার ভাই হারূনকে'। পূর্বের তিনটি দো'আ ছিল তাঁর নিজ সত্তা সম্পর্কিত। অতঃপর চতুর্থ দো'আটি ছিল রেসালাতের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত। 'উযীর' অর্থ বোঝা বহনকারী। মূসা (আঃ) স্বীয় নবুঅতের বোঝা বহনে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় হিসাবে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগী প্রার্থনা করে দায়িত্ব পালনে স্বীয় আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্দিষ্টভাবে নিজের বড় ভাই হারূণের নাম করে অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ ভাই হারূণ আজন্ম মিসরেই অবস্থান করার কারণে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। অধিকন্তু তার উপরে ফেরাঊনের কোন ক্রোধ বা ক্ষোভ ছিল না। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি, দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের জন্য যা ছিল সবচাইতে যরূরী।

পঞ্চম দো'আ: وَأَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ 'এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন'। অর্থাৎ তাকে আমার নবুঅতের কাজে শরীক করে দিন। 'যাতে আমরা বেশী পরিমাণে আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৩-৩৪)*। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে এবং আল্লাহ্‌র যিকরে মশগুল থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ যরূরী। একারণেই তিনি সৎ ও নির্ভরযোগ্য সাথী ও সহযোগী হিসাবে বড় ভাই হারূণকে নবুঅতে শরীক করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করেন। তাছাড়া তিনি একটি আশংকার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে'। 'আমার ভাই হারূণ, সে আমার অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন যোগাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৩-৩৪)*।

উক্ত পাঁচটি দো'আ শেষ হবার পর সেগুলি কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسَى 'হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হ'ল' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৬)*। এমনকি মূসার সাহস বৃদ্ধির জন্য سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ 'আমরা তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহুকে সবল করব এবং তোমাদের দু'জনকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছেই

২. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ২০/৪০।*

ঘেঁষতে পারবে না। তাছাড়া আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা (দু'ভাই) এবং তোমাদের অনুসারীরা (শত্রুপক্ষের উপরে) বিজয়ী থাকবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৫)*।

মূসা হ'লেন কালীমুল্লাহ:

তুবা প্রান্তরের উক্ত ঘটনা থেকে মূসা কেবল নবী হ'লেন না। বরং তিনি হ'লেন 'কালীমুল্লাহ' বা আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপকারী। যদিও শেষনবী (ছাঃ) মে'রাজে আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু দুনিয়াতে এভাবে বাক্যালাপের সৌভাগ্য কেবলমাত্র হযরত মূসা (আঃ)-এর হয়েছিল। আল্লাহ বিভিন্ন নবীকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্টতা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মূসা! আমি আমার বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে এবং আমার বাক্যালাপের মাধ্যমে তোমাকে লোকদের উপরে বিশিষ্টতা দান করেছি। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দান করলাম, তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক' *(আ'রাফ ৭/১৪৪)*। এভাবে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর সাথে আরেকবার কথা বলেন, সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাবার পরে শামে এসে একই স্থানে 'তওরাত' প্রদানের সময় *(আ'রাফ ৭/১৩৮, ১৪৫)*। এভাবে মূসা হ'লেন 'কালীমুল্লাহ'।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাথে সরাসরি বাক্যালাপের পর উৎসাহিত ও পুলকিত মূসা এখানে তূর পাহাড়ের পাদদেশ এলাকায় কিছু দিন বিশ্রাম করলেন। অতঃপর মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। সিনাই থেকে অনতিদূরে মিসর সীমান্তে পৌঁছে গেলে যথারীতি বড় ভাই হারূণ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এসে তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

মূসা (আঃ)-এর মিসরে প্রত্যাবর্তন

ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের বিরুদ্ধে অলৌকিক লাঠি ও আলোকিত হস্ত তালুর দু'টি নিদর্শন নিয়ে মূসা (আঃ) মিসরে পৌঁছলেন *(ক্বাছাছ ২৮/৩২)*। ফেরাঊন ও তার সভাসদ বর্গকে আল্লাহ (أَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ) 'জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতা' *(ক্বাছাছ ২৮/৪১)* হিসাবে এবং তাদের সম্প্রদায়কে 'ফাসেক' বা পাপাচারী *(ক্বাছাছ ২৮/৩২)* বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ পাক মূসাকে বললেন 'তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না'। 'তোমরা উভয়ে ফেরাঊনের কাছে যাও। সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে'। 'তোমরা তার কাছে গিয়ে নম্রভাষায় কথা বলবে। তাতে হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে'। 'তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপরে যুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে'। 'আল্লাহ বললেন, قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের (সব কথা) শুনবো ও (সব অবস্থা) দেখব' *(ত্বোয়াহা ২০/৪২-৪৬)*।

ফেরাঊনের নিকটে মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত

আল্লাহ্র নির্দেশমত মূসা ও হারূণ ফেরাঊন ও তার সভাসদবর্গের নিকটে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর মূসা ফেরাঊনকে বললেন,

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ- حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُوْلَ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ

'হে ফেরাঊন! আমি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হ'তে প্রেরিত রাসূল'। 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি দৃঢ়চিত্ত। আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন নিয়ে আগমন করেছি। অতএব তুমি বনু ইস্রাঈলগণকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও' *(আ'রাফ ৭/১০৪-১০৫)*। মূসার এদাবী থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময় বনু ইস্রাঈলের উপরে ফেরাঊনের ও তার সম্প্রদায়ের যুলুম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং তাদের সঙ্গে আপোষে বসবাসের কোন রাস্তা ছিল না। ফলে তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে চাইলেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, মূসা তখনই বনু ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হয়ে যাননি। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত বর্ণনা করব।

মূসা ফেরাঊনকে বললেন, وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى- إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى- ....'তুমি বনু ইস্রাঈলদের উপরে নিপীড়ন করো না'। 'আমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপরে আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৭-৪৮)*। একথা শুনে ফেরাঊন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'মূসা! তোমার পালনকর্তা কে'? 'মূসা বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন'। 'ফেরাঊন বলল, তাহ'লে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?' 'মূসা বললেন, তাদের খবর আমার প্রভুর কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না'। একথা বলার পর মূসা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ বর্ণনা শুরু করলেন, যাতে ফেরাঊন তার যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং তাতে চলার পথ সমূহ তৈরী করেছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন'। 'তোমরা তা আহার কর ও

তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চরিয়ে থাক। নিশ্চয়ই এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৯-৫৪)*।

মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ

১. বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান।
২. আল্লাহ প্রেরিত সত্যই প্রকৃত সত্য। তার ব্যতিক্রম কিছু না বলা বা না করার ব্যাপারে সর্বদা দৃঢ়চিত্ত থাকার ঘোষণা প্রদান।
৩. আল্লাহ্র গযবের ভয় প্রদর্শন।
৪. আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ।
৫. পিছনের লোকদের কৃতকর্মের হিসাব আল্লাহ্র উপরে ন্যস্ত করে বর্তমান অবস্থার সংশোধনের প্রতি আহ্বান।
৬. মযলূম বনু ইস্রাঈলের মুক্তির জন্য যালেম ফেরাঊনের নিকটে আবেদন।

মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি

ফেরাঊনের অহংকারী হৃদয়ে মূসার দাওয়াত ও উপদেশবাণী কোনরূপ রেখাপাত করল না। বরং সে পরিষ্কার বলে দিল, مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِيْ آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ– وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ– 'তোমার এসব অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে এসব কথা শুনিনি'। 'মূসা বললেন, 'আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তার নিকট থেকে হেদায়াতের কথা নিয়ে আগমন করেছে এবং কে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয়ই যালেমরা সফলকাম হবে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬-৩৭)*।

ফেরাঊন তার সভাসদগণকে উদ্দেশ্য করে বলল, يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ 'হে পারিষদবর্গ! আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। এরপর সে মূসার প্রতিশ্রুত 'পরকালের গৃহ' (عَاقِبَةُ الدَّارِ) দেখার জন্য জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার উযীরকে বলে উঠল, فَأَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَل لِّيْ صَرْحاً لَّعَلِّيْ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ– 'হে হামান! তুমি ইট পোড়াও। অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার ধারণা সে একজন মিথ্যাবাদী'। একথা বলে 'ফেরাঊন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে অহংকারে ফেটে পড়ল। তারা ধারণা করল যে, তারা কখনোই আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮-৩৯; গাফির/মুমিন ২৩/৩৬, ৩৭)*।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা ও হারূণ যখন ফেরাঊনের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল'। 'তুমি বনু ইস্রাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও' *(শো'আরা ২৬/১৬-১৭)*। ফেরাঊন তখন বাঁকা পথ ধরে প্রশ্ন করে বসলো, 'আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি কি আমাদের মাঝে তোমার জীবনের বহু বছর কাটাওনি? 'আর তুমি করেছিলে (হত্যাকাণ্ডের) সেই অপরাধ, যা তুমি করেছিলে'। এরপরেও তুমি আমাকে পালনকর্তা না মেনে অন্যকে পালনকর্তা বলছ? 'আসলে তুমিই হ'লে কাফির বা কৃতঘ্নদের অন্তর্ভুক্ত' (وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ)। জবাবে মূসা বললেন, 'আমি সে অপরাধ তখন করেছি যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম'। 'অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করেছিলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন ও আমাকে রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন'। 'অতঃপর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ তা এই যে, তুমি বনু ইস্রাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ'। ফেরাঊন একথার জবাব না দিয়ে আক্বীদাগত প্রশ্ন তুলে বলল, তোমাদের কথিত 'বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কে?' মূসা বললেন, 'তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'। এ জবাব শুনে 'ফেরাঊন তার পরিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না'? 'আসলে তোমাদের প্রতি প্রেরিত এ রাসূলটি একটা আস্ত পাগল (قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ)। ...'অতঃপর ফেরাঊন মূসাকে বলল, لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 'যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব'। মূসা বললেন, 'আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করলেও কি (তুমি আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে)? *(শো'আরা ২৬/১৮-৩০)*।

তখন ফেরাঊন তাচ্ছিল্যভরে বলল, হে মূসা! 'যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহ'লে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক'। 'মূসা তখন নিজের হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা একটা জ্বলজ্যান্ত অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেল'। 'তারপর (বগল থেকে) নিজের হাত বের করলেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে আলোকোজ্জ্বল দেখাতে লাগল' *(আ'রাফ ৭/১০৬-১০৮)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত 'হাদীছুল ফুতূনে' বলা হয়েছে যে, বিশাল ঐ অজগর সাপটি যখন বিরাট হা করে ফেরাঊনের দিকে এগিয়ে গেল, তখন ফেরাঊন ভয়ে

সিংহাসন থেকে লাফিয়ে মূসার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইল এবং তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ২০/৪০)*।

উল্লেখ্য যে, মূসার প্রদর্শিত লাঠির মো'জেযাটি ছিল অত্যাচারী সম্রাট ও তার যালেম সম্প্রদায়ের ভয় দেখানোর জন্য। এর দ্বারা তাদের যাবতীয় দুনিয়াবী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়। অতঃপর প্রদীপ্ত হাতের দ্বিতীয় মো'জেযাটি দেখানো হয়, এটা বুঝানোর জন্যে যে, তাঁর আনীত ঐশী বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা। যাতে রয়েছে মানুষের সার্বিক জীবনে শান্তি ও কল্যাণের আলোকবর্তিকা।

মু'জেযা ও জাদু:

বলা আবশ্যক যে, মু'জেযা অর্থ মানুষের বুদ্ধিকে অক্ষমকারী। অর্থাৎ এমন কর্ম সংঘটিত হওয়া যা মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা বহির্ভূত। এটা আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তাঁর নবীদের মাধ্যমেই কেবল হয়ে থাকে। যা পৃথিবীতে ও আসমান জগতে সর্বত্র ক্রিয়াশীল। যেমন শেষনবীর অঙ্গুলী সংকেতে আকাশের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে জাদু হ'ল কৃত্রিমভাবে সংঘটিত শয়তানী ক্রিয়াকর্ম। যা কেবল পৃথিবীতেই ক্রিয়াশীল হয়। এতে মানুষের সাময়িক বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে। যা মানুষকে প্রতারিত করে। এজন্যে একে ইসলামে হারাম করা হয়েছে। মিসরীয় জাতি তথা ফেরাঊনের সম্প্রদায় ঐ সময় জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং জ্যোতিষীদের প্রভাব ছিল তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যধিক। সেকারণ তাদের চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাকে তারা বড় ধরনের একটা জাদু ভেবেছিল মাত্র। তবে তারা তাঁকে সাধারণ জাদুকর নয়, বরং 'বিজ্ঞ জাদুকর' (سَاحِرٌعَلِيْمٌ) বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল *(আ'রাফ ৭/১০৯)*। কারণ তাদের হিসাব অনুযায়ী মূসার জাদু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যা তাদের আয়ত্তাধীন জাদু বিদ্যার বাইরের এবং যা ছিল অনুপম ও অনন্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

মূসার দাওয়াতের পর ফেরাঊনী অবস্থান

মূসার মো'জেযা দেখে ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গ দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই মূসার বিরুদ্ধে তার সম্মুখে আর টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা করে তারা তাদের লোকদের বলতে লাগল যে, 'লোকটা বিজ্ঞ জাদুকর'। 'সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায় (অর্থাৎ সে নিজে দেশের শাসক হ'তে চায়), এক্ষণে এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি? 'লোকেরা ফেরাঊনকে বলল, 'আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন এবং শহর ও নগরী সমূহের সর্বত্র খবর পাঠিয়ে দিন লোকদের জমা করার জন্য'। 'যাতে তারা সকল বিজ্ঞ জাদুকরদের সমবেত করে' *(আ'রাফ ৭/১০৯-১১২)*।

ফেরাঊন মূসা (আঃ)-কে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য আগমন করেছ'? 'তাহ'লে আমরাও তোমার মোকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। অতএব আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা ওয়াদার দিন ধার্য কর, যার খেলাফ আমরাও করব না, তুমিও করবে না'। 'মূসা বললেন, 'তোমাদের ওয়াদার দিন হবে তোমাদের উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নেই লোকজন সমবেত হবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৫৭-৫৯)*।

ফেরাঊনের জবাবের সার-সংক্ষেপ

১. অদৃশ্য পালনকর্তা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে দৃশ্যমান পালনকর্তা হিসাবে নিজেকেই সর্বোচ্চ পালনকর্তা বলে দাবী করা *(নাযে'আত ৭৯/২৪)*।
২. শৈশবে লালন-পালনের দোহাই পেড়ে তাকে পালনকর্তা বলে স্বীকার না করায় উল্টা মূসাকেই 'কাফির' বা কৃতঘ্ন বলে আখ্যা প্রদান *(শো'আরা ২৬/১৯)*।
৩. পূর্ব পুরুষের কারু কাছে এমন কথা না শোনার বাহানা পেশ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*।
৪. আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাওয়ার কথা অস্বীকার *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*।
৫. পরকালকে অস্বীকার *(ক্বাছাছ ২৮/৩৭)*।
৬. মূসাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ও হত্যার হুমকি প্রদান *(শো'আরা ২৬/২৯; মুমিন/গাফির ৪০/২৬)*।
৭. নবুঅতের মু'জেযাকে অস্বীকার এবং একে জাদু বলে আখ্যা দান *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*।
৮. মূসার নিঃস্বার্থ দাওয়াতকে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত বলে অপবাদ প্রদান *(আ'রাফ ৭/১১০; ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*।
৯. ফেরাঊন দাবী করে যে, মূসা আমাদের ধর্মকে পরিবর্তন ও উৎকৃষ্ট রীতি-নিয়ম সমূহকে রহিত করতে চায় *(মুমিন/গাফির ৪০/২৬; ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*।
১০. সে আরো বলে যে, মূসা সারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় *(মুমিন/গাফির ৪০/২৬)*।

বস্তুতঃ এই ধরনের অপবাদসমূহ যুগে যুগে প্রায় সকল নবীকে ও তাঁদের অনুসারী সমাজ সংস্কারক গণকে দেওয়া হয়েছে এবং আজও দেওয়া হচ্ছে।

নবুঅত পরবর্তী ১ম পরীক্ষা ঃ জাদুকরদের মুকাবিলা

মূসা (আঃ) ও ফেরাঊনের মাঝে জাদু প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হবার পর মূসা (আঃ) পয়গম্বর সূলভ দয়া প্রকাশে নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى– 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করো না। তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যারাই মিথ্যারোপ করে, তারাই বিফল মনোরথ হয়' *(ত্বোয়াহা ২০/৬১)*। কিন্তু এতে কোন ফলোদয়

Contents

হ'ল না। ফেরাঊন উঠে গিয়ে 'তার সকল কলা-কৌশল জমা করল, অতঃপর উপস্থিত হ'ল' *(ত্বোয়াহা ২০/৬০)*। 'অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল'। 'তারা বলল, এই দু'জন লোক নিশ্চিতভাবেই জাদুকর। তারা তাদের জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং আমাদের উৎকৃষ্ট জীবনধারা রহিত করতে চায়'। 'অতএব (হে জাদুকরগণ!) তোমরা তোমাদের যাবতীয় কলাকৌশল সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধভাবে এসো। আজ যে জয়ী হবে, সেই-ই সফলকাম হবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩-৬৪)*।

জাদুকররা ফেরাঊনের নিকট সমবেত হয়ে বলল, জাদুকর ব্যক্তিটি কি দিয়ে কাজ করে? সবাই বলল, সাপ দিয়ে। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! পৃথিবীতে আমাদের উপরে এমন কেউ নেই, যে লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে কাজ করতে পারে। =(*'হাদীছুল কুতূন' নাসাঈ, ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর*)। অতএব 'আমাদের জন্য কি বিশেষ কোন পুরস্কার আছে, যদি আমরা বিজয়ী হই'? 'সে বলল, হ্যাঁ। তখন অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(আ'রাফ ৭/১১৩-১১৪)*।

জাদুকররা উৎসাহিত হয়ে মূসাকে বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি (তোমার জাদুর লাঠি) নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি' *(ত্বোয়াহা ২৩/৬৫)*। মূসা বললেন, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তারা 'তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল' *(শো'আরা ২৬/৪৪)*, তখন লোকদের চোখগুলিকে ধাঁধিয়ে দিল এবং তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল ও এক মহাজাদু প্রদর্শন করল' *(আ'রাফ ৭/১১৬)*। 'তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার মনে হ'ল যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করছে'। 'তাতে মূসা মনে মনে কিছুটা ভীত হ'লেন' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৬-৬৭)*। এমতাবস্থায় আল্লাহ 'অহি' নাযিল করে মূসাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'তুমিই বিজয়ী হবে' 'তোমার ডান হাতে যা আছে, তা (অর্থাৎ লাঠি) নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সবকিছুকে যা তারা করেছে, গ্রাস করে ফেলবে। তাদের ওসব তো জাদুর খেল মাত্র। বস্তুতঃ জাদুকর যেখানেই থাকুক সে সফল হবে না' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৮-৬৯)*।

জাদুকররা তাদের রশি ও লাঠি সমূহ নিক্ষেপ করার সময় বলল, وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ 'ফেরাঊনের মর্যাদার শপথ! আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব' *(শো'আরা ২৬/৪৪)*। তারপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নামে লাঠি নিক্ষেপ করলেন। দেখা গেল তা বিরাট অজগর সাপের ন্যায় রূপ ধারণ করল এবং জাদুকরদের সমস্ত অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল' *(শো'আরা ২৬/৪৫)*।

এদৃশ্য দেখে যুগশ্রেষ্ঠ জাদুকরগণ বুঝে নিল যে, মূসার এ জাদু আসলে জাদু নয়। কেননা জাদুর সর্বোচ্চ বিদ্যা তাদের কাছেই রয়েছে। মূসা তাদের চেয়ে বড় জাদুকর হ'লে এতদিন তার নাম শোনা যেত। তার উস্তাদের খবর জানা যেত। তাছাড়া তার যৌবনকাল অবধি সে আমাদের কাছেই ছিল। কখনোই তাকে জাদু শিখতে বা জাদু খেলা দেখাতে বা জাদুর প্রতি কোনরূপ আকর্ষণও তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। তার পরিবারেও কোন জাদুকর নেই। তার বড় ভাই হারূণ তো সর্বদা আমাদের মাঝেই দিনাতিপাত করেছে। কখনোই তাকে এসব করতে দেখা যায়নি বা তার মুখে এখনকার মত বক্তব্য শোনা যায়নি। হঠাৎ করে কেউ বিশ্বসেরা জাদুকর হয়ে যেতে পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অলৌকিক কোন সত্তার নিদর্শন রয়েছে, যা আয়ত্ত করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এ সময় মূসার দেওয়া তাওহীদের দাওয়াত ও আল্লাহ্র গযবের ভীতি তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। আল্লাহ বলেন, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ– 'অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং বাতিল হয়ে গেল তাদের সমস্ত জাদুকর্ম'। 'এভাবে তারা সেখানেই পরাজিত হ'ল এবং লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল' *(আ'রাফ ৭/১১৮-১১৯)*। অতঃপর فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ– 'তারা সিজদায় পড়ে গেল'। এবং 'বলে উঠল, আমরা বিশ্বচরাচরের পালনকর্তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যিনি মূসা ও হারূণের রব' *(শো'আরা ২৬/৪৬-৪৮; ত্বোয়াহা ২০/৭০; আ'রাফ ৭/১২০-১২১)*।

পরাজয়ের এ দৃশ্য দেখে ভীত-বিহ্বল ফেরাঊন নিজেকে সামলে নিয়ে উপস্থিত লাখো জনতার মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য জাদুকরদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ 'আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয়ই সে (অর্থাৎ মূসা) তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৭১; আ'রাফ ৭/১২৩; শো'আরা ২৬/৪৯)*। অতঃপর সম্রাট সুলভ হুমকি দিয়ে বলল, فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ 'শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণাম ফল জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেব এবং তোমাদের সবইকে শূলে চড়াব'। জবাবে জাদুকররা বলল, لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

Contents

'কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব'। 'আশা করি আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ ক্ষমা করবেন' *(শো'আরা ২৬/৪৯-৫১; ত্বোয়াহা ২০/৭১-৭৩; আ'রাফ ৭/১২৪-১২৬)*।

উল্লেখ্য যে, জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার এই দিনটি (يوم الزينة) ছিল ১০ই মুহাররম আশূরার দিন (يوم عاشوراء) (*ইবনু কাছীর, 'হাদীছুল ফুতূন'*)। তবে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, এটি ছিল তাদের ঈদের দিন। কেউ বলেছেন, বাজারের দিন। কেউ বলেছেন, নববর্ষের দিন (*তাফসীরে কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৫৯*)।

ফেরাঊনের ছয়টি কুটচাল

জাদুকরদের পরাজয়ের পর ফেরাঊন তার রাজনৈতিক কুটচালের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। তার **প্রথম চাল** ছিল এই যে, সে বলল: এই জাদুকররা সবাই মূসার শিষ্য। তারা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। এটা একটা পাতানো খেলা। আসলে 'মূসাই হ'ল বড় জাদুকর' *(ত্বোয়াহা ২০/৭১)*। তার **দ্বিতীয় চাল** ছিল এই যে, সে বলল, মূসা তার জাদুর মাধ্যমে 'নগরীর অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে চায়' *(আ'রাফ ৭/১২৩)* এবং মূসা ও তার সম্প্রদায় এদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তার **তৃতীয় চাল** ছিল এই যে, সে বলল মূসা যেসব কথা বলছে 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেসব কথা কখনো শুনিনি' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*। তার **চতুর্থ চাল** ছিল এই যে, হে জনগণ! এ লোকটি তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে' *(মুমিন/গাফের ২৩/২৬)*। তার **পঞ্চম চাল** ছিল এই যে, সে বলল, মূসা তোমাদের উৎকৃষ্ট (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক) জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। তার **ষষ্ঠ ও চূড়ান্ত কুটচাল** ছিল এই যে, সে মিসরীয় জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল *(ক্বাছাছ ২৮/৪)* এবং একটির দ্বারা অপরটিকে দুর্বল করার মাধ্যমে নিজের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রেখেছিল। আজকের বহুদলীয় গণতন্ত্র বা দলতন্ত্র ফেলে আসা ফেরাঊনী তন্ত্রের আধুনিক রূপ বলেই মনে হয়। নিজেই সবকিছু করলেও লোকদের খুশী করার জন্য ফেরাঊন বলল, مَاذَا تَأْمُرُونَ 'অতএব হে জনগণ! তোমরা এখন কি বলতে চাও'? *(শো'আরা ২৬/৩৫; আ'রাফ ৭/১১০)*।

ফেরাঊনী কুটনীতির বিজয় ও জনগণের সমর্থন লাভ:

অধিকাংশের রায় যে সবসময় সঠিক হয় না বরং তা আল্লাহ্র পথ হ'তে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তার বড় প্রমাণ হ'ল ফেরাঊনী কুটনীতির বিজয় ও মূসার আপাত পরাজয়। ফেরাঊনের ভাষণে উত্তেজিত জনগণের পক্ষে নেতারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, হে সম্রাট! أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনিই ছেড়ে দেবেন দেশময় হৈ চৈ করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য' *(আ'রাফ ৭/১২৭)*।

জাদুকরদের সত্য গ্রহণ:

ধূর্ত ও কুটবুদ্ধি ফেরাঊন বুঝলো যে, তার ঔষধ কাজে লেগেছে। এখুনি মোক্ষম সময়। সে সাথে সাথে জাদুকরদের হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে অতঃপর খেজুর গাছের সাথে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দিল। সে ভেবেছিল, এতে জাদুকররা ভীত হয়ে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে। কিন্তু ফল উল্টা হ'ল, তারা একবাক্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিল, لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى- 'আমরা তোমাকে ঐসব সুস্পষ্ট নিদর্শন (ও মু'জেযার) উপরে প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো (মূসার মাধ্যমে) আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং প্রধান্য দিতে পারি না তোমাকে সেই সত্তার উপরে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন'। অতএব তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে'। 'আমরা আমাদের পালনকর্তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী' *(ত্বোয়াহা ২০/৭২-৭৩)*।

তারা আরও বলল, إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ- 'আমাদের তো মৃত্যুর পরে আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকটে ফিরে যেতেই হবে'। 'বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো কেবল একারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সমূহের প্রতি, যখন তা আমাদের নিকটে পৌঁছেছে। অতএব رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য ধৈর্যের দুয়ার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান কর' *(আ'রাফ ৭/১২৫-১২৬)*।

এটা ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে, ইতিপূর্বে ফেরাঊনের দরবারে মূসার লাঠির মু'জেযা প্রদর্শনের ঘটনা থেকেই জাদুকরদের মনে প্রতীতি জন্মেছিল যে, এটা কোন জাদু নয়, এটা মু'জেযা। কিন্তু ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের ভয়ে তারা মুখ খুলেনি। অবশেষে তাদেরকে সমবেত করার

Contents

পর তাদেরকে সম্রাটের নৈকট্যশীল করার ও বিরাট পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়। এগুলো নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রলোভনের চাপ ভিন্ন কিছুই ছিল না।

জাদুকরদের মুসলমান হয়ে যাবার অন্যতম কারণ ছিল মুকাবিলার পূর্বে ফেরাঊন ও তার জাদুকরদের উদ্দেশ্যে মূসার প্রদত্ত উপদেশমূলক ভাষণ। যেখানে তিনি বলেছিলেন, وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করো না। তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। বস্তুতঃ তারাই বিফল মনোরথ হয়, যারা মিথ্যারোপ করে' *(ত্বোয়াহা ২০/৬১)*।

মূসার মুখে একথা শুনে ফেরাঊন ও তার সভাসদরা অহংকারে স্ফীত হ'লেও জাদুকর ও সাধারণ জনগণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে জাদুকরদের মধ্যে গ্রুপিং হয়ে যায় এবং তারা আপোষে বিতর্কে লিপ্ত হয়। যদিও গোপন আলোচনার ভিত্তিতে সম্ভবতঃ রাজকীয় সম্মান ও বিরাট অংকের পুরস্কারের লোভে পরিশেষে তারা একমত হয়।

জাদুরকদের পরিণতি:

জাদুকরদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল কি-না, সে বিষয়ে কুরআনে স্পষ্টভাবে কিছু বলা না হ'লেও ত্বোয়াহা ৭২ হ'তে ৭৬ পর্যন্ত বর্ণিত আয়াত সমূহের বাকভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, তা তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়েছিল। কেননা নিষ্ঠুরতার প্রতীক ফেরাঊনের দর্পিত ঘোষণার জবাবে দৃঢ়চিত্ত ঈমানদার জাদুকরদের মুখ দিয়ে যেকথাগুলো বের হয়েছিল, তা সকল ভয় ও দ্বিধা-সংকোচের ঊর্ধ্বে উঠে কেবলমাত্র মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়। সেকারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, উবায়েদ ইবনু উমায়ের ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, أَصْبَحُوْا سَحَرَةً وَأَمْسَوْا شُهَدَاءَ 'যারা সকালে জাদুকর ছিল, তারা সন্ধ্যায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করল'।[৩] মূলতঃ এটাই হ'ল প্রকৃত মা'রেফাত, যা যেকোন ভয়-ভীতির মুকাবিলায় মুমিনকে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল রাখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অন্বেষায়। *সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী।*

জনগণের প্রতিক্রিয়া:

আল্লাহ বলেন, فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ– 'ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ভয়ে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক ব্যতীত কেউ তার প্রতি ঈমান আনেনি। আর ফেরাঊন তার দেশে ছিল পরাক্রান্ত এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউনুস ১০/৮৩)*। এতে বুঝা যায় যে, ক্বিবতীদের মধ্যে গোপনে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা বেশী থাকলেও প্রকাশ্যে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল।

উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে 'তার কওমের কিছু লোক ব্যতীত' (إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ) বলতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) 'ফেরাঊনের কওমের কিছু লোক' বলেছেন। কিন্তু ইবনু জারীর ও অনেক বিদ্বান মূসার নিজ কওম 'বনু ইস্রাঈলের কিছু লোক' বলেছেন। এর জবাবে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, বনু ইস্রাঈলের সকলেই মূসাকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করত একমাত্র ক্বারূণ ব্যতীত। কেননা সে ছিল বিদ্রোহী এবং ফেরাঊনের সাথী। আর মূসার কারণেই বনু ইস্রাঈলগণ মূসার জন্মের আগে ও পরে সমানভাবে নির্যাতিত ছিল *(আ'রাফ ৭/১২৯)*। অতএব অত্র আয়াতে যে মুষ্টিমেয় লোকের ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবেই ছিলেন ক্বিবতী সম্প্রদায়ের। আর তারা ছিলেন, ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া, ফেরাঊনের চাচাতো ভাই জনৈক মুমিন ব্যক্তি যিনি তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন এবং ফেরাঊনের খাজাঞ্চি ও তার স্ত্রী। যেকথা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন।[৪]

ফেরাঊনের স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া:

জাদুকরদের সঙ্গে মুকাবিলা তথা সত্য ও মিথ্যার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ফেরাঊনের নেককার স্ত্রী ও মূসার পালক মাতা (أمه البديلة) আসিয়া উক্ত মুকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারূণের বিজয়ের সংবাদ শোনানো হ'ল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে বলে ওঠেন, آمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسَى وَ هَارُوْنَ 'আমি মূসা ও হারূণের পালনকর্তার উপরে ঈমান আনলাম'। নিজ স্ত্রীর ঈমানের এ খবর শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফেরাঊন সঙ্গে সঙ্গে তাকে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করে।[৫] মৃত্যুর পূর্বে বিবি আসিয়া কাতর কণ্ঠে স্বীয় প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করেন, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ– 'হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর! আমাকে ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের হাত থেকে উদ্ধার কর এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও' *(তাহরীম ৬৬/১১)*।

[চলবে]

৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ৭০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৪২।*

৪. *তাফসীরে ইবনু কাছীর, ইউনুস ৮৩।*

৫. *কুরতুবী, ত্বোয়াহা ২০/৭২-৭৬; তাহরীম ৬৬/১১।*

নয়টি প্রশ্নের উত্তর

মূল: মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

॥ প্রশ্নোত্তর সমূহ ॥

প্রশ্ন-৩ : অনেকে বলেন, হাদীছ যখন কুরআনের কোন আয়াতের বিরোধী হবে, তখন সে হাদীছ অগ্রাহ্য হবে, যতই তা বিশুদ্ধ হৌক না কেন। যেমন একটি হাদীছে এসেছে, إن الميت لَيعذَّب ببكاء أهله عليه 'পরিবারবর্গের ক্রন্দনে কবরে মাইয়েতের উপরে আযাব হয়' *(ছহীহুল জামে' হা/১৯৭০)*। **হাদীছটির প্রতিবাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) কুরআনের আয়াত পেশ করেছেন, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'একের বোঝা অন্যে বইবে না'** *(ফাত্বির ৩৫/১৮; আন'আম ৬/১৬৪)*। **এক্ষণে এর জওয়াবে কি বলা যাবে?**

উত্তর : হাদীছটিকে রদ করা কুরআন দ্বারা সুন্নাহকে রদ করার সমপর্যায়ভুক্ত। যা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শামিল। এক্ষণে হাদীছটির জওয়াবে আমি বিশেষ করে ঐসব লোকদের বলব, যারা 'হাদীছে আয়েশা' থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন- তা হ'ল এই যে, **প্রথমতঃ** হাদীছের দিক দিয়ে একে রদ করার কোন সুযোগ নেই দু'টি কারণে।- একঃ হাদীছটি ছহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

দুইঃ ইবনে ওমর একা নন। বরং তাঁর পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এবং হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) থেকে ছহীহায়নে উক্ত তিনজন ছাহাবীর বর্ণনা এসেছে। অতএব কেবল কুরআনের সাথে বিরোধ হওয়ার দাবী করে এ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়তঃ ব্যাখ্যাগত দিক দিয়ে, বিদ্বানগণ হাদীছটিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এক- এ হাদীছ ঐ মাইয়েতের উপরে প্রযোজ্য, যিনি তার জীবদ্দশায় জানতেন যে, তার মৃত্যুর পরে তার পরিবারের লোকেরা শরী'আত বিরোধী কাজকর্ম করবে। অথচ তিনি তাদেরকে সেগুলি না করার উপদেশ দিয়ে যাননি। ফলে তাদের বেশরা কান্নাকাটি উক্ত মাইয়েতের জন্য আযাবের কারণ হবে।

البيب শব্দের প্রথমে ال বৃদ্ধি দ্বারা সাধারণভাবে সকল মাইয়েতকে বুঝানো হয়নি। বরং কেবল ঐসব মাইয়েতকে বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের ওয়ারিছগণকে শরী'আত বিরোধী কাজকর্ম করতে নিষেধ করে যায়নি। এখানে ال এসেছে عهدى অর্থাৎ 'নির্দিষ্টবাচক' হিসাবে, استغراقى অর্থাৎ 'সমষ্টিবাচক' হিসাবে নয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করে গেছে, যেন তার মৃত্যুর পরে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করা না হয় এবং এযুগে যেসব বেশরা ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ পালন করা হয়, তা যেন করা না হয়, তার কবরে আযাব হবে না। কিন্তু যদি উক্ত মর্মে অছিয়ত না করে যায় (এবং পরিবারের লোকেরা বেশরা কাজ করে), তবে উক্ত ব্যক্তির কবরে আযাব হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অছিয়ত করে গেছে যেন তার মৃত্যুতে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি-আহাজারী না করা হয় এবং শরী'আত বিরোধী কোন অনুষ্ঠানাদি না করা হয়, যা এযুগে করা হয়ে থাকে, তাহ'লে উক্ত ব্যক্তির কবরে আযাব হবে না। তবে যদি অছিয়ত না করে যায় বা উপদেশ না দিয়ে যায়, তাহ'লে আযাব হবে।

এ ব্যাখ্যা হ'ল ইমাম নববী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের ব্যাখ্যার অনুরূপ। এই ব্যাখ্যা জানার পর এখন আর অত্র হাদীছের সঙ্গে কুরআনের আয়াত وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَى 'একের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না'-এর সাথে কোন বিরোধ রইল না। কেননা বিরোধ কেবল তখনই হবে, যখন হাদীছটির অর্থ সাধারণভাবে সকল মাইয়েতের জন্য প্রযোজ্য বলা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মাইয়েতই আযাবপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যখন বিশেষ বিশেষ মাইয়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ শরী'আত বিরোধী কাজকর্ম থেকে স্বীয় পরিবার ও দলের লোকদের নিষেধ করে যাবে না, কেবল তাদেরই কবরে আযাব হবে- এমত ক্ষেত্রে অত্র হাদীছের সঙ্গে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আর কোন বিরোধ থাকবে না। মোটকথা উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি ইত্যাদি বেশরা কাজে নিষেধ না করে যাওয়াটাই তার কবর আযাবের কারণ হবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হ'ল যা শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) তাঁর কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে আযাবের অর্থ কবরের আযাব বা আখেরাতের আযাব নয়। বরং এর অর্থ হ'ল ব্যথাহত হওয়া মর্মাহত হওয়া। অর্থাৎ মাইয়েত তার পরিবারের লোকদের উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি ও আহাজারিতে দুঃখিত ও বেদনাহত হন। শায়খুল ইসলামের এই ব্যাখ্যা সঠিক হ'লে কুরআনের আয়াতের সঙ্গে অত্র হাদীছের বিরোধের সামান্য সন্দেহটুকুরও মূলোৎপাটিত হয়ে যায়। কিন্তু আমি বলব যে, এই ব্যাখ্যা দু'টি বাস্তব বিষয়ের পরিপন্থী। যার কারণে প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন পথ থাকে না। প্রথম বিষয়টি হ'লঃ হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি, যা আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। যা পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, এই আযাবের অর্থ দুঃখবোধ নয়; বরং এর অর্থ জাহান্নামের আযাব। তবে যদি আল্লাহ তাকে মাফ করেন, সেকথা স্বতন্ত্র। কেননা তিনি বলেছেন- إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের গোনাহ মাফ করেন না। এতদ্ব্যতীত সকল গোনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*।

এক্ষণে হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে এসেছে, إن الميت ليعذب ببكاء أهله يوم القيامة 'নিশ্চয়ই মাইয়েত তার পরিবারের কান্নাকাটির কারণে ক্বিয়ামতের দিন আযাবপ্রাপ্ত হবে'। এ হাদীছ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, ঐ ব্যক্তি তার পরিবারের কান্নাকাটির কারণে ক্বিয়ামতের দিন আযাব প্রাপ্ত হবে, কবরে নয়। যেটাকে ইবনু তায়মিয়াহ ব্যাখ্যা করেছেন 'দুঃখ ও বেদনা' রূপে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'লঃ মৃত্যুর পরে মাইয়েত তার আশপাশে ভাল-মন্দ কি হচ্ছে কিছুই অনুভব করতে পারে না। যেমন এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, যেমন কোন কোন হাদীছে বলা হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মাইয়েতকে বা কোন কোন মাইয়েতকে কোন কোন বিষয় শুনিয়ে থাকেন, যা তাদের কষ্ট দেয়। যেমন প্রথমটির ব্যাপারে ছহীহ বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه... حتى إنه سيمع قرعنعالهم... أتاه ملكان– 'যখন মাইয়েতকে কবরে রাখা হয় এবং তার লোকেরা চলে যায়- এমনকি তিনি তখনও তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পান- এমন সময় দু'জন ফেরেশতা এসে হাযির হন...' *(ছহীহুল জামে' হা/১৬৭৫)*। অত্র ছহীহ হাদীছে বিশেষভাবে শ্রবণের প্রমাণ রয়েছে দাফনের সময় ও লোকদের চলে আসার সময়। অর্থাৎ যখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসান, তখন তার দেহে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তখনই তিনি শুনতে পান। অতএব এই হাদীছ স্পষ্টভাবে এই অর্থ বুঝায় না যে, এই মাইয়েত বা সকল মাইয়েতের নিকটে রূহ ফেরত আসবে এবং তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত কবরের পাশ দিয়ে যাতায়াতকারীদের জুতার আওয়ায শুনতে পাবে। - না।

এটা হ'ল মাইয়েতের জন্য বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ শ্রবণ। কেননা তখন রূহ তার মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় যদি আমরা ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্‌র ব্যাখ্যা গ্রহণ করি, তাহ'লে মাইয়েতের অনুভূতির গণ্ডীসীমা মাইয়েতের আশপাশে বিস্তৃত ধরে নিতে পারি। চাই তা দাফনের পূর্বে লাশের নিকটে হৌক বা লাশ কবরে রাখার পরে হৌক। অর্থাৎ মাইয়েত জীবিতদের কান্না শুনতে পায়। তবে এজন্য দলীল প্রয়োজন। কিন্তু তা নেই। এটাই হ'ল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হ'লঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতরা শুনতে পায় না। এটি একটি দীর্ঘ আলোচনা। কিন্তু আমি এখানে মাত্র একটি হাদীছ উল্লেখ করব এবং এর দ্বারা আমি আলোচ্য প্রশ্নের জওয়াব শেষ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إن لله تعالى ملائكة سيّاحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى السلام– 'নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র একদল ভ্রমণকারী ফেরেশতা রয়েছে, যারা আমার নিকটে আমার উম্মতের সালাম পৌঁছে দেয়' *(ছহীহুল জামে' হা/২১৭৪)*। এখানে سيّاحين অর্থ طوافين على المجالس 'মজলিসসমূহে আবর্তনকারী'। যখনই কোন মুসলমান রাসূলের উপরে দরূদ পাঠ করে, সেখানেই একজন ফেরেশতা মওজুদ থাকেন, যিনি তা সাথে সাথে রাসূলের নিকট পৌঁছে দেন। এক্ষণে যদি মৃতরা শুনতে পেতেন, তাহ'লে সবার আগে আমাদের নবী করীম (ছাঃ) তা শোনার অধিক হকদার ছিলেন। কেননা আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং সকল নবী-রাসূল ও দুনিয়াবাসীর উপরে নানাবিধ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব যদি কেউ শুনতে পেত, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) আগে শুনতে পেতেন। আর যদি নবী করীম (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুর পরে কিছু শুনতে পেতেন, তাহ'লে তিনি অবশ্যই স্বীয় উম্মতের দরূদ শুনতে পেতেন।

এখান থেকেই আপনারা ঐসব লোকের ভুল বরং পথভ্রষ্টতা বুঝতে পারবেন, যারা রাসূলের নিকটে নয়, বরং তাঁর চাইতে নিম্নস্তরের মানুষের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে- চাই সেই ব্যক্তি রাসূল হৌন, নবী হৌন বা কোন নেক বান্দা হৌন। কেননা তারা যদি রাসূলের নিকটে ফরিয়াদ পেশ করে, তাহ'লে তিনি তা অবশ্যই শুনতে পান না। যেমন পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مَنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ– 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকো, ওরা তোমাদেরই মত বান্দা' *(আ'রাফ ৭/১৯৪)*। وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَيَسْمَعُوْا دُعَائَكُمْ 'আর যদি তোমরা ওদের ডাকো, ওরা তোমাদের ডাক শুনতে পাবে না' *(ফাত্বির ৩৫/১৪)*।

এক্ষণে মোদ্দা কথা হ'ল, মৃত্যুর পরে কোন মাইয়েত শুনতে পায় না। কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষ দলীল এসেছে। যেমন ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি মাইয়েতের লোকদের জুতার আওয়ায শোনা বিষয়ে। এখানেই আলোচ্য প্রশ্নের জওয়াব শেষ হ'ল।

প্রশ্ন-৪ : যখন পবিত্র কুরআনের ক্যাসেট চালু থাকে, তখন যদি সেখানে উপস্থিত কোন লোক অন্য কথায় মশগুল থাকার কারণে কুরআন শোনার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহ'লে এই না শোনার হুকুম কি? যিনি শুনছেন না তিনি গোনাহগার হবেন, না যিনি ক্যাসেট চালু রেখেছেন তিনি দায়ী হবেন?

উত্তর: মজলিসের ভিন্নতার কারণে অত্র বিষয়টির জওয়াব ভিন্নরূপ হবে। যদি মজলিসটি ইলম, যিকর ও তেলাওয়াতে কুরআনের হয়, তাহ'লে এই মজলিসে উপস্থিত সকলকে সেদিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি কেউ না দেয়, তাহ'লে সে গোনাহগার হবে আল্লাহ্র এই নির্দেশের বিরোধিতার কারণে- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, সম্ভবতঃ তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। পক্ষান্তরে যদি মজলিসটি ইলম, যিকর ও তেলাওয়াতের না হয়, বরং সাধারণ মজলিস হয়, যেমন মানুষ বাড়ীতে কাজ করে বা পড়ায় বা পড়াশুনা করে, এমতাবস্থায় ক্যাসেট চালু করা বা উচ্চকণ্ঠে তেলাওয়াত করা জায়েয নয়। যা বাড়ীতে বা কোন বৈঠকে অবস্থানরত ব্যক্তির কানে পৌঁছে যায়। ঐ ব্যক্তিগণ এসময় কুরআন শুনতে বাধ্য নয়। কেননা তারা এজন্য বসেনি। অতএব তখন দায়ী হবে যে ব্যক্তি উঁচু স্বরে ক্যাসেট চালু করেছে এবং অন্যকে তার আওয়ায শুনাচ্ছে। কেননা এর দ্বারা সে লোকদের উপরে সংকীর্ণতা আরোপ করেছে এবং তাদেরকে কুরআন শুনতে বাধ্য করেছে এমন অবস্থায় যে তারা তখন এজন্য প্রস্তুত নয়।

এর বাস্তব উদাহরণ হ'ল, আমাদের মধ্যে যখন কেউ রাস্তায় চলেন, তখন তিনি ঘি বিক্রেতা, মরিচ বিক্রেতা বা কুরআনের ক্যাসেট বিক্রেতাদের নিকট থেকে উচ্চৈঃস্বরে কুরআনের ক্যাসেটের আওয়ায শুনতে পাবেন, যা রাস্তা মাতিয়ে রাখে। যেখানেই আপনি যাবেন, এ আওয়ায শুনবেন। এমতাবস্থায় রাস্তার পথচারীগণ কি কুরআনের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার জন্য দায়ী হবেন? যা যথাস্থানে পাঠ করা হচ্ছে না। - না। বরং দায়ী হবে ঐ ব্যক্তি যে লোকদের উপরে সংকীর্ণতা আরোপ করছে এবং তাদের কুরআন শুনাচ্ছে- ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বা লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বা অনুরূপ কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্য। এ সময় ঐ লোকেরা কুরআনকে বাদ্য-বাজনার নিরিখে গ্রহণ করে থাকে। যেমন কোন কোন হাদীছে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭৯)*। অতঃপর ঐ লোকেরা ইহুদী-নাছারাদের থেকে ভিন্ন ধারায় আল্লাহ্র আয়াত সমূহ বিক্রি করে সামান্য অর্থ উপার্জন করে মাত্র। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, واشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَناً قَلِيْلاً 'তারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে' *(তওবা ৯/৯)*।

প্রশ্ন-৫ : আল্লাহ পাক নিজের সম্পর্কে বলেছেন, وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ **'তারা কৌশল করে, আল্লাহও কৌশল করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী'- এ আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য দেখে অনেকে এর মূল অর্থ বুঝতে সক্ষম হয় না। আর আমরা যেহেতু কোনরূপ তাবীলের প্রয়োজন বোধ করি না। অতএব কিভাবে আল্লাহ خير الماكرين হ'লেন?**

উত্তর: আল্লাহ্র রহমতে বিষয়টি সহজ। নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম যে, 'মকর' সর্বাবস্থায় 'মন্দ' নয়। যেমন সেটা সর্বাবস্থায় 'ভাল' নয়। অনেক কাফের আছে, যে মুসলমানকে ধোঁকা দেয়। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি দূরদর্শী ও হুঁশিয়ার। সে আত্মভোলা ও বোকা নয়। সে তার প্রতিপক্ষ কাফেরের প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক। ফলে সে তার প্রতারণার বিপরীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফল দাঁড়ায় এই যে, মুসলিম ব্যক্তি তার উত্তম কৌশলের সাহায্যে কাফের ব্যক্তির মন্দ কৌশলের প্রতিরোধ করে। সে অবস্থায় কি বলা যাবে যে, মুসলিম ব্যক্তির কাফেরের মুকাবিলায় কৌশল গ্রহণ করাটা অন্যায় কাজ হয়েছে? কেউ সেকথা বলবে না।

সহজে আপনারা এ বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ 'যুদ্ধ হ'ল ধোঁকা' *(বুখারী হা/৩০৩০; মুসলিম হা/১৭৪০)*। এখানে ধোঁকা সম্পর্কে যে বক্তব্য 'মকর' বা কৌশল সম্পর্কেও পুরাপুরি একই বক্তব্য। নিঃসন্দেহে মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়া হারাম। কিন্তু যে কাফের আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু, তাকে ধোঁকা দেওয়া হারাম নয়, বরং ওয়াজিব। অনুরূপভাবে কাফেরের বিরুদ্ধে মুসলমানের কৌশল করা, যে কাফের তার বিরুদ্ধে কৌশল করার পায়তারা করে- তার কৌশল ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য মুসলমানের কৌশল অবলম্বন করাটা উত্তম। কেননা ইনি মানুষ, উনিও মানুষ। এক্ষণে এটা যদি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত হয়, তখন আমরা কি বলব? যিনি কৌশলকারীদের সকল কৌশল ব্যর্থ করে দিতে পারেন। আর একারণেই বলা হয়েছে وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ 'আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী' *(আলে ইমরান ৩/৫৪)*। আল্লাহ যখন নিজের জন্য এই বিশেষণ গ্রহণ করেছেন, তখন বুঝা যায় যে, কৌশল করাটা এমনকি মানুষের জন্যেও সব সময় নিন্দনীয় নয়। কেননা আল্লাহ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ 'শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী'। অতএব সংক্ষেপে আমি বলব, আপনার অন্তরে যেসব কথার উদয় হয়, আল্লাহ তার বিপরীত। যখন মানুষ কোন কল্পনা করে যা আল্লাহ্র উপযুক্ত নয়, তখন তার জানা উচিত যে, সে পুরোপুরিই ভ্রান্ত। এক্ষণে আলোচ্য আয়াতটি আল্লাহ্র জন্য 'প্রশংসা'। এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত করা সিদ্ধ নয়।

মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর ২০০৯ ১৩তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা ও আমাদের শিক্ষা

*ডঃ এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ**

ইসলাম শান্তির ধর্ম, আত্মসমর্পণের ধর্ম। ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলমানের জীবনে প্রতি বছরই দু'টি আনন্দের দিন আসে। একটি 'ঈদুল ফিতর', অন্যটি 'ঈদুল আযহা' বা কুরবানীর ঈদ। কিছুদিন আগেই ঈদুল ফিতর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবে কুরবানীর ঈদ। আরবী 'কুরবান' শব্দটি ফারসী বা উর্দূতে 'কুরবানী' রূপে পরিচিত; যার অর্থ নৈকট্য। অর্থাৎ যে কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা যায়। প্রচলিত অর্থে ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ইসলামী বিধান মোতাবেক যে পশু যবেহ করা হয় তাকে 'কুরবানী' বলা হয়ে থাকে।

ঈদুল আযহার একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিদ্যমান। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাযার বছর পূর্বের কথা। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রভু কতগুলি বিষয়ে পরীক্ষা নিলেন এবং তিনি সেগুলিতে উত্তীর্ণ হ'লেন। তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা মনোনীত করলাম' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। এই পরীক্ষা সমূহের মধ্যে পিতা কর্তৃক পুত্রের কুরবানী অন্যতম। তবে কুরবানীর ইতিহাস আরও প্রাচীন। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র হাবীল ও কাবীলের দ্বারাই কুরবানীর প্রচলন হয়। পরবর্তী প্রত্যেক নবী ও রাসূলের উম্মতের উপরে কুরবানীর বিধান প্রযোজ্য ছিল। তবে ঐ সময়ের কুরবানীর নিয়ম-নীতির বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম। তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলির উপর যেন তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে সেজন্য' *(হজ্জ ২২/৩৪)*। তবে উম্মতে মুহাম্মাদীর কুরবানীর প্রচলন ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত অনুসারেই। আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে অসংখ্য পরীক্ষা নিয়েছেলেন। পিতা কর্তৃক পুত্রকে কুরবানী করা ছাড়া ইবরাহীম (আঃ)-কে অন্যান্য যেসব পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল তাও সহজ ছিল না। তবে তিনি আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে প্রতিটি পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। যে কারণে তিনি মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে লাভ করেন বড় পুরস্কার। মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-এর আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণকে পুরস্কার স্বরূপ ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য স্থায়ী নেতা নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি বলেন, 'আমি তাঁর জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে জারী রেখে দিয়েছি' *(ছাফফাত ৩৭/১০৮)*। যেকোন বিষয়ে বড় পরীক্ষা না দিলে বড় পুরস্কার পাওয়া যায় না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই বড় পুরস্কার বড় পরীক্ষার ফলেই পাওয়া যায়। আল্লাহপাক যখন কোন কওমকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি সেই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/২৩৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/১৫৬৬ 'জানাযা' অধ্যায়, সনদ হাসান)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনের প্রথম পরীক্ষা শুরু হয় নিজের ঘর থেকে। তাঁর পিতা আযর ছিলেন তৎকালীন সমাজের মূর্তিপূজারীদের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি যখন নিজ পিতাকে বলেন, 'হে পিতা! আপনি কেন এমন বস্তুকে পূজা করছেন যে শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং আপনার কোন কাজে আসে না?' *(মারিয়াম ১৯/৪২)*। কুরআনের অন্য সূরায় তাঁর ব্যক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে এভাবে, 'তোমরা যে মূর্তিগুলোকে ডাক, তারা কি শুনতে পায়? অথবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে?' *(শু'আরা ২৬/৭২-৭৩)*। অন্যত্র এসেছে, 'তোমরা কি এমন বস্তুর পূজা কর যাকে তোমরা নিজ হাতে মাটি দিয়ে গড়েছ?' *(ছাফফাত ৩৭/৯৫)*। এভাবেই যখন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে শিরক ত্যাগ করে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন, তখন তাঁর পিতা অত্যন্ত কঠিন মনোভাব নিয়ে পুত্রকে বলে, 'হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও? যদি তুমি বিরত না হও, তাহ'লে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি এক্ষণি আমার সম্মুখ থেকে দূর হও' *(মারিয়াম ১৯/৪৬)*। আপন পিতার পক্ষ থেকে এতবড় হুমকী শোনার পরও তিনি বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হননি। বরং তিনি তাঁর দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। সাথে সাথে দাওয়াতের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেন। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষা দিতে হয় কওমের সাথে তর্কযুদ্ধে। তৎকালীন বিশ্বের মুশরিকরা প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারী। নিজ পরিকল্পনা মোতাবেক প্রথমেই তিনি মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। এই মূর্তি নিয়ে ইতিমধ্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সমাজের মানুষের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তিনি বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেও যখন কোন কাজ হ'ল না তখন তিনি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। কোন একদিন এলাকার সকল মানুষ যখন একটি মেলায় চলে গেল, সেই সুযোগে তিনি একটি কুড়াল বা এই জাতীয় কিছু নিয়ে তাদের ঠাকুর ঘরে ঢুকে 'বড় মূর্তিটাকে রেখে বাকী সব মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিলেন, যাতে কওমের লোকেরা তাঁর কাছে আসে' *(আম্বিয়া ২১/৫৮)*। এরপর ঐ কুড়ালটি বড় মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে রেখে তিনি চলে আসেন। কওমের লোকেরা মেলা থেকে ফিরে এসে দেবালয়ে গিয়ে মূর্তিগুলোর এ করুণ পরিণতি দেখে তারা এ বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে ইবরাহীম (আঃ)-কেই

** আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।*

দোষারোপ করল। কেননা এর আগে তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব' *(আম্বিয়া ২১/৫৭)*। যখন এ বিষয়ে তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন 'এই বড়টাই এ কাজ করেছে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যদি তারা কথা বলতে পারে' *(আম্বিয়া ২১/৬৩)*। কওমের লোকেরা ইবরাহীম (আঃ)-এর এই ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় লজ্জিত হ'ল এবং নিজেদের মনের অজান্তেই প্রতীমার অসারতার কথা অকপটে স্বীকার করল। তারা বলল, '(হে ইবরাহীম!) তুমি তো জানো যে, ওরা কথা বলতে পারে না' *(আম্বিয়া ২১/৬৫)*।

এরপর তিনি তারকাপূজারীদের সুকৌশলে বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে নক্ষত্র, চন্দ্র বা সূর্য এর প্রত্যেকেই অস্তগামী। সুতরাং অস্তগামী বা অস্থায়ী কোন কিছু আর যাই হোক না কেন রব হ'তে পারে না। এখানেও তিনি সুন্দর একটি হিকমত অবলম্বন করলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে, 'অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তাঁর উপর সমাচ্ছন্ন হ'ল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল, এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হ'ল, তখন বলল, আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল তখন বলল, এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথপ্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হ'তে দেখল, বলল, এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত' *(আন'আম ৬/৭৬-৭৮)*। এখানেও তাঁর কৌশল সুস্পষ্ট। তিনি তারকা, চন্দ্র বা সূর্যকে সাময়িকভাবে মুখে প্রতিপালক বললেও অন্তর দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও সেগুলোকে রব হিসাবে গ্রহণ করেননি। তিনি তারকা, চন্দ্র বা সূর্যকে নিজের প্রতিপালক হিসাবে বলার সময় তাঁর ভঙ্গিমাটা এমন ছিল যে, এর আগে তিনি কখনো তারকা, চন্দ্র বা সূর্য দেখেননি, এই প্রথম দেখলেন। আসলে কি তাই? প্রকৃত ঘটনা তা নয়; বরং তারকাপূজারী বিভ্রান্ত মানুষগুলোকে তাওহীদের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য এটা যে তাঁর দাওয়াতী হিকমত তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

এর পরবর্তী পরীক্ষা তর্কযুদ্ধ। তাওহীদের প্রচার তথা আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে প্রমাণের মানসে ইবরাহীম (আঃ) সে যুগের সম্রাট নমরূদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। দীর্ঘ চার'শ বছর অব্যাহতভাবে রাজত্ব করে নমরূদ অহংকারে ভেবেছিল যে, এ রাজত্ব তার জন্য চিরস্থায়ী। এক পর্যায়ে সে নিজেকেই রব হিসাবে ঘোষণা দিয়ে বসল। সে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ চাইল। তখন ইবরাহীম (আঃ) বলেন, 'আমার রব তিনি, যিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক। তখন নমরূদ বলল, আমিও তো বাঁচাতে পারি, মারতেও পারি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*। এই বলে প্রমাণ স্বরূপ একটি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে মুক্তি দিল এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিল। ইবরাহীম (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, সে খুব চতুর। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক হ'তে উদিত করেন, আপনি (পারলে) পশ্চিম দিক থেকে উদিত করুন। তখন কাফের (নমরূদ) হতভম্ব হয়ে পড়ল' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*।

কোনভাবেই যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে পরাস্ত করা সম্ভব হ'ল না, তখন ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রনেতারা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা বলল, 'তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অর্থাৎ আপন ধর্ম রক্ষা এবং ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে পুড়িয়ে মারার লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হ'ল বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থাশীল এই সৈনিকের বিরুদ্ধে গৃহীত সকল চক্রান্তকে তিনি নস্যাৎ করে দিলেন। আল্লাহ পাক আগুনকে বললেন, 'হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপরে ঠাণ্ডা ও শান্তিময় হয়ে যাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। ইবরাহীম (আঃ)-এর শত্রু মুশরিকরা ভেবেছিল নিশ্চয়ই সে আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌ই পারেন কাউকে রক্ষা করতে। মানুষ তার স্বল্পজ্ঞানে প্রচলিত নিয়মের উপর অনুমান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির যিনি নিয়ন্ত্রক, সেই মহাশক্তিধর ইচ্ছা করলে চিরাচরিত নিয়মেরও ব্যতিক্রম করতে পারেন। এ ঘটনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। সমাজের মানুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী সারাকে নিয়ে বাঁচার জন্য নিজ মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হ'লেন। এই গন্তব্যহীন যাত্রাকালে তিনি বলেন, 'আমি চললাম আমার প্রভুর দিকে। শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৯)*। দেশ ছেড়ে যাওয়ার পথে তিনি এক যালেম ও ব্যভিচারী শাসকের কবলে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি সিজদায় পড়ে আল্লাহ্‌র নিকটে স্ত্রীর হেফাযতের জন্য কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে উক্ত যালেম শাসক সারার কোন ক্ষতি তো করতে পারেনি, উপরন্তু সে সারার দাসী হিসাবে হাজেরা নাম্নী অপর এক মহিলাকে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করে। সারা তাকে নিয়ে এসে স্বামী ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে বিবাহ দিয়ে বোন হিসাবে গ্রহণ করেন *(দ্রঃ বুখারী হা/২২১৭ ও ৩৩৫৮)*।

অতঃপর বৃদ্ধ বয়সে ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘরে জন্ম হ'ল ইসমাঈলের। শুরু হ'ল নতুন পরীক্ষা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুকুম আসল, শিশু ইসমাঈলসহ বিবি হাজেরাকে নির্বাসনে পাঠানোর। আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পিত বান্দা ইবরাহীম (আঃ) মুহূর্তের জন্যও দেরী না করে প্রভুর হুকুম পালনে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যখন ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী ও পুত্রকে

Contents

চাষাবাদহীন বিরান ভূমিতে আল্লাহ্র সম্মানিত কা'বা গৃহের সন্নিকটে রেখে গেলেন, তখন স্ত্রী হাজেরা স্বামীর কাছে শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে এ কাজের হুকুম করেছেন? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন বিবি হাজেরা দৃঢ়চিত্তে বললেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না' *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*। পরীক্ষা এখানেই শেষ নয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অভিনব প্রক্রিয়ায় অভিনব এক পরীক্ষার নির্দেশ আসল। পিতা কর্তৃক পুত্র যবেহ করতে হবে। কত বড় কঠিন বিষয়! কল্পনা করলেই যে কোন বিবেকবান মানুষের শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু পুত্রের মায়া-মুহাব্বতের চেয়ে যার নিকটে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই মুখ্য, তিনি এ ধরনের নির্দেশ পালনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাইতো আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের মানসে উপযুক্ত স্থানে গিয়ে পিতা পুত্রকে বলছেন, 'হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এক্ষেত্রে তোমার মতামত কি? পুত্র বললেন, হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা পালন করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন' *(ছাফ্‌ফাত ৩৭/১০২)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে পিতা-পুত্র উভয়েই প্রস্তুত হয়ে গেল। তাই আল্লাহ বলেন, 'যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্য শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার (ইসমাঈল) পরিবর্তে যবেহ করার জন্য দিলাম এক মহান জন্তু' *(ছাফ্‌ফাত ৩৭/১০৩-১০৭)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দীর্ঘ জীবনে এ ধরনের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পরবর্তী মুমিনদের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত আছে। প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল ও আত্মসমর্পণকারী হ'তে হবে। অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা যেকোন নির্দেশ পালনে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর প্রিয় বান্দাদের নিজ কৌশলে যেকোন বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারেন। তবে সেজন্য চাই আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা। অপরপক্ষে আল্লাহ যাকে বেশী পসন্দ করেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে মুমিনের কাজ হবে পরিপূর্ণ আস্থা ও ধৈর্যের সাথে সকল প্রকার বিপদ-মুছীবত মোকাবেলা করা।

এছাড়াও ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবনে মুমিনের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জনের জন্য আরও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। মহান আল্লাহ যেন প্রত্যেক মুসলমানকে ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবন থেকে শিক্ষা লাভের তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!!

শিক্ষার সুফল ও কুফল

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

শিক্ষা দ্বারা বিদ্যা অর্জিত হয়। বিদ্যা জ্ঞানকে পরিপক্ক করে। তাই শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানীগণ বহু হিতবাক্য উচ্চারণ করেছেন। ইংরেজীতে বলা হয়েছে, Education is the backbone of a nation. 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। সংস্কৃত ভাষায় বলা হয়, 'বিদ্যা সর্বস্য ভুষনম'। বিদ্যাহীন মানুষ অন্ধের মতই। তার চোখ থাকলেও সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না। আলী (রাঃ) বলেছেন, 'অন্ধ নয়নের কাছে সূর্য নয় কার্যকরী'। সংস্কৃতে প্রায় অনুরূপ বাক্য- 'লোচনভ্যা রহিতস্য দর্পনে কিস্ করিষ্যতি'। অতএব এটাই প্রতিপাদ্য যে, বিদ্যা শিক্ষা করা অত্যন্ত যরূরী। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইলম (বিদ্যা) অর্জন করা ফরয' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, হাদীছ ছহীহ 'ইলম' অধ্যায়)*।

বিদ্যা হিতকর এবং অহিতকর দু'প্রকারেরই হ'তে পারে। ঈসা (আঃ) বলেছেন, 'অনেক প্রকার বিদ্যা আছে, কিন্তু সকল বিদ্যাই উপকারী নয়'। প্রশ্ন উত্থাপিত হ'তে পারে যে, বিদ্যা আবার উপকারী না হবার কারণ কি? বিদ্যাতো জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনে সহায়ক। অবশ্যই তা যথার্থ। ধরা যাক, চৌর্যবৃত্তি, দস্যুতা, প্রতারণা ইত্যাদিও বিদ্যা। এ সকল বিদ্যা দ্বারা ব্যক্তি বিশেষ উপকৃত হ'তে সক্ষম হ'লেও সমষ্টির তাতে ক্ষতিই সাধিত হয়। তাই এ সকল সমর্থনযোগ্য বিদ্যা নয়। আসল কথা হ'ল, যে বিদ্যা দ্বারা চরিত্রের স্খলন ঘটে তা অবশ্যই অহিতকর। বিদ্যা অর্জনের দ্বারা চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হ'তে হবে অবশ্যই। (Education should be useful in ideals.) এজন্যই সুশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই নীতি-ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষা কখনও হিতকর হয় না। অথচ আধুনিক সভ্যতার প্রবক্তা তথাকথিত শিক্ষাবিদরা শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাস থেকে নীতি-ধর্মকে বর্জন করার পক্ষপাতী। বিশেষতঃ ধর্মই তাদের টার্গেট। ধর্ম বর্জন করলে, নীতি তার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় হয়। কেননা ধর্ম ব্যতিরেকে নীতি অর্থহীন।

আমাদের দেশ দীর্ঘকাল পাশ্চাত্যের খৃষ্টান শাসকদের অধীন ছিল। তৎকালে তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল। সামাজিক আচার-আচরণেও সে কারণে কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। দেশের কিয়দংশ লোক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় অভিভূত হয়ে পড়ায় এ দেশের সমাজ এবং সমাজের আচরণবিধিতে পরিবর্তন এসেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনাতেও তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও এ দেশের মানুষ পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত হ'তে পারেনি। বরং তারা দেশের শাসন কর্তৃত্ব থেকে সরে

** সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

গেলেও তাদের ভাবধারা এখনও এখানে শিকড় গেড়ে বসে আছে। তাই একদল মানুষ এখনও ধর্মনিরপেক্ষতার দিকেই ধাবিত হচ্ছে, পাশ্চাত্যের অনুসরণ-অনুকরণের পক্ষপাতী হচ্ছে। তারা শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই নয়, রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকেও ধর্মকে উৎখাত করতে অতি আগ্রহী।

পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের দেশ এবং মুসলমানদের দেশ একরূপ হবার কথা নয়। কেননা খৃষ্টানরা তাদের ধর্মবিধিও মেনে চলছে না। আবার তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল নতুন ও পুরাতন নিয়ম নামে দ্বিধা-বিভক্ত। তাছাড়াও যুগে যুগে খৃষ্টান পণ্ডিতরা তাতে বহু রদ-বদল করেছেন, যা ঐতিহাসিক সত্য। সেই বিকৃত বাইবেলে যা আছে, তদনুসারেও তাদের রাষ্ট্র ও সমাজ চলছে না। বলা যেতে পারে, তারা স্বেচ্ছাচারী। তাদের ধর্ম এখন ভ্যাটিকান সিটিতে পোপের হেফাযতে রয়েছে। তার বাইরে তারা চরমভাবে স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে। আর মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাঁর কিতাব আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'রাসূল যা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা নির্দেশ করেছেন, তা আল্লাহ্র আদেশেই করেছেন। অতএব মুসলমানদেরকে কুরআনের নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথের অনুসারী হ'তে হবে। কোথাকার কোন পণ্ডিত কার্লমার্কস বলেছেন, Religion is opium of the people. 'ধর্ম জনগণের জন্য আফিম'। আর ওমনি পাশ্চাত্যবাসীরা তা লুফে নিয়েছে। কেননা ধর্ম বন্ধন না থাকলেই স্বেচ্ছাচার অবাধ হয়।

মহান আল্লাহ আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'আমি জ্বিন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। এ কারণে দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। এ ইলম ব্যতীত আল্লাহ্র ইবাদত এবং ধর্মীয় জীবন-যাপন সঠিক হয় না। আর পৃথিবীতে বসবাসের জন্য মানুষের কোন না কোন কাজ করতে হয়। এই কার্যপরিচালনার জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক তাও যরূরী। অবশ্য এটা দ্বিতীয় স্তরের যরূরী বিদ্যা। যেমন- ভাষা, সাহিত্য, কারিগরী, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের বিদ্যা। এগুলিও অপরিহার্য। তবে এসব বিষয়ের শিক্ষা দ্বীনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হ'লে অবশ্যই বর্জনীয় হবে। অবশ্য দ্বীনের আলোকে ঐ সকল বিদ্যা অর্জন এবং কাজে লাগানো সম্ভব। ভাষা ও সাহিত্য আপত্তিকর, ধর্মবিরোধী, অশালীন না হ'লে তদ্বারা মানুষের হিত সাধিত হ'তে পারে। তখন তা ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না। কারিগরী, শিল্প, বাণিজ্য ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হ'লে তাও বৈধ হবে। রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতিও ধর্মীয় আলোকে বিন্যস্ত হ'তে পারে। 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। এই নিয়মে অর্থনীতি ও বাণিজ্য চলতে পারে। রাজনীতির (রাষ্ট্রনীতি) প্রধান কাজ হ'ল রাষ্ট্রে বা দেশে শাসন-শৃংখলা রক্ষা করা, দেশ ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে রাজনীতি (রাষ্ট্রনীতি) শিক্ষা করা একান্ত যরূরী। কিন্তু অধুনা যারা রাজনীতিকে ধর্মের বাইরে রাখতে চান, ধর্মের বিধান অনুসারে তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন।

উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিধেয় নির্ধারিত হয়। আল্লাহ তা'আলা কেন মানব সৃষ্টি করেছেন? এ সৃষ্টির পশ্চাতে উদ্দেশ্য রয়েছে। কুরআন মাজীদে তা উল্লিখিত হয়েছে। তার ইবাদতের জন্য মানব সৃষ্ট। অতএব মানবের জন্য বিধেয় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা। তাই মানুষ কখনো কোন ব্যাপারেই তার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদেরকে যা (কিতাব) দিয়েছি তা শক্ত করে ধর এবং তাতে যা আছে মনে রাখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার' *(বাক্বারাহ ২/৬৩)*। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানের সকল কাজ আল্লাহ্র পসন্দ মাফিক হ'তে হবে। তাই এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, মুসলমানদের রাষ্ট্রে, শিক্ষা-ব্যবস্থায়, সমাজে ধর্মবিরোধী কোন বিধান বা কার্যক্রম থাকতে পারে না।

আমাদের দেশে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদরা রাষ্ট্র ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সমর্থক। আর ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয়াদি শিক্ষার কুফল হ'ল দুর্নীতিপরায়ণতা। আমাদের দেশে ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবিষ্ট হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসাতেও নির্ভেজাল দ্বীনী ইলম ও আমল শিক্ষার সুযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে। এরূপ হ'তে থাকলে মাদরাসায় পড়ুয়া মসজিদের ইমামতী করে আসা লোকদের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ রক্ষিতা পোষণকারী দাদা তপন *(সমকাল, ১৯ জুন ২০০৮)* থাকা খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষায় যদি নীতি, আদর্শ, চরিত্র ইত্যাদি গঠনের সুযোগ না থাকে, না থাকে যদি ধর্মীয় অনুশাসন জানবার পন্থা, তাহ'লে সে শিক্ষার দ্বারা আমরা সুফল কী করে আশা করতে পারি? আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাহিত্যের নামে ছাত্রদেরকে পড়ানো হচ্ছে 'হাযার বছর ধরে' এবং 'পদ্মা নদীর মাঝি'র মতো নিষিদ্ধ প্রেমের উপন্যাস এবং 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মতো অধিক যৌনতা ও দস্যুতার গল্প। তাতে আবার চলছে নারী-পুরুষের সহ-শিক্ষা। এসব গল্প-উপন্যাসে যে নষ্টামীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে তার প্রভাব কি ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পড়বে না? নিশ্চয়ই পড়বে। কারণ নষ্টের পশ্চাতে থাকে সহায়ক ষড় রিপু। তাই ভালোর চাইতে মন্দের আকর্ষণী শক্তি অধিক। তার সঙ্গে রয়েছে নাস্তিক্যবাদী দর্শনের পাঠ। আমাদের শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন নীতি-ধর্ম থেকে নিরপেক্ষ থাকার উপাদান পেয়ে যাচ্ছে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যেই। অতএব শিক্ষায় যে সুফল পাবার কথা, তা আমরা পাচ্ছি না। শিক্ষার কুফলই আমাদের ভোগান্তি বাড়াচ্ছে। এজন্য দোষ দেব কাকে?

Contents

তওবা

আব্দুল ওয়াদূদ*

ভূমিকা :

মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামী বিধানে যে সকল অনুশাসন নির্ধারণ করেছেন সেগুলির একটি হ'ল- কোন অন্যায় বা পাপ করার পর তওবা তথা ক্ষমা চেয়ে সে পাপ থেকে ফিরে আসা। এ ফিরে আসাটি মানব জীবনের জন্য মনযিলে মাকছূদে পৌঁছার নিমিত্তে একটি সুপ্রশস্ত সেতুবন্ধন, একটি সহজ, সরল ও সংরক্ষিত পথ। করুণাময় আল্লাহ তা'আলা যদি ইসলামী শরী'আতে তওবার বিধান না রাখতেন তাহ'লে হয়ত অনেকের পক্ষেই মুক্তি লাভ সম্ভব হ'ত না।

শয়তান মানুষের প্রধান শত্রু। তার প্রধান কাজ হ'ল মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে সরিয়ে দেয়া। এ ওয়াদা সে আল্লাহ্র কাছে করে এসেছে। আল্লাহ বলেন,

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ- ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ-

'সে (শয়তান) বলল, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না' *(আ'রাফ ৭/১৬-১৭)*।

তাই শয়তানের ধোঁকায়, দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহে পড়ে মানুষ আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে গুনাহে জড়ায় স্বাভাবিকভাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও চান যে বান্দা পাপ করবে আবার নত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। আর তিনি পাপ ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে, আর উত্তম হ'ল সে যে ভুল করার পর তওবা করে'।[৬]

বান্দা যদি পাপ না করত তাহ'লে আল্লাহ মানুষকে ধ্বংস করে অন্য জাতি সৃষ্টি করতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ 'যার হাতে আমার জীবন, সে মহান সত্তার কসম করে বলছি, তোমরা যদি গুনাহ না করতে তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তোমাদের জায়গায় এমন এক জাতিকে আনতেন, যারা গুনাহ করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইত, অতঃপর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিতেন'।[৭]

তওবার সংজ্ঞা:

তওবা আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ: অনুশোচনা, অনুতাপ, প্রত্যাবর্তন। 'লিসানুল আরব' অভিধানে তওবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, الرجوع من الذنب 'পাপ থেকে ফিরে আসা', رجع عن المعصية إلى الطاعة 'পাপ থেকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ফিরে আসা'। আর তওবা শব্দটি আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত হ'লে অর্থ হবে: عاد عليه بالمغفرة 'তওবাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া'।

তওবা করা ওয়াজিব

কোন অন্যায় কর্ম সম্পাদন করলে বা আল্লাহ্র বিধান লংঘন হয়ে গেলে সাথে সাথে তওবা করা ওয়াজিব। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب 'ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, প্রত্যেক গুনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজিব'।[৮] আল্লাহ বান্দাকে তওবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট খাঁটি তওবা কর' *(তাহরীম ৬৬/৮)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট গুনাহ মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো' *(হূদ ১১/৯০)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' *(নূর ২৪/৩১)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'যারা তওবা করবে না তারা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, وَاللهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً 'আল্লাহ্র কসম! আমি প্রতিদিন ৭০

** তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*
৬. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪১, সনদ হাসান।*
৭. *মুসলিম হা/২৭৪৯, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪২২, মিশকাত হা/২৩২৮।*
৮. *রিয়াযুছ ছালেহীন, তওবা অনুচ্ছেদ।*

বারেরও অধিক তওবা করি এবং আল্লাহ্র নিকট গুনাহের মাফ চাই'।[৯] অন্য হাদীছে ১০০ বারের কথা এসেছে।[১০] এখানে ৭০ বা ১০০ বার দ্বারা সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হ'ল বেশী বেশী তওবা করা।

তাই গুনাহ যত ছোট হোক না কেন গুনাহ করার সাথে সাথে তওবা করতে হবে। ছোট ছোট গুনাহকে অবহেলা করা যাবে না। কারণ ছোট ছোট গুনাহ এক সময় বড় বড় গুনাহের রূপ পরিগ্রহ করে। তাই গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

'এরা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং ছাদাকা গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহই একমাত্র সেই মহান সত্তা যিনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়াবান' *(তওবা ৯/১০৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ- 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তোমরা যা কিছুই করো সবই তিনি অবহিত' *(শূরা ৪২/২৫)*।

গুনাহ করার পর সেটা প্রকাশ করে নিজের বড়ত্ব না যাহির করে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। আজকের যুব সমাজের মধ্যে এ প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হ'লে নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় দেখানোর জন্য জীবনের সকল প্রকার খারাপ কাজগুলি অবলীলায় বর্ণনা করতে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গুনাহ প্রকাশের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন,

كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ: يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ-

'আমার প্রত্যেক উম্মতকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন প্রকাশকারী ব্যতীত। প্রকাশকারী হ'ল ঐ ব্যক্তি যে রাত্রে খারাপ কাজ করে অতঃপর সকাল করে। আর আল্লাহ এটা গোপনীয় রাখেন। অতঃপর সে বলে, হে অমুক! আমি গত রাত্রে এ কাজ ঐ কাজ করেছি। অথচ তার প্রতিপালক রাত্রের কথা গোপন রাখলেন আর সে সকাল করল ও তা প্রকাশ করল'।[১১]

তওবা বান্দার সকল পাপ মুছে দেয়

মানুষ নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তির কারণে বা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অথবা দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে খারাপ কাজে প্রলুব্ধ হয়, পরে অনুতপ্ত হয়ে যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা করে তাহ'লে আল্লাহ বান্দার পাপ মোচন করে দেন। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'যারা খারাপ কাজ করে অতঃপর তওবা করে ও ঈমান আনে আল্লাহ এর পরেও ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(আ'রাফ ৭/১৫৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوْبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيْماً حَكِيْمًا-

'অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, তারপর অনতিবিলম্বে তওবা করে। এরাই হ'ল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১৭)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফেরেশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে পাকড়াও করেন? (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন অপরাধ না করে থাকল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন তাঁর রব বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর সে অপরাধ না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার আর এক অপরাধ করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন

৯. *বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩; মিশকাত হা/২৩২৩।*
১০. *মুসলিম; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪।*
১১. *বুখারী হা/৬০৬৯; মুসলিম হা/২৯৯০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২৪১; মিশকাত হা/৪৮৩০ 'মুখের হেফাযত, পরনিন্দা ও গালি দেওয়া' অনুচ্ছেদ।*

আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছা করুক'।[১২]

নিম্নে কুরআন থেকে কতগুলি গোনাহের বর্ণনা করা হ'ল যে গোনাহগুলি করার পর তওবা করলে আল্লাহ তওবা কবুল করবেন বলে ওয়াদা করেছেন-

(১) আল্লাহ্র বিধান গোপন রাখার গুনাহ :

আল্লাহ যে সমস্ত হেদায়াত অবতীর্ণ করেছেন সেগুলি মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ নিজে লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয়ে জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখে আগুনের লাগাম লাগিয়ে দিবেন'।[১৩] তওবার দ্বারা এ অপরাধকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ- إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

'নিশ্চয়ই আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯-৬০)*।

(২) ঈমান আনার পর কাফের হওয়ার গুনাহ :

ঈমান আনার পর কাফের হওয়ার গুনাহ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ- أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ- خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ-

'কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়াত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছে। আর আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না। এদের শাস্তি হ'ল আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হালকাও হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না' *(আলে ইমরান ৩/৮৬-৮৮)*।

ঈমান আনার পর যদি কুফরী করে এবং তার ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে তাহ'লে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ (ঈমান আনার পর কুফরী করার শাস্তি উল্লেখ করার পর) বলেন, إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- 'কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তারা ব্যতীত। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩/৮৯)*।

(৩) মুনাফেকীর পর :

ইসলামে নিফাক বা মুনাফেকী একটি বড় পাপ। শরী'আতের পরিভাষায় নিফাক শব্দের অর্থ: মুখে ইসলাম প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফর বা ক্ষতিকর বিষয় গোপন রাখা। একে এই নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, সে ইসলামের মধ্যে এক পথ দিয়ে প্রবেশ করে আর অন্য পথ দিয়ে বের হয়ে যায়। মুনাফিক সম্পর্কে মহান আল্লাহ সতর্ক করে দিয়েছেন: إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরাই ফাসিক' *(তওবা ৯/৬৭)*।

আল্লাহ মুনাফিকদেরকে কাফেরদের চাইতে বেশী ক্ষতিকর বলেছেন এবং পরকালেও তাদের স্থান সবার নীচে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে' *(নিসা ৪/১৪৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ 'অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করেছে আল্লাহ্র সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে' *(নিসা ৪/১৪২)*। মুনাফিক তার পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে খালেছভাবে তওবা করলে আল্লাহ মুনাফিকের তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ মুনাফিকদের শাস্তির কথা উল্লেখ করার পর বলেন,

১২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২২৫।*
১৩. *আবূদাউদ হা/৩৬৫৮; তিরমিযী হা/২৬৪৯; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৩৯০, হাদীছ ছহীহ।*

إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِيْنَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْراً عَظِيْماً-

‘অবশ্যই যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ্‌র জন্য তাদের দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুত আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারদেরকে মহাপুণ্য দান করবেন’ *(নিসা ৪/১৪৬)*।

(৪) ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে তওবা :

যারা সমাজে ডাকাতি করে, সন্ত্রাসের মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদের শাস্তি সম্পর্কে বলেন,

أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

‘তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদ সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হ’ল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব’ *(মায়েদাহ ৫/৩৩)*।

আর তওবা করলে এসব পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُواْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- ‘কিন্তু যারা তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে তওবা করে, জেনে রাখ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু’ *(মায়েদাহ ৫/৩৪)*।

(৫) চুরির পর :

চুরি করা কবীরা গুনাহ। চুরি করার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

‘যে পুরুষ চুরি করে এবং নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে। এটা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আদর্শদণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী জ্ঞানময়’ *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*। তওবা করলে আল্লাহ চুরির শাস্তি মাফ করে দেন। আল্লাহ (চুরির শাস্তি উল্লেখ করার পর) বলেন,

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوْبُ عَلَيْــهِ إِنَّ اللّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

‘অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু’ *(মায়েদাহ ৫/৩৯)*।

উল্লেখ্য যে, চুরি করার পর তওবা করার আগে চুরিকৃত মালামাল মালিকের নিকট ফেরৎ দিতে হবে অথবা মালিকের নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। কারণ চুরির সম্পত্তি বান্দার হক্ব, বান্দাহ ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আর যে সকল পাপের শাস্তি শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত সে পাপ সংঘটিত হওয়ার পর সে পাপের বিচার বিচারকের কাছে যাওয়ার আগেই পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এবং তওবা করতে হবে। যেমন কাউকে হত্যা করার পর বা কারো মাল চুরি করার পর বিচারকের নিকট বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার আগেই উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করতে হবে। অন্যথা বিচারকের নিকট বিচার চলে গেলে আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হবে। আল্লাহ বলেন, ‘কিন্তু যারা তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে তওবা করে, জেনে রাখ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু’ *(মায়েদাহ ৫/৩৪)*। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

ومن تاب من الزني، والسرقة، وشرب الخمر قبل أن يرفع إلي الإمام، فالصحيح ان الحد سيسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين إجماعاً إذا تابوا قبل القدرة عليهم.

‘যদি যেনাকারী, চোর ও মদপানকারী ইমামের নিকট বিচার উপস্থাপনের পূর্বে তওবা করে তাহ’লে বিশুদ্ধ মত হ’ল তার থেকে শাস্তি রহিত হবে। যেমন গ্রেফতারের পূর্বে যোদ্ধারা যদি তওবা করে তাহ’লে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের থেকে হদ বা দণ্ড রহিত হয়ে যাবে’।[১৪]

(৬) মুশরিকের তওবা :

শিরক আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ। আল্লাহ শিরক ব্যতীত বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর যে শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। মুশরিক ব্যক্তিও তওবার মাধ্যমে মুসলমানের ভাই হয়ে মুসলমানের মতো সব অধিকার ভোগ করতে পারে। আল্লাহ বলেন,

فَاقْتُلُوا الْمُــشْرِكِيْنَ حَيْــثُ وَجَــدتُّمُوْهُمْ وَخُــذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَــامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيْلَهُمْ-

‘তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের

১৪. *সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭), ২/৩২৩।*

সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও' *(তওবা ৯/৫)।* অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ-

'অবশ্য তারা যদি তওবা করে, ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই' *(তওবা ৯/১১)।*

(৭) মুমিনা নারীর উপর অপবাদের গুনাহ :

সতী-সাধ্বী মুমিন নারীর প্রতি কেউ অপবাদ দিলে সে যদি চারজন সাক্ষী আনতে না পারে তাহ'লে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করতে হবে এবং কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না *(নূর ২৪/৪)*। এই শাস্তি থেকে অপরাধীকে তওবাই মুক্তি দিতে পারে। আল্লাহ এ অপরাধের শাস্তি উল্লেখ করার পর বলেন,

إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু' *(নূর ২৪/৫)।*

(৮) শিরক, হত্যা ও ব্যভিচারের গুনাহ :

শিরক, হত্যা ও যেনা তিনটি অন্যতম কাবীরা গুনাহ। এগুলির জন্য আল্লাহ দ্বিগুণ শাস্তি দিবেন। আর তওবা করলে আল্লাহ এ গুনাহগুলি ক্ষমা করার পাশাপাশি এ গুনাহগুলিকে নেক আমলে রূপান্তরিত করবেন। আল্লাহ এ গুনাহগুলির শাস্তি আলোচনার পর বলেন,

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً-

'কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*।

শুধু আলোচ্য গুনাহগুলি নয়; বরং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'বলুন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫৩)।*

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'যারা অসৎকর্ম করার পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং ঈমানের ভিত্তিতে জীবন যাপনের অটল সিদ্ধান্ত নেয়, তোমার প্রভু তাদের ব্যাপারে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আ'রাফ ৭/১৫৩)*। অন্য আয়াতে এসেছে,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُواْ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'যারা অজ্ঞতাবশত পাপকর্ম করে বসে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তোমার প্রভু তাদের ব্যাপারে অবশ্য ক্ষমাশীল, দয়াবান' *(নাহল ১৬/১১৯)।*

গুনাহ করার পর তওবা করলে আল্লাহ খুশি হন। আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَي بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلاَةٍ.

'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল'।[১৫]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও আনন্দিত হন যার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য নিয়ে তার উট মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। সে নিরাশ হয়ে কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এহেন নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ তার নিকট সেই উটটিকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে সে তার লাগাম ধরে ফেলল এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক। সে অতি আনন্দেই এই ধরনের ভুল করে ফেলল'।[১৬]

তওবার শর্তাবলী

গুনাহ করলে তওবা করা ওয়াজিব। আর তওবার জন্য কতগুলি শর্ত রয়েছে। যদি শর্তগুলি পালন না করে তাহ'লে মুখে তওবা বললেও ঐ তওবা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। তওবার শর্তগুলি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রহঃ)

১৫. *বুখারী হা/৬৩০৮; মুসলিম হা/২৭৪৭; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫।*
১৬. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫।*

বলেন, যদি গুনাহ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে হয় এবং তার সাথে কোন মানুষের হক্ব জড়িত না থকে, তবে তা থেকে তওবা করার তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা-

(১) তওবাকারীকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

(২) সে তার কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হবে।

(৩) পুনরায় গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যদি এই তিনটি শর্তের কোন একটি পূরণ না হয় তাহ'লে তওবাকারীর তওবা কবুল হবে না।

আর যদি অন্য কোন ব্যক্তির সাথে গুনাহর কাজটি সংশ্লিষ্ট হয় তাহ'লে ইসলামের নীতি অনুযায়ী তা থেকে তওবা করার জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্ত ছাড়া আরও একটি শর্ত আছে। সেটি হল:

(৪) তওবাকারীকে হকদার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে'।[১৭]

এছাড়াও আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আরোও একটি শর্ত যোগ করতে পারি। সেটি হ'ল-

(৫) তওবা করার সময়ে তওবা করতে হবে।

নিম্নে তওবার শর্তগুলি আলোচনা করছি-

(১) গুনাহ থেকে বিরত হওয়া :

তওবা করার আগে তওবাকারীকে সে যে অপরাধে লিপ্ত আছে তা ছেড়ে দিতে হবে। সেটা হ'তে পারে আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ থেকে ফিরে থাকার মাধ্যমে। যেমন, কেউ যদি ছালাত না আদায় করে এবং সে ছালাত আদায় করার গুনাহ থেকে তওবা করতে চায় তাহ'লে প্রথমে তাকে ছালাত আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে কেউ কোন খারাপ কাজ থেকে তওবা করতে চাইলে প্রথমে তাকে সেই খারাপ কাজ ছেড়ে দিতে হবে।

(২) পূর্ববর্তী পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া :

তওবার আরেকটি শর্ত হ'ল খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি পূর্বে কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে। ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ 'অনুতপ্ত হওয়াই হচ্ছে তওবা'।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এক মহিলা যেনা করার ফলে গর্ভবতী হয়ে গেল। পরে সে অনুতপ্ত হয়ে নিজের গুনাহের বিচার করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসল। তিনি সে মহিলাকে বাচ্চা হওয়ার পর তার উপর হদ জারী করলেন এবং জানাযা ছালাত পড়ালেন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ তো যেনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ-

'সে এমন তওবা করেছে যে, তা ৭০ জন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। সে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহ্র জন্য স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দিয়েছে। তার এরূপ তওবার চেয়ে ভাল কোন কাজ তোমার কাছে আছে কি?'।[১৯]

(৩) পুনরায় পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা :

তওবাকারীকে তওবার সময় এই বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, পুনরায় পূর্বের গুনাহে ফিরে আসবে না।

(৪) হকদারের হক আদায় করা :

বান্দা যদি বান্দার হক আদায় না করে, তাহ'লে আল্লাহ বান্দার সে হক ক্ষমা করবেন না। যেমন কারো জমি অন্যায়ভাবে দখল নেয়ার শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَي سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

'যে ব্যক্তি কারো থেকে যুলুম করে এক বিঘত জমিও নেবে (ক্বিয়ামতের দিন) তার গলায় সাতটি জমির বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে'।[২০]

তাই তওবা করার পূর্বে কোন ব্যক্তির হক থাকলে তা আদায় করে দিতে হবে, অন্যথা ক্বিয়ামতের দিন তার থেকে আদায় করে নেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَدِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ عَملٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلمته، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

'যদি কেউ তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কিছুর ব্যাপারে তার উপর যুলুম করে থাকে। তাহ'লে সেই দিন

১৭. *রিয়াযুছ ছালেহীন, 'তওবা' অনুচ্ছেদ দ্রঃ।*
১৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫২; আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৬৮০২, হাদীছ ছহীহ।*
১৯. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২২।*
২০. *বুখারী হা/৩১৯৮; মুসলিম হা/১৬১০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫০৬।*

আসার পূর্বেই যেন তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, যে দিন তার কাছে কোন টাকা-পয়সা থাকবে না। যদি তার কোন সৎ আমল থাকে তাহ'লে তার অন্যায়ের সম পরিমাণ নেকী কেটে নেওয়া হবে। আর যদি তার সৎকর্ম না থাকে তাহ'লে যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, তার পাপ নিয়ে তার উপরে চাপিয়ে দেয়া হবে'।[২১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা বলতে পার সবচেয়ে দরিদ্র কে'? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র সেই যার কোন অর্থ ও বাহন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আমার উম্মতের সবচেয়ে দরিদ্র এমন ব্যক্তি যে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। অপরদিকে সে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা, অপবাদ দেয়া ও গালি দেয়ার অভিযোগকারী ব্যক্তিদের নিয়ে উপস্থিত হবে। তখন তার নেকী হ'তে তাদেরকে পরিশোধ করা হবে। তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[২২]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন,

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلي أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّي يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

'(আল্লাহ) ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করবেন। এমনকি শিংযুক্ত বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে'।[২৩]

(৫) সময়ের মধ্যে তওবা করা :

উপরোক্ত শর্তাবলীর সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হ'ল, তওবা কবুল হওয়ার সময়ে তওবা করতে হবে। অর্থাৎ পাপ করার সাথে সাথেই তওবা করতে হবে, তা না করে যদি অপেক্ষা করতেই থাকে আর শেষে মৃত্যু এসে পড়ে তাহ'লে আর তওবা কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوْبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيْماً حَكِيْماً- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً-

'অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে, এরাই হ'ল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ। আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে। এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ১৭-১৮)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

'যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের (কিয়ামতের) পূর্বে তওবা করবে, তার তওবা কবুল আল্লাহ কবুল করবেন'।[২৪]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ

'মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল করেন'।[২৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ মানুষদেরকে মৃত্যু আসার আগে সৎ কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। কারণ মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'লে বান্দার কাছে থেকে কোন ভাল আমলই গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা হ'তে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগে। কারণ তোমাদের কারো মৃত্যু আসলে সে বলবে,

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ- وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا-

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি ছাদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনো অবকাশ দিবেন না' *(মুনাফিকূন ৬৩/১০-১১)*।

সুতরাং সৎ আমল ও তওবা মৃত্যু আসার আগেই করতে হবে।

(চলবে)

---

২১. *বুখারী হা/২৪৪৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২১০।*
২২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২১৮।*
২৩. *মুসলিম হা/২৫৮০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২০৪।*
২৪. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭; মিশকাত হা/২৩৩১।*
২৫. *তিরমিযী হা/৩৫৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮; মিশকাত হা/২৩৪৩, হাদীছ হাসান।*

Contents

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মূর্তিপূজার অসারতা: একটি পর্যালোচনা

*মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম**

‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে’? *(নাজম ৫৩/১৯-২০)*। অন্যত্র এসেছে ‘বল, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? এরা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্তও তাতে সাড়া দেবে না’ *(আহকাফ ৪৬/৪-৫)*। এখানে মূর্তিপূজার অসারতা প্রসঙ্গে শক্তির দেবতা হিসাবে দৃশ্য এবং অদৃশ্য দু’টি দেবতার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করা না করা উভয়ই নিরর্থক বলে বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী জাতি সমূহের নিকটও এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না। ছিল না কোন কিতাব কিংবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান। যার দ্বারা মূর্তিপূজার পক্ষে কোন দলীল পেশ করা যেতে পারে। আর আল-কুরআনের দৃষ্টিতে এ পৃথিবীতে সেই ব্যক্তি কিংবা জাতি সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে, যে ব্যক্তি কিংবা জাতি এক আল্লাহ্র পরিবর্তে অসংখ্য দৃশ্য এবং অদৃশ্য দেবতার কাছে তাদের চাহিদার কথা বলে এসেছে। ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত ডাকলেও এ সমস্ত শক্তির কোন কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই। কুরআনে ঘোষিত হ’ল- ‘তারা তো আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে এই আশায় যে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু এইসব ইলাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়’ *(ইয়াসীন ৩৬/৭৪-৭৫)*। এমনিভাবে এই দেবতা শক্তির অসারতার সুর পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন আঙ্গিকে কখনো বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কুরআনে যে সমস্ত নবী-রাসূলের ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী-রাসূলকে এই তথাকথিত দেব-দেবী বিরুদ্ধে এক আল্লাহ্র শক্তি-মহিমা প্রচার করতে দেখা গেছে।

প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছে এক ও অভিন্ন দাওয়াত পেশ করেছেন। তাঁরা দাওয়াত পেশ করেছেন এভাবে- বল, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল। বলা হয়েছে, ‘আমি ছামূদ জাতির নিকটে তাদের ভ্রাতা ছালিহকে প্রেরণ করেছিলাম’। তিনিও বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই’ *(হূদ ১১/৬১)*। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে এই দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে প্রায় প্রত্যেক নবী-রাসূলকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হ’তে হয়েছে। নমরূদ, ফেরাঊন, কওমে নূহ, কওমে শু‘আইব, কওমে ইলিয়াস, কওমে আদ-ছামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ইতিহাস তো সেই সংঘাতেরই জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। তাই একত্ববাদ প্রকাশের এই বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, জীবনের সমস্ত বড় বড় পাপ যদিও মার্জনা করা হয়, তবুও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে এই সমস্ত দেবতার সংমিশ্রণের ফলে যে পাপরাজি সংঘটিত হয় তা কখনো মার্জনা করা হয় না। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহ্র শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়’ *(নিসা ৪/১১৬)*।

এখানে শিরকের যে পরিণতির কথা বলা হয়েছে অন্যান্য ইবাদত পরিত্যক্ত হ’লেও সেখানে সে ধরনের কোন পরিণতির কথা বলা হয়নি। তাই শিরক একটি অমার্জনীয় অপরাধ। কুরআনের এ সকল বাণী প্রমাণ করে যে, ঈমান আনয়নের পরও যে কেউ এমনকি একটি জাতিও পথভ্রষ্ট হ’তে পারে। তা অন্য কোন পাপরাজির দ্বারা নয় বরং আল্লাহ্র সাথে অপর দেবতা শক্তির শরীক করার দ্বারাই তা অর্জিত হয়। এটা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ঘটলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমরা জ্ঞাতসারেই এই পাপটি করে চলেছি। এ বিষয়টি সম্পর্কে তাই আমাদের অতি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পূর্ববর্তী যে সমস্ত জাতি আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছে বলে প্রমাণ মেলে তাদেরও একটি অপরাধই জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। তা ছিল এক আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য শক্তির কাছে, মূর্তির কাছে কোন কিছু চাওয়া। অর্থাৎ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দেব-দেবীর উপাসনার মাধ্যমেই তাদের মধ্যে অসংখ্য পাপরাজির সমাবেশ তাদেরকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- ‘হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হ’লেও এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট থেকে তাও তারা তার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই না দুর্বল। তারা আল্লাহ্র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান পরাক্রমশালী’ *(হজ্জ ২২/৭৪)*। এমন সহজ সাবলীল ভাষায় প্রতিমা পূজার অসারতার চমৎকার যৌক্তিক উপমা পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

* *প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস, বেনাপোল মহিলা সিনিয়র মাদরাসা, শার্শা, যশোর।*

মূর্তিপূজা উৎপত্তির ইতিহাস

মূর্তিপূজার ইতিহাস অতিপ্রাচীন। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের মাধ্যমে মূর্তিপূজার সূচনা। তাদের উপাস্য কতিপয় দেব-দেবীর নাম সম্পর্কে তাদের বক্তব্য আল্লাহ কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেন, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে। পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুআ', ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে' *(নূহ ৭১/২৩)*। আমরা আমাদের দেব-দেবী বিশেষত এই পাঁচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম। ইমাম বাগাভী (রহঃ) বর্ণনা করেন, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর আমলের মাঝামাঝি। তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাদের মৃত্যুর পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল, 'তোমরা যেসব মহা পুরুষের পদাংক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে দাও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহা পুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হ'ল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বুঝাল এই সকল তোমাদের পূর্ব পুরুষদের উপাস্য ছিল মূর্তি। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এরপর থেকেই প্রতিমা পূজার সুচনা হয়।[২৬]

উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় এখানে পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তানের এই প্রচেষ্টা এখনো থেমে থাকেনি। বরং তা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপনের অব্যাহত প্রচেষ্টা সেই শয়তানেরই পদাংক অনুসরণ কি-না তা ভাবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ইসলাম যেখানে প্রতিমা পূজা, মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণকে শয়তানের ঘৃণ্য কার্যকলাপ বলে এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে *(মায়েদাহ ৫/৯৩)* সেখানে বর্তমান যুগে এই কাজের বহুল সম্প্রসারণ তা যে শয়তানেরই পদাংক অনুসরণ এবং সম্প্রসারণ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২৬. *মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র), তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (মুদ্রণ ১৪১৩ হিঃ, পৃঃ ১৪০৮*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে বাড়ীতে কুকুর ও ছবি রয়েছে সেখানে ফেরেস্তা প্রবেশ করে না'। *=(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী শাস্তি পাবে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করে'। *=(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৫)*। এ সমস্ত বাণী ইসলামে চিত্রকলাকে নিরুৎসাহিত করলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আড়ালে ইসলামে চিত্রকলাকে জায়েয করার প্রবণতা চলছে।

কুরআনে নূহ (আঃ)-এর কওমের উপাস্যদের মধ্যে থেকে এখানে যেসব দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তীকালে মক্কাবাসীরা তাদের পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দিরও বর্তমান ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে, মহা প্লাবনে যেসব লোক রক্ষা পেয়েছিল পরবর্তী বংশধরগণ তাদের মুখ থেকে নূহ (আঃ)-এর জাতির প্রাচীন উপাস্য দেব-দেবীর নাম শুনেছিল এবং পরে তাদের বংশধরদের মধ্যে নতুন করে জাহেলিয়াত ছড়িয়ে পড়লে তারা সেসব দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরী করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করেছিল।[২৭] আরবে এই মূর্তি পূজার সূচনা করেছিলেন আমর ইবনে লুহাই নামে এক ব্যক্তি। তিনি সিরিয়া থেকে মূর্তি এনে কা'বা ঘরে স্থাপন করেছিলেন। এই সময় তায়েফের ছাকিফ গোত্রের লোকেরা লাত-এর পূজা করত। বাতনে নাখলার গাতফান ও কুরাইশরা উযযার এবং মদীনা সংলগ্ন কাদীদ অঞ্চলের আউস, খাজরায ও গাসসান গোত্রের লোকেরা মানাত দেবীর উপাসনা করত এবং এসব স্থানে তাদের মন্দির ছিল বলে জানা যায়।[২৮] আল-কুরআনে মক্কাবাসী আরবদেরকে তাই এ তিনটি মূর্তির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এই সাথে সূরা নূহে মূর্তি পূজার পূর্ববর্তী ইতিহাস বর্ণনার সাথে সাথে চিন্তা-গবেষণার দ্বারা তার অসারতার প্রমাণের মধ্য দিয়ে সত্য পথ অনুসন্ধানের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা, তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাদের কি পা আছে যা দ্বারা তারা চলে? তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে? তাদের কি চক্ষু আছে যা দ্বারা তারা দেখতে পায়? তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনতে পায়? বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক করেছ তাদেরকে ডাক অতঃপর আমার

২৭. *তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদ: মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ২০০২), ১৮ খণ্ড, পৃঃ ৬৪*।

২৮ . *মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস, (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন, ২০০৩), পৃঃ ৭০-৭১*।

Contents

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। আমার অভিভাবক তো আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্ম পরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন। আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরকেও না। যদি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান কর তবে তারা শ্রবণ করবে না এবং তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু তারা দেখে না' *(আরাফ ৭/১৯৪-১৯৮)*।

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরবে ব্যাপক হারে মূর্তিপূজার প্রচলন থাকলেও সময়ের প্রেক্ষিতে কখনো কখনো মক্কাবাসী আরবরা মূলতঃ এক আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে জানা যায়। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় আবরাহা যখন কা'বা ঘর আক্রমণের জন্য মক্কায় আসেন তখন মক্কাবাসী আরবরা কা'বা ঘরে সংরক্ষিত ৩৬০টি মূর্তির কোন একটির কাছেও তাদের বিপদ থেকে উদ্ধারের প্রার্থনা জানায়নি। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, কা'বা ঘর আক্রমণের পূর্বে আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার সাথে আলোচনা শেষে সেনানিবাস থেকে ফিরে এসে কুরাইশদেরকে সাধারণ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষার জন্য পরিবার-পরিজন নিয়ে পর্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন। তারপর তিনি কুরাইশদের আরও কতিপয় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে হারাম শরীফে উপস্থিত হ'লেন এবং কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলেন তিনি যেন তার ঘর ও তার সেবকদের হেফাযত করেন। এই সময় কা'বার মধ্যে ৩৬০টি মূর্তি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই কঠিন সময়েও তাদের কথা তাদের স্মরণে আসেনি। তারা কেবল আল্লাহ্র দরবারেই সাহায্যের জন্য ভিক্ষার হাত প্রসারিত করেছিলেন।[২৯]

ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তাদের এই সময়কার দো'আ সমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। এই দো'আয় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই। ইবনে হিশাম তার সীরাত গ্রন্থে আব্দুল মুত্তালিবের নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখ করেছেন, হে আল্লাহ! বান্দাহ নিজের ঘরের সংরক্ষণ করে তুমিও রক্ষা কর তোমার নিজের ঘর।[৩০] সুহাইলী রওজুল উনুফ গ্রন্থে এই পর্যায়ে নিম্নোক্ত কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন, ক্রুশধারী ও তার পূজারীদের মোকাবেলায় আজ তোমার স্বপক্ষের লোকদের সাহায্য কর হে আল্লাহ![৩১] ইবনে জারীর আব্দুল মুত্তালিবের দো'আ হিসাবে নিম্নোক্ত কবিতা ছত্র দু'টিরও উল্লেখ করেছেন, হে আমার রব! এই লোকদের মুকাবিলায় আমি তোমাকে ছাড়া আর কারো নিকট কোন আশা রাখি না। হে আমার রব! তাদের কবল থেকে তুমি তোমার হারামকে রক্ষা কর। এই ঘরের শত্রু তোমারও শত্রু। তোমার জনবসতি ধ্বংস করা থেকে এদেরকে বিরত রাখ।[৩২]

ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশের লোক বা'ল নামক দেবতার পূজা করত। তারা মনে করত এই দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে তাদের সুখ শান্তি অর্জিত হবে। সিরীয় ভাষায় 'বা'ল' শব্দের অর্থ প্রভু বা স্বামী। এই দেবতার নাম অনুসারে শামে একটি শহরের নাম রাখা হয়েছে 'বা'লাবাক্কা'। এখানে এই দেবতার মন্দির বিদ্যমান। ইলিয়াস (আঃ) এই মুশরিক কওমকে হেদায়াত করার জন্য নবী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি গোমরাহ কওমকে বলেছিলেন যে, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ কর। এই সময় বনী ইসরাঈল কওমের একটি বিরাট অংশ বা'লাবাক্কা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করেছিল। তাদের বাদশাহর নাম ছিল মালেক তালেহ। রাজা প্রজা সকলেই বা'ল দেবতার পূজা করত। বা'ল দেবতার স্বর্ণনির্মিত মূর্তিটি উচ্চতায় বিশ গজ ছিল এবং তার চারদিকেই মুখ ছিল। তার ভিতর ফাপা থাকায় বাতাস ঢুকে বিভিন্ন প্রকার আওয়াজ সৃষ্টি করত। পুরোহিতগণ নিজেদের সুবিধামত তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করত। এই দেবতার চারশ' খাদেম বা পুরোহিত ছিল। উক্ত রাজ্যবাসীরা এই দেবতাকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করত। মালেক তালেহ অতিশয় অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তিনি তার প্রজাগণকে বা'লের পূজা করতে বাধ্য করতেন। এই সময় ইলিয়াস (আঃ) তাদের হেদায়াত করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।[৩৩]

কেউ কেউ মনে করেন যে, ইসরাঈলের তৎকালীন বাদশাহ আকিয়ার সাইদা সিরিয়ায় বা'ল-এর মন্দির ও যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে এক আল্লাহ্র পরিবর্তে বা'ল-এর পূজার প্রচলন করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালায় এবং ইসরাঈলের শহরগুলোতে প্রকাশ্যে বা'লের নামে বলি দানের প্রথা চালু করে। এমতাবস্থায় তাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য ইলিয়াস (আঃ) তাদের সামনে হাযির হন।[৩৪]

গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক অপরিসীম নে'মত। কুরআনে এরশাদ হয়েছে- 'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনে আর রাত ও দিনের ক্রমাবর্তনে সে সকল বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নির্দশন বিদ্যমান' *(আলে ইমরান ৩/১৯০)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ফজরের ছালাতের আযান দিতে এসে বেলাল (রাঃ) দেখলেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কাঁদছেন। বেলাল

২৯. *তাফহীমুল কুরআন, ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ২৩২।*
৩০. *ঐ, পৃঃ ২৩২।*
৩১. *ঐ, পৃঃ ২৩২।*
৩২. *ঐ, পৃঃ ২৩২।*
৩৩. *মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, পবিত্র কুরআনের অভিধান, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃঃ ৫৭/৬১।*
৩৪. *তাফহীমুল কুরআন, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৬৮।*

Contents

(রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আপনার ক্রন্দনের কারণ কি? নবীজী বললেন, কারণ আজ রাতে আমার উপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি বললেন, হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে এই আয়াত পড়ল কিন্তু এই বিশ্ব সৃষ্টির কারিগরী ও নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল না। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনার জন্য প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় কৃত্রিম সৃষ্টির পিছনে মানুষের এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও চিন্তা-ভাবনার ফল আজ বিশ্ববাসী উপভোগ করছে। সুতরাং এই চিন্তাশীল মানুষও যদি লাত, উযযা, মানাত, ওয়াদ, সুআ, ইয়াগূছ, ইয়াউক, নাসর, বা'ল-এ সমস্ত অলীক দেবতাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তবে তার অসারতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে একটি যৌক্তিক অনিবার্য ফল হিসাবে সেও নিশ্চয়ই সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

আল-কুরআনে তাই ঘোষিত হ'ল এভাবে, 'স্মরণ কর ইবরাহীম তার পিতা আজরকে বলেছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি। এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল সে নক্ষত্র দেখে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হ'ল তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তা আমি পসন্দ করি না। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল রূপে উদিত হ'তে দেখল তখন বলল, এটা আমার প্রতিপালক, যখন সেটাও অস্তমিত হ'ল তখন বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হ'তে দেখল তখন বলল, এটা আমার প্রতিপালক, এটা সর্ববৃহৎ। যখন সেটাও অস্তমিত হ'ল তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর, তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(আন'আম ৬/৭৪-৭৯)*।

এভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা ও বিশ্লেষণ করলে সতত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় সুস্পষ্ট হবে। সত্য পথের সন্ধান পাওয়া সহজতর হবে। এমনিভাবে চিন্তা-গবেষণা আল্লাহ্‌র এমন একটি বরকতপূর্ণ নে'মত, যার দ্বারা নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও সঠিক তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান লাভ সহজতর হয়। নিত্য নতুন গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এর ক্ষেত্র কোন একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যায় যেমন তা ফলপ্রসু হয়, তদ্রূপ ভাষা-সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণায়ও সত্য পথের সন্ধান অনিবার্য হয়ে দেখা যায়।

পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে- 'যখন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, এই মূর্তিগুলো কি যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ। তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এদের পূজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণও রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না তুমি কৌতুক করছ? তিনি বললেন, না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী। শপথ আল্লাহ্‌র তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব। অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে তাদের প্রধানটি ব্যতীত। যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। তারা বলল, আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। কেউ কেউ বলল, এক যুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তাকে বলা হয় ইবরাহীম। তারা বলল, তাকে উপস্থিত কর লোক সম্মুখে। যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে। তারা বলল, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ? সে বলল বরং এদের এই প্রধান সেই তো তা করেছে, তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর যদি তারা কথা বলতে পারে। তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল তোমরাই তো সীমালংঘনকারী। অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বলল, তুমি তো জানই যে এরা কথা বলে না। ইবরাহীম বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' *(আম্বিয়া ২১/৫২-৬৭)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর যুক্তির কাছে তার সম্প্রদায় মাথানত করেছিল ঠিকই কিন্তু বাপ-দাদার এই ধর্মকে তারা পরিত্যাগ করতে সম্মত হয়নি। সাধারণ জ্ঞানের যুক্তি এখানে খুবই সুস্পষ্ট। আর তা হ'ল মূর্তির উপাসনা করা। যে নিজেই নিজের উপকার অপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না, তার কাছে কিছু চাওয়া না চাওয়া বোকামী ছাড়া আর কিছু না। ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় তা স্বীকারও করেছে।

মানুষ অসহায়। তাই সে কোন বড় শক্তির সহায়তা পেতে চায়। আদিম যুগে মানুষ বড় কিছু দেখলেই তাকে প্রণতি জানাত এবং তার কাছে দয়া ভিক্ষা চাইত। বিরাট বৃক্ষ পাহাড়- পর্বত, নদী-সমুদ্র যাই তার কাছে বড় বা শক্তিশালী মনে হয়েছে, তাকে সে পূজা করেছে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র তার নিকট রহস্যাবৃত। তাদের সম্বন্ধে সে কল্পনা

করেছে এবং তারা তাদের ভাগ্যবিধাতা বলে বিশ্বাস করেছে। ধীরে ধীরে কিছু অদৃশ্য শক্তির উপলব্ধি সে করেছে, তার ধারণায় সেগুলো হ'ল (আরওয়াহ) আত্মাসমূহ। ভাল ও মন্দ ক্ষমতার অধিকারী ছিল এসব আত্মা। তাই তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাদের পূজা অর্চনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের মধ্যে যারা দৈহিক, আত্মিক অথবা চারিত্রিক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে তারাও সাধারণ মানুষের উপসনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে তার উপাস্য বস্তুর জন্য কিছু আকৃতি সে কল্পনা করে নিয়েছে আর তার প্রতিকৃতি বা মূর্তি তৈরী করে তার সামনে মাথা নত করেছে। তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাকে মূল্যবান বস্তু ভোগ দিয়েছে, এমনকি মানুষকে হত্যা করে তার রক্ত তাকে উপহার দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) শামবাসীর নিকট আল্লাহ্র বাণী নিয়ে এসেছিলেন। কেউ হেদায়াত গ্রহণ করেছে, কেউ করেনি। আরবেও নবী প্রেরিত হয়েছিলেনঃ হূদ (আঃ) আদ-এর নিকট এবং ছালেহ (আঃ) ছামূদ-এর নিকট। তাছাড়া ইসমাঈল (আঃ) মক্কায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আরব দেশেও উপযুক্ত বর্ণনা মোতাবেক ধর্মীয় ক্রমবিকাশ সম্পন্ন হয়েছে। বস্তু উপাসক, তারকা পূজক, মূর্তিপূজক, আত্মাপূজক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর মত ও বিশ্বাসের লোক আরবে দেখা গিয়েছে। ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীও সেখানে বর্তমান ছিল। তবে তারা এসব ধর্মের মৌল রূপ বিকৃত করেছিল। আবার কিছু সংখ্যক লোক ছিল যারা কোন ধর্মই মানত না। কিন্তু তাদের ধর্মীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করে পণ্ডিতগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, নক্ষত্ররাজি ও আত্মাসমূহের কাল্পনিক প্রতিকৃতির পূজা করাই সাধারণত আরবদের জাতীয় ধর্ম ছিল।

দক্ষিণ আরবে কাহতানী আরবদের বাস ছিল। এদের মধ্যে সাবাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। তারা সাধারণত তারকাপূজক ছিল। তারকারাজির কাল্পনিক মূর্তি তৈরী করে তারা সেগুলোর পূজা অর্চনা করত। বড় বড় মন্দিরে এসব দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত ছিল। সেবায়েতরা 'কাহিন' নামে পরিচিত ছিল। সূর্য দেবতা সাবাদের মহাপ্রভু ছিল। কুরআনে সাবার রাণীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উল্লিখিত হয়েছে- 'আমি সাবার রাণীর এবং তার জাতিকে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে সূর্যের প্রতি প্রণতি জানাতে দেখেছি' *(নামল ২৭/২৪)*। সাবা জাতির পূর্বপুরুষ ছিলেন আবদ শামস, যার অর্থ হ'ল সূর্যের দাস। ইয়ামনের একটি প্রাচীন শিলালিপির কথা মুসলিম ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। তাতে লেখা ছিল বাদশাহ শমর য়রউশ এটি সূর্যদেবীর জন্য তৈরী করেছেন।[৩৫]

পরবর্তীকালে প্রাপ্ত প্রাচীন কিছু নিদর্শন থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, তারা আরও অনেক নক্ষত্রের উপাসনা করত। তাদের কয়েকটি দেব-দেবীর নাম নিম্নরূপ ছিল, ইয়াগূছ, ইয়াউক, নাসর, আমিয়ানস ইত্যাদি। দেব-দেবীর জন্য নির্মিত মন্দিরগুলোর কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যায়: ঘমদান, রিআম, যুলখলাসহ, কলীস ইত্যাদি। ঘমদান রাজধানী সানআর একটি বড় দেবালয়, সাত তলাবিশিষ্ট এক বৃহৎ অট্টালিকায় যুহরহ (শুক্রগ্রহ) এর কাল্পনিক প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের ভাষায় এ দেবতার নাম ছিল আসতার। খলীফা ওছমানের খিলাফতকালে এ মন্দির ধ্বংস করে দেওয়া হয়। যুলখলসসহ মন্দিরটি মক্কার দক্ষিণে নাজরানের উত্তরে তবালা নামক উপত্যকায় অবস্থিত। এ মন্দিরের দেব মূর্তিটি সাদা মার্বেল পাথরে নির্মিত ছিল, এর মাথায় মুকুট ও গলায় দামী হার ছিল। সারা আরবে এ মন্দিরের বড় সম্মান ছিল। এটিকে ইয়ামনবাসীদের কা'বা বলা হ'ত। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশে জারীর ইবন আবদিল্লাহ (রাঃ) মন্দিরটি আগুনে পুড়িয়ে দেন।[৩৬]

উত্তর আরবের বাসিন্দারা ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতা ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন একেশ্বরবাদী। ফলে ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণও এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া ইসমাঈল নিজেও ছিলেন নবী। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হ'তে থাকে। উত্তর আরব (হিজায, নজদ ও মাদায়েন) এবং প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার ধর্মীয় বিশ্বাসের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মাদায়েনের অধিবাসীরা বা'ল দেবতার পূজা করত। প্রায় সকল সামী জাতি এ দেবতার উপাসনা করেছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমরা কি বা'লকে ডাকছ এবং উত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করছো'? *(ছফফাত ৩৭/১২৫)*।

ইউরোপের প্রাচ্যবিদদের মতে বা'ল হ'ল শনিগ্রহ। আরবীতে এই বা'লকে হুবল বলা হয়। আরবী ভাষায় (সামী ভাষার একটি উপভাষা) হুবল অর্থ আত্মা, বাষ্প। হুবল কা'বার প্রধান দেবতা ছিল। মানুষের আকৃতিতে এটি গড়া হয়েছিল। ইবন হিশামের (মৃঃ ৮৩৩ খৃঃ) মতে আমর ইবন লুহাই এই দেবমূর্তিটি মোআব (মেসোপোটেমিয়া) থেকে নিয়ে এসেছিল। এ সম্পর্কে আর একটি মতবাদ হ'ল ভারতবর্ষের কিছু দেবমূর্তি নূহ (আঃ)-এর সময় বন্যার স্রোতে আরব দেশের জিদ্দায় গিয়ে পৌছে। একটি জিন আমর ইবন লুহায়ইকে দেবমূর্তিগুলির সন্ধান দেয় এবং সে আরবদেরকে সেগুলির পূজা করতে উদ্বুদ্ধ করে।[৩৭] মক্কায় মূর্তিপূজার সূচনা সম্পর্কে অন্য একটি বর্ণনা হ'ল যে, মক্কার লোকের কা'বার বড় ভক্ত ছিল। কা'বা পাথরের তৈরী ঘর

৩৫. *আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৯-৪১।*

৩৬. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।*

৩৭. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।*

Contents

হওয়ায় কা'বার প্রাঙ্গনের সকল পাথর তাদের নিকট ছিল অতি পবিত্র। ফলে কোথাও যাওয়ার সময় তারা কা'বা প্রাঙ্গন থেকে বরকতের জন্য পাথরের টুকরা সঙ্গে নিত। ধীরে ধীরে সকল মসৃণ পাথর তাদের নিকট পবিত্র বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এভাবে মূর্তিপূজার প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[৩৮]

কুরআনে আরবদের কিছু কিছু দেবমূর্তির নাম উল্লিখিত হয়েছে। হজ্জের সময় এসব দেবতার বিশেষভাবে অর্চনা হ'ত। আরবরা তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে বুযুর্গ ব্যক্তিদের ছবি অথবা মূর্তি বানিয়ে তারও পূজা করত। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর একটি রিওয়ায়াতে জানা যায়- লাত, ওয়াদ্দ ইয়াগূছ ইত্যাদি দেবতা তাদের পূর্ব পুরুষ ছিল। কা'বা প্রাঙ্গনে ছিল ৩৬০টি মূর্তি। কা'বা আরবদের দৃষ্টিতে অতি পবিত্র ঘর। তাদের প্রতি গোত্রের ছিল ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। কা'বায় তাদের সকলের দেবমূর্তিদের একত্রে রাখা হয়েছিল। যাতে এ ঘর এবং এ শহর সকলের তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

শিরকের (আল্লাহ্র অংশীদারকরণ) মধ্যে লিপ্ত থাকলেও আল্লাহ সম্বন্ধে আরবরা একেবারে অজ্ঞ ছিল না। তারা একটি বৃহৎ অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ভাষায় সে মহান সত্তার নাম হ'ল আল্লাহ। জাহিলী কবিদের কবিতায় শব্দটি পাওয়া যায়।[৩৯] এক সময় কুরআনের তাওহীদ তত্ত্বের কাছে তারা হার মানতে বাধ্য হয়।

উপসংহার:

পৃথিবীতে যত উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটছে, ততই একক শক্তির আধার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হচ্ছে। বিজ্ঞানের কারণে বিদ্যমান পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও মতবাদ আজ মিথ্যায় পর্যবসিত হচ্ছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। সেখানে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের কোন বৈসাদৃশ্য নেই। ড. মরিস বুকাইলি তাইতো বলেছেন, There is not a single verse in the holy Quran which is assailable from the scientific point of view. 'পবিত্র কুরআনে এমন একটি মাত্র আয়াতও নেই যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণযোগ্য'। আজ সমগ্র পৃথিবীতে এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ছাড়া অসংখ্য মিথ্যা মতবাদকে শক্তির আসনে বসিয়ে মূর্তিপূজার ন্যায় পূজা করা হচ্ছে। এসব মূর্তিপূজা বা দেবতা শক্তির কাছে কোন কিছু চাওয়া যে সম্পূর্ণ নিরর্থক তা আলোচ্য প্রবন্ধে অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালান হয়েছে। এখান থেকে তাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

৩৮. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।*
৩৯. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।*

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

কুরবানীর গুরুত্ব:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرِبَنَّ مُصَلاَّنَا– 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[৪০]

ফাযায়েল:

(ক) আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় আমল আল্লাহ্র নিকটে আর কিছু নেই। ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর ও লোম সমূহ নিয়ে হাযির হবে। কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহ্র নিকটে বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানী দ্বারা নিজেদের নফ্সকে পবিত্র কর'।[৪১] ছাহেবে মির'আত বলেন, হাদীছটির সূত্র যঈফ। তবে অন্যান্য 'শাওয়াহেদ'-এর কারণে সম্ভবতঃ তিরমিযী একে 'হাসান' বলেছেন। তিরমিযীর অন্যতম ভাষ্যকার ইবনুল আরাবী বলেন যে, কুরবানীর ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না'।[৪২]

(খ) **যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত:** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করলেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে। আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শাহাদাত লাভ করেছেন)।[৪৩]

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আরাফার দিনের নফল ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) বিগত ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়'।[৪৪]

মাসায়েল:

১। চুল, নখ না কাটা: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে,

৪০. *আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২।*
৪১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭০।*
৪২. *মির'আত ৫/১০৩-১০৪।*
৪৩. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০।*
৪৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অধ্যায়।*

তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[৪৫] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে এটি করলে আল্লাহ্‌র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে'।[৪৬] অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ কুরবানীর ন্যায় ছওয়াব পাবে।[৪৭]

২। কুরবানীর পশু: কুরবানীর পশু আট প্রকার (১) ভেড়া বা দুম্বা (২) ছাগল (৩) গরু (৪) উট, প্রত্যেকটির নর ও মাদি *(আন'আম ১৪৪-৪৫)*। গরুর ন্যায় মহিষের যাকাতের উপরে ক্বিয়াস করে অনেকে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন। এগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়।[৪৮]

ছাগল কুরবানী করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় থাকাকালীন সময়ে উট, গরু পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদা দুম্বা কুরবানী দিতেন। ইসমাঈলের বিনিময়ে জান্নাতী পশুর যে কুরবানী দেওয়া হয়, সেটাও তাই ছিল। তাছাড়া মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উট-গরুর চেয়ে ছাগল-দুম্বা-ভেড়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক কম এবং তা অধিকাংশের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। তবে রক্ত প্রবাহিত করার বিবেচনায় জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে উত্তম হ'ল উট। অতঃপর গুরু অতঃপর ভেড়া বা দুম্বা অতঃপর ছাগল।

'খাসী' কুরবানী নিঃসন্দেহে জায়েয বরং উত্তম। কেননা অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মদীনায় মুক্বীম এমনকি মুসাফির অবস্থায়ও সর্বদা 'খাসী' কুরবানী দিতেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'খাসী কুরবানী জায়েয। যদিও অন্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে কেউ কেউ এটাকে খুঁৎওয়ালা পশু বলে অপসন্দ করেন। কিন্তু মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়। বরং এর ফলে গোস্ত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয়'।[৪৯]

কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ পশু এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা জন্তুর দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ নয়। এসবের চাইতে নিম্নস্তরের কোন দোষ যেমন অর্ধেক লেজ কাটা ইত্যাদি থাকলে তার দ্বারাও কুরবানী হবে না। তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে।[৫০]

৩। 'মুসিন্নাহ' ও পশু দ্বারা কুরবানী করা: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- لاَتَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جُذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، رواه مسلم অর্থঃ 'তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'। জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য উত্তম হিসাবে গণ্য করেছেন। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া দুম্বাকে বলা হয়। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত উঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের নেই।

৪। পরিবারের সকলের পক্ষ হ'তে একটি কুরবানীই যথেষ্ট:

(ক) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিং ওয়ালা সুন্দর সাদা কালো দুম্বা আনতে বললেন ... অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন- بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ 'বিসমিল্লাহ; হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও উম্মতের পক্ষ হ'তে। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[৫১]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জন মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি এরশাদ করেন- يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَّعَتِيْرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়েছে।[৫২]

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবার পিছু একটা করে বকরী কুরবানীর রেওয়াজ ছিল। যেমন ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى- অর্থঃ একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিতেন। অতঃপর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন এবং এভাবে লোকেরা বড়াই

---

৪৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯।*
৪৬. *আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।*
৪৭. *মির'আত ৫/১১৭।*
৪৮. *কিতাবুল উম্ম ২/২২৩ পৃঃ।*
৪৯. *ফাৎহুল বারী ১০/১২ পৃঃ।*
৫০. *মির'আত ৫/৯৯।*

৫১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।*
৫২. *ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২১।*

করত। এই নিয়ম নবীর যুগ হ'তে চলে আসছে যেমন তুমি দেখছ'।[৫৩]

(ঘ) মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, যারা একটি ছাগল একজনের জন্য নির্দিষ্ট বলেন এবং উক্ত হাদীছগুলিকে একক ব্যক্তির কুরবানীতে পরিবারের সকলের ছওয়াবে অংশীদার হওয়ার 'তাবীল' করেন বা খাছ হুকুম মনে করেন কিংবা হাদীছগুলিকে 'মানসূখ' বলতে চান, তাদের এই সব দাবী প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও নিছক দাবী মাত্র'।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ পরিবার ও নিজ উম্মতের পক্ষ হ'তে এক ও একাধিক দুম্বা, খাসী, বকরী (ছাগল), গরু ও উট কুরবানী করেছেন।

উল্লেখিত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু একজন ব্যক্তি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিলে পরিবারের সকলের জন্যই কুরবানী হয়ে যাবে তাই কুরবানী করার সময় পরিবারের সকলের কথাই নিয়ত করা উচিত।

৫। কুরবানীতে শরীক হওয়াঃ

(ক) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيْرِ عَشَرَةً– 'আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হলাম'।[৫৪]

(খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সফরে শরীক ছিলাম।... তখন আমরা একটি গুরু ও উটে সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম'।[৫৫] জমহুর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।[৫৬]

(গ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় (হজ্জের সফরে) ৭টি উট (অন্য বর্ণনায় এর অধিক) নহর করেছেন এবং মদীনায় (মুক্বীম অবস্থায়) দু'টি দুম্বা (একটি নিজের ও একটি উম্মতের পক্ষে) কুরবানী দিয়েছেন'।[৫৭] অবশ্য মক্কায় নহরকৃত উটগুলি ছাহাবীদের পক্ষ থেকেও হ'তে পারে।

৫৩. *ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; মির'আত ৫/১১৪ পৃঃ।*
৫৪. *নাসাঈ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৬৯।*
৫৫. *মুসলিম হা/১৩১৮।*
৫৬. *মির'আত ৫/১০২।*
৫৭. *বুখারী ১/২৩১ পৃঃ।*

আলোচনা: ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছটি নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্‌তে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি মুসলিম ও আবুদাঊদে এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারীতে যথাক্রমে 'হজ্জ' ও 'মানাসিক' অধ্যায়ে এবং সুনানে 'উযহিয়াহ' অধ্যায়ে হাদীছগুলি এসেছে। যেমন (১) তিরমিযী 'কুরবানীতে শরীক হওয়া' অধ্যায়ে ইবনু আব্বাস, জাবির ও আলী থেকে মোট তিনটি হাদীছ এনেছেন। যার মধ্যে প্রথম দু'টি সফরের কুরবানী ও শেষেরটিতে কোন ব্যাখ্যা নেই। (২) ইবনু মাজাহ উক্ত মর্মের শিরোনামে ইবনু আব্বাস, জাবের, আবু হুরায়রা ও আয়েশা হ'তে যে পাঁচটি হাদীছ (৩১৩১-৩৪ নং) এনেছেন, তার সবগুলিই মুসাফিরের কুরবানী সংক্রান্ত। (৩) নাসাঈ কেবলমাত্র ইবনু আব্বাস ও জাবির থেকে পূর্বের দু'টি হাদীছ (২৩৯৭-৯৮ নং) এনেছেন। (৪) আবুদাঊদ শুধুমাত্র জাবির-এর পূর্ব বর্ণিত সফরে কুরবানীর হাদীছটি এনেছেন তিনটি ছহীহ সনদে (২৮০৭-৯ নং), যার মধ্যে ২৮০৮নং হাদীছটিতে (الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ) কোন ব্যাখ্যা নেই।

ভাগা কুরবানী: মিশকাত শরীফে ইবনু আব্বাস-এর হাদীছটি (নং ১৪৬৯) এবং জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটি (নং ১৪৫৮) সংকলিত হয়েছে। সম্ভবতঃ জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিকে ভিত্তি করে এদেশে মুক্বীম অবস্থায় গরুতে সাত ভাগা কুরবানীর প্রথা চালু হয়েছে। অথচ ভাগের বিষয়টি সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা ইবনু আব্বাস ও জাবির বর্ণিত বিস্তারিত হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আর একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদীসম্মত রীতি।

তাছাড়া মুক্বীম অবস্থায় মদীনায় আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম ভাগে কুরবানী করেছেন বলেও জানা যায় না। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এদেশে কেবল সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয় বরং সাত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই।

(ঘ) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা'- এই (ইসতিহ্‌সানের) যুক্তি দেখিয়ে কিছু কিছু হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এ দেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৫৮] ইমাম আবু ইউসুফ এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী এর ঘোর

৫৮. *হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশতী জেওর (বঙ্গনুবাদ ঢাকাঃ ১৯৯০) ১/৩০০।*

প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত। এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বলা আবশ্যক যে, কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার ভাগ নেওয়ার কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের কথা ও কর্মে পাওয়া যায় না। এটি সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত।

(৬) **কুরবানী করার নিয়মঃ** (ক) উট বাদে গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলতে হবে। অতঃপর কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজ ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। (খ) অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় প্রত্যক্ষ করা উত্তম। (গ) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।

(৭) **যবহকালীন দো'আঃ** (১) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার। (২) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (অর্থঃ আল্লাহ্র নামে। যে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন ... মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ। (৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবর, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাববালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (... হে আল্লাহ তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইব্রাহীমের পক্ষ থেকে)। (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

(৮) **কুরবানীর গোস্ত বন্টনের নিয়মঃ** কুরবানীর গোস্ত এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ পাড়া-প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি, তাদের জন্য ও এক ভাগ ফক্বীর-মিসকীনের মধ্যে ছাদাক্বা করার জন্য মোট তিন ভাগ করা উত্তম। তবে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই। কুরবানীর গোস্ত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।

(৯) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোস্ত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।

(১০) **কুরবানীদাতার আমলঃ** কুরবানীদাতা সকাল হ'তে কুরবানীর আগ পর্যন্ত কিছুই খাবেন না। বরং কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করবেন *(বায়হাক্বী)*।

(১১) ১০, ১১, ১২ যিলহজ্জ তিনদিন যাবৎ কুরবানী দেওয়া যাবে।[৫৯]

(১২) ৯ই যিলহজ্জ ফজরের পর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ দিনের শেষ পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে এবং অন্য সময়ে সরবে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। তাকবীরঃ আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ। আল্লাহু আকবর কাবীরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা।

(১৩) ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর প্রথম রাক'আতে ক্বিরা'আতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরা'আতের পূর্বে পাঁচ মোট ১২ তাকবীর দিতে হয়।[৬০] ছাহেবে মির'আত বলেন, এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত। ইমাম শাফেঈ, আওযাঈ, ইবনু হাযম তাঁরাও একথা বলেন। তবে ইমাম মালেক ও আহমাদ এটিকে তাকবীরে তাহরীমা সহ বলেন।[৬১] ইমাম তিরমিযী বলেন, ১২ তাকবীরের হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত সর্বাধিক সুন্দর' বর্ণনা। ইমাম বুখারী বলেন, 'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও এটি বলি'। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে ১২ তাকবীরের উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে। অতএব তার উপরেই আমল করা উত্তম।[৬২]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৬৩]

---

৫৯. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৪৭৩।*
৬০. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
৬১. *মির'আত ৫/৪৬ পৃঃ।*
৬২. *বায়হাক্বী ৩/২৯১।*
৬৩. *মির'আত ৫/৪৬ পৃঃ।*

নবীনদের পাতা

অপসংস্কৃতির বেড়াজালে বন্দী যুবসমাজ

*বযলুর রহমান**

সংস্কৃতি একটি জাতির প্রাণ। আর সভ্যতা হ'ল সেই জাতির দেহ স্বরূপ। প্রাণহীন দেহ সত্তার যেমন কোন মূল্য নেই, দেহহীন আত্মাও তেমনি মূল্যহীন। তাই বলা যায়, সংস্কৃতি ও সভ্যতা অনেকাংশে পরস্পরের পরিপূরক। কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে আধুনিক বিশ্বের প্রতিযোগিতার ময়দানে একটি উন্নত জাতির রূপ পরিগ্রহ করার জন্য সংস্কৃতি চর্চা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সংস্কৃতিহীন জাতি প্রাণহীন জড় পদার্থের ন্যায়। যার কোন কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। কোন আত্মা যদি মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়, তাহ'লে সে আত্মা যেমন ধীরে ধীরে অপ্রত্যাশিত কিন্তু অপ্রতিরোধ্য গতিতে চিরস্থায়ী বাস্তবতা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, ঠিক তেমনি একটি জাতির আত্মা নামক সংস্কৃতি যদি অপসংস্কৃতির মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাহ'লে সে জাতিও ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে পতিত হবে কিংবা অন্য জাতির উপনিবেশে পরিণত হবে।

মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় দেশ। এ দেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ একত্রে বসবাস করে। কিন্তু ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ার কারণেই স্বাভাবিকভাবে এদেশের গ্রহণীয় সংস্কৃতি ইসলামী ভাবধারার হওয়া উচিত। যার মূল সুর হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। যার জন্য মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকৃতিগতভাবে আকাংখিত ও সেদিকেই ধাবমান। কিন্তু ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খুঁদ-কুড়া চাঁটা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিমনা কিছু বুদ্ধিজীবীদের প্রহরায় ইসলামী সংস্কৃতি হারিয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের মূল থিম থেকে জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত। অন্যদিকে অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস দেশের সহজ-সরল মানুষদেরকে অক্টোপাসের ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে ও সাক্ষাৎ ধ্বংসের মুখে নিপতিত করেছে।

তথাকথিত আধুনিকতা, অপসংস্কৃতি ও সভ্যতা নামের অন্ধকার বেড়াজালে বন্দী মুসলিম জাতি আজ হতাশাগ্রস্ত ও স্তম্ভিত। মুসলিম জাতি হারিয়েছে গৌরবান্বিত ঐতিহ্য, নিঃশেষ হয়েছে তাদের উন্নত সংস্কৃতি। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনের হিংস্র থাবা মুসলিম জাতির সামনে পুঁজিবাদের টোপ ফেলে ধনীকে আরো ধনী এবং গরীবকে আরো গরীব বানানোর সুদূরপ্রসারী জালে আটকে ফেলেছে, তেমনি সাংস্কৃতিক

* ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আগ্রাসনের বিধ্বংসী হুংকার মুসলিম জাতিকে করেছে পর্যুদস্ত, নির্লিপ্ত ও পরনির্ভরশীল। পুঁজিবাদের ব্যাঘ্র হুংকারে পরনির্ভরশীল বা ঋণের জালে আটকে পড়ে আইএমএফ বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি বিশ্ব শকুনদের হাতে বন্দী হয়েছে। তেমনি সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ঈর্ষান্বিত গৌরব, ঐতিহ্য ও নির্মল চরিত্র হয়েছে কলুষিত। ডাঃ লুৎফর রহমান বলেছেন যে, 'কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চাইলে সে জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আগে ধ্বংস কর'। অন্যদিকে ইহুদী পণ্ডিতদের প্রোটকলে লেখা রয়েছে, 'সর্বত্র আমাদের নিজেদের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈতিক চরিত্রে ব্যাপক ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে'।[৬৪]

তাইতো প্রগতিবাদীরা মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য তাদের উন্নত সংস্কৃতি ও নৈতিক চরিত্রে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে নীরব বিপ্লব ঘটাচ্ছে। তাদের এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংস্কৃতির নোংরা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে কিছু মুসলিম নামধারী এদেশীয় দোসর, তল্পিবাহক ও ক্রীড়নকদের। যা আমরা বিভিন্ন লেখকের লেখায় দেখতে পাই। শামসুর রহমান তার কবিতায় মুয়াযযিনের আযানের ধ্বনীকে বেশ্যাদের খদ্দের আহ্বানের সমতুল্য বলেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)।[৬৫] দাউদ হায়দার তার 'চোখেমুখে রাজনীতি' নামক কবিতায় 'মুহাম্মাদ তুখোড় বদমাইশ' বলেছেন।[৬৬] তাহাজ্জুদের ছালাত পড়ার কারণে তসলীমা নাসরিন তার আপন গর্ভধারিণী মাকেও কঠোর ভাষায় গালাগালি করেন।[৬৭] উপরোক্ত প্রেক্ষাপট সামনে রেখে বলা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিবাদীদের সংস্কৃতির নামে মুসলিম আক্বীদা-বিরোধী ও চরিত্রহননকারী অপসংস্কৃতির মায়াজালে বন্দী হয়ে মুসলিম সংস্কৃতি তার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। কিন্তু হতভাগা মুসলিম জাতির এখনও নিদ্রা ভাঙ্গেনি।

বলাবাহুল্য, সম্প্রতি পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ থিংকট্যাঙ্কের (২০০৭) দেড়শতাধিক পৃষ্ঠার রিপোর্ট অনুসারে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পার্টনার মুসলমানদের মধ্যে চারটি দলের নাম উল্লেখ করে শেষে তাদের পোষ্য কিছু মুসলিম নামধারী লোকদের নামের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। যারা তাদের মতে অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে

---

৬৪. *সাইয়িদ কুতুব, বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত, অনুবাদ: মাওলানা আব্দুর রহীম (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২), পৃঃ ২৩২।*
৬৫. *হারুনুর রশীদ, খোলা চিঠি (ঢাকা: ইতিহাস পরিষদ, জুন ১৯৯৩), পৃঃ ৯।*
৬৬. *ঐ।*
৬৭. *ঐ।*

ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান করে। আহ্বানকারী হিসাবে যে বার (১২) জনের তালিকা দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে তসলীমা নাসরিন, সালমান রুশদী, মরিয়ম নামাজী, মেহেদী মুযাফফরী, আইয়ান হিরসী আলী প্রমুখ রয়েছে।[৬৮]

মানুষের জীবন সূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হল যৌবন (১৬-৪০ বছর) কাল। আর বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুবক। সত্তর দশক থেকে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের যুবসমাজের জ্যামিতিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালে ২৩.১৯%; ১৯৭৪ সালে ২০.০০%; ১৯৮১ সালে ২৪.৫০% এবং ১৯৯১ সালে ৩০.২০% যুবক ছিল যাদের বয়স ১৬-৪০ বছরের মধ্যে।[৬৯] বর্তমানে বাংলাদেশে যুবকদের সংখ্যা প্রায় ৩৬ মিলিয়ন। যার মধ্যে ২৬ মিলিয়ন গ্রামে বাস করে এবং ১০ মিলিয়ন শহরে বাস করে। এদেশে বেকার যুবকের সংখ্যা ১২ মিলিয়ন। আর শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা ২২ মিলিয়ন। বর্তমানে যুবকদের মধ্যে ৭৮.২৫% যুবক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে।[৭০]

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ঢাকা শহরের বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যুবক ৬০% এবং যুবতী ৫০% নেশাগ্রস্ত। যাদের বয়স ১৫-৩০ বছরের মধ্যে। দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রের সাম্প্রতিক জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, নেশাগ্রস্ত ও অবৈধ চোরাচালান ব্যবসার সাথে জড়িত শতকরা ৯০ জন তরুণ-তরুণী, বস্তিবাসী ও কর্মসংস্থানহীন।

উপরোক্ত চিত্র থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, দেশের মোট জনসংখ্যার বৃহদাংশ আজ অপসংস্কৃতির মরণ থাবার খোরাকে পরিণত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণহীন পরিবার, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পিতা-মাতার অসচেতনতা, সমাজ সংস্কার মুক্ত চিন্তাধারা, দারিদ্রের হিংস্র ছোবল, খাম-খেয়ালিপনা সর্বোপরি বিদেশী অপসংস্কৃতি উক্ত করুণ পরিণতির জন্য মূলত দায়ী।

আজ দেশের দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালেই দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্থানে খুন-রাহাজানী, ধর্ষণ-চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস, এসিড নিক্ষেপ প্রভৃতি লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক ঘটনার অবতারণা হচ্ছে। পুত্রের হাতে পিতা নৃশংস ও নির্মম মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, প্রেমের মোহে কঠিন ভালবাসার আবেগে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ও যৌতুকের ফাঁদে আটকে পড়ে; পরকীয়া প্রেমের হিংস্র ছোবলে দংশিতা যুবতীর লাশ বার বার আঘাত হানে বিবেকের দরজায়; এ্যাকশনী ফিল্মের প্রভাবে আজ ছোট্ট শিশু প্রাণ হারাচ্ছে তারই বন্ধুদের হাতে। সারারাত উপর্যুপরী ধর্ষণের শিকার হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে অসাবধান রমণী। স্বামীর সামনে সন্ত্রাসীরা সারারাত পালাক্রমে ধর্ষণ করে হত্যা করছে গার্মেন্টস যুবতীকে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে এসিড নিক্ষেপে ঝলসে দিচ্ছে তরুণীর মিষ্টি চেহারা। এরকম হাযারো সন্ত্রাস চলছে দেশে। তাছাড়া সন্ত্রাসের জয়জয়কার চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাও। সেখানে দলীয়করণ ও শিক্ষা বাণিজ্যকরণের মাধ্যমে পরস্পর সংঘর্ষে মৃত লাশ হয়ে ফিরছে অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্বোচ্চ জ্ঞানকেন্দ্রে ছাত্রীরাও জড়িয়ে পড়ছে নেশার জগতে। আর নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য পেশা হিসাবে বেছে নিচ্ছে গণিকাবৃত্তিকে। যুবসমাজের অবক্ষয়ের জন্য এর চেয়ে ভয়াবহ আর কি হ'তে পারে?

উপরোক্ত পরিস্থিতি অবলোকন করে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি সত্যিই তার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেশ এখন ক্রমান্বয়ে রসাতলে যাচ্ছে। ফলে বিবেক পরাহত, চিন্তাশক্তি নিষ্ক্রিয়, পরিবেশ দূষিত, মানবতা স্তম্ভিত। সর্বোপরি দেশের আপামর জনসাধারণ অপসংস্কৃতির অক্টোপাশে জড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে এখন সত্যের অমোঘ বাণী হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় টিভি চ্যানেল, স্যাটেলাইট, টেলিফোন, মোবাইল প্রভৃতি সহ ইন্টারনেট, কম্পিউটারের মত বিস্ময়কর আবিষ্কার বর্তমান আধুনিকতা ও সভ্যতার জীয়ন কাঠিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। যার নেগেটিভ ও পজেটিভ দু'টি দিকই রয়েছে। আধুনিকতার উৎসাহে ও সংস্কৃতির উদ্দীপনায় অধিকাংশ যুবক নেগেটিভ বা খারাপ দিক সমূহ পিপাসার্ত পাখির ন্যায় গোগ্রাসে গিলছে প্রতিনিয়ত। যার কারণে সাক্ষাৎ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে যুবসমাজ আর বিলীন হয়ে যাচ্ছে জাতির শক্তি ও নিজস্ব সংস্কৃতি।

আজকাল রাস্তা-ঘাটে, শহর-বন্দরে, বাসে-ট্রেনে, লঞ্চ-স্টীমারে আরোহণ করলেই কানে ভেসে আসে নোংরা ও অশ্লীল গান-বাজনার আওয়ায। তরুণ-তরুণীদের হাতে শোভা পাচ্ছে বিকট আওয়াযের গানের রেকর্ডধারী মোবাইল। পিতা-মাতার অগোচরে সন্তানরা গভীর রাত পর্যন্ত মোবাইলের মাধ্যমে প্রেমের আলাপচারিতা ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ছায়াছবি ও ব্লু ফিল্মের নগ্ন ছবি দর্শনে জীবনপাত করছে।

৬৮. *সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ১২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮।*
৬৯. *তরুণ তোমার জন্য (ওয়ামী মে ২০০৪), পৃঃ ৫৯।*
৭০. *ঐ।*

তরুণ সমাজ কেন আজ এ পথে? কেন দৃঢ়চিত্ত সত্ত্বেও আদর্শ পথ থেকে তারা পদস্খলিত? কেন যৌবনের শক্তিমত্তা আজ অন্যায়-অপরাধমূলক কাজে ব্যয় হচ্ছে? কে এর জন্য দায়ী? কারা এদের পিছনে মদদ দিচ্ছে? কে তাদের লালন করছে? কী তাদের পরিচয়? তাদের শক্তি কি?

সাম্রাজ্যবাদ-ইহুদীবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের চালু করা মুসলিম আক্বীদা ও আখলাক বিরোধী সংস্কৃতির নামে হাযারো অপসংস্কৃতির শৃঙ্খলে বন্দী দেশের যুবসমাজ।

মূর্তি ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি :

মূর্তি ও ভাস্কর্য মূলতঃ বর্বরতা ও অন্ধকার যুগের একটি বস্তাপচা সংস্কৃতি। যার ধারাবাহিকতা আধুনিকতার চমকে ডিজিটাল সেক্যুলারবাদীদের মাঝে প্রত্যক্ষ ও সুদৃঢ়ভাবে বিদ্যমান। মূর্তি ও ভাস্কর্যের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। তৎকালীন সময়ে মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ হ'ত পাথর, মাটি বা কোন ধাতব বস্তু খোদাই করে। বর্তমানে উল্লিখিত উপাদান ছাড়াও আধুনিক নানা ধরনের রঙ্গিন উপাদান দিয়ে তৈরী হচ্ছে। সে যুগে মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরী করা হ'ত উপাসনা, আরাধনা করতে। নযর-নেয়াজ পেশ করে, মনের আকাঙ্খিত বিষয় চাইতে। বর্তমানে এ সমস্ত কার্যাবলীর চেয়ে আরও ভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। যা দেখে শুধুই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। আর এ সমস্ত কাজের শীর্ষে রয়েছে দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। আর এই শিরকের মত জঘন্য অপরাধমূলক কাজে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে দেশের যুবসমাজ। অথচ তা সম্পূর্ণ কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী। ইসলাম এ ব্যাপারে পরিষ্কার বক্তব্য ও মর্মন্তুদ শাস্তির কথা বর্ণনা করেছে। ছবি-মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেন, 'যখনই কোন মূর্তি দেখবে, তা ভেঙ্গে টুকরো না করে ছাড়বে না'।[৭১] মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গৃহে প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন জিনিসই রাখতেন না। দেখলেই ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিতেন।[৭২] আর মূর্তি নির্মাণ ও তাকে সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা করা জঘন্যতম শিরক। আর শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনও ক্ষমা করেন না *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*।

পরিতাপের বিষয় হ'ল, পূর্বযুগের মূর্তিপূজারীদের ন্যায় বর্তমানে কিছু নামধারী সেক্যুলার মুসলমান কর্তৃক মূর্তি, ভাস্কর্য বা মৃত ব্যক্তির স্মরণে পাথর নির্মিত পিলারের সামনে দাঁড়িয়ে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করাতে যেমন অপসংস্কৃতির বিজয় সাধিত হচ্ছে, তেমনি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের কারণে হাযার হাযার টাকা ব্যয় হচ্ছে। যা দিয়ে দুর্দশা দূর হ'ত বহু গরীব পরিবারের।

ভ্যালেন্টাইন সংস্কৃতি :

ভ্যাল্টোইন ডে বা ভালবাসা দিবস পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। যা উদ্দাম নৃত্য, সীমাহীন আনন্দ-উল্লাস, তরুণ-তরুণীদের উষ্ণ আলিঙ্গন, আর জমকালো নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়। বস্ত্রহীন দেহ, অসুস্থ মানসিকতা আর যৌন উত্তেজনার চূড়ান্ত পর্যায়ের নগ্ন দৃশ্যাবলীর বহিঃপ্রকাশ পরের দিন দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রথম পৃষ্ঠায় ঘটা করে প্রকাশ করা হয়। যেন বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটাই দেশীয় সংস্কৃতি।

'ডে' বা দিবস সংস্কৃতি :

তথ্য-প্রযুক্তির ও বিশ্বায়নের এই যুগে মানুষ তার প্রিয় দিন, স্মরণীয় ঘটনা, মৃত্যুদিন, জন্মদিন ইত্যাদি স্মরণীয় করে রাখার জন্য মহা ধুমধাম আর জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যার অনেক কিছু রাষ্ট্রীয় খরচে পালিত হয়। এভাবে সুবর্ণজয়ন্তী, রজত জয়ন্তী, ঢাকা দিবস, মা দিবস, নারী দিবস, পোলিও দিবস, ক্যান্সার দিবস প্রভৃতি দিবস আর দিবস। মনে হয় যেন দিবসীয় সংস্কৃতির ভারে বিশ্বের ছোট্ট ব-দ্বীপটি ভারাক্রান্ত। আর এই দিবস পালন করার জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে, যা দেশের সাধারণ নিকট থেকে ট্যাক্সের নামে আদায় করা হয়! এমনকি এ দিন সরকারী ছুটিও ঘোষণা করা হয়। যেখানে একদিন উৎপাদন কারখানা বন্ধ থাকলে কোটি কোটি টাকা লোকসান হয় সেখানে অপ্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বাস্তবায়নেও বিশ্ব মোড়লদের সন্তুষ্টি কামনার্থে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত হচ্ছে ঐসব অনুষ্ঠান। যার চূড়ান্ত খোরাকে পরিণত হয়েছে দেশের যুবশক্তি। অপরপক্ষে ইসলামে দিবস পালন করার কোন স্থান নেই। অতএব মুসলিম হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ইসলামী জীবন-যাপন করা আশু যরূরী।

ফ্যাশন ও বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি :

বিংশ শতাব্দীর শেষের দশক থেকে মডেলিং, ফ্যাশন ও বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে। দেশে চলমান সরকারী ও বে-সরকারী টিভি চ্যানেলগুলোতে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় তা দেশের কোমলমতি ও উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদের হৃদয়-মনকে আকর্ষণ করছে। একজন মহিলার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হ'ল তাঁর ইযযত-আবরু। অথচ তাকে উপজীব্য করে বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজ ও বিজ্ঞাপন নির্মাতা সংস্থা মহিলাদের নগ্ন-অর্ধনগ্ন করে

৭১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬।*
৭২. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯১; ঐ বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৯২।*

জনসম্মুখে উপস্থাপন করছে। যাতে যুবচরিত্র ধ্বংস হচ্ছে, জড়িয়ে পড়ছে নানা অশ্লীলতায়।

উপসংহার :

লর্ড মেকলে ১৯৩৬ সালে বলেছিলেন, We must at present do our best to form a class, who may be interpriters between us and millions. Whom we govern a class of persons. Indian in blood and colour, but English in taste, in openion, in moral and in intellect. 'বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা হবে, এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা, যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করতে পারে। এরা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু মেযাজে, মতামতে, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'।

বর্তমান সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে আমরা যেন সেদিকেই ধাবিত হচ্ছি। এ ব্যাপারে আমাদের সজাগ হ'তে হবে। হে যুবক! তুমি কি জান? তুমি কোন জাতির বংশধর? তুমি কি জান পৃথিবীর মানচিত্রের প্রথম আর্কিটেক্ট কে? ইউরোপের গর্বিত বিজ্ঞান ও সভ্যতার উৎকর্ষতার পিছনে কাদের অবদান? আধুনিক চিকিৎসার প্রথম আবিষ্কারক কোন বংশধরের মানুষ ছিলেন? তারা তো আর কেউ নয়, তারা হ'ল মুসলিম জাতি। সে জাতির মাঝে আবু বকর (রাঃ)-এর মতো যেমন ন্যায়পরায়ণ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনি ভারতগুরু শাহ ওলীউল্লাহ ও ২২২ খানা গ্রন্থের প্রণেতা নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ)-এর মতো জন্ম হয়েছে তোমারই বংশে! যে জাতির অঙ্গুলি হেলনে প্রবল পরাক্রান্ত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের রাজ মুকুট খসে গেছে। সেই একই জাতির মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম বুখারী, মুসলিমের মত শত সহস্র ও ফক্বীহ মুহাদ্দিছ জন্ম হয়েছিল।

হে যুবক! তুমি কি জান! তোমার শরীরে মহাবীর ওমর, আলী, হামযা, খালিদ বিন ওয়ালীদ, তারিক বিন যিয়াদ, মূসা বিন নুসায়ের, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীর আপোষহীন তেজদীপ্ত খুন প্রবাহিত! তাহ'লে তুমি কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

এরূপ ঈর্ষান্বিত ক্ষমতা, গৌরবান্বিত ঐতিহ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিগ্বিজয়ী ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও কেন ইসলামী সংস্কৃতি থেকে অপসংস্কৃতির দুর্গন্ধযুক্ত ড্রেনে নিজেকে নিক্ষেপ করেছ? কেন আজ ইহুদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ক্রীড়নক হয়ে তাদের গোলামে পরিণত হয়েছ? এর জবাব কে দিবে হে মুসলিম জাতির অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী! তুমি না আল্লাহ্‌র বান্দা, তারই গোলাম, তুমি না দুনিয়া কাঁপানো শ্লোগান 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' স্বীকৃতিদাতা মুসলমান? তাহ'লে কেন তোমার এই বেহাল দশা?

অতএব হে অবুঝ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিমনা ভাই ও বোনেরা! সময় থাকতে সময়ের মূল্যায়ন কর। যাবতীয় অপসংস্কৃতির বেড়াজাল মুক্ত হয়ে এগিয়ে চল জান্নাতের পানে। জান্নাতুল ফেরদাউস তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হে যুবক! তোমার প্রতি ফোঁটা রক্ত আল্লাহ্‌র দেয়া পবিত্র আমানত। আর তা ব্যয় করতে হবে নির্ভেজাল তাওহীদের পথে। গৌরবান্বিত ঐতিহ্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা ও স্থায়িত্ব দেওয়ার মানসে সর্বোপরি পরকালীন মুক্তির স্বার্থে দল-মত ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় আবারও দৃঢ় পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে সামনে অগ্রসর হই। তাহ'লে দেশ থেকে অপসংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হবে। মুসলিম সংস্কৃতি জাগ্রত হবে। ইসলামী ঐতিহ্য ফিরে আসবে। যদি যুবসমাজ তাদের তেজদীপ্ত শক্তিমত্তা কাজে লাগায়, তাহ'লে ইসলামী খেলাফতের পথ সুগম হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

চিকিৎসা জগত

অ্যাপেনডিসাইটিস

তলপেটে হঠাৎ করে ব্যথা উঠলেই সেটা অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা নয়। পেটে ব্যথা অ্যাপেনডিসাইটিস ছাড়াও বহুবিধ কারণে হ'তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের মাধ্যমেও পেটের ব্যথা থেকে নিরাময় হওয়া যায়। অ্যাপেনডিক্স হচ্ছে ছোট নলাকার একটি অঙ্গ যা বৃহদন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। লম্বায় ২-২০ সে.মি.। কোন কারণে অ্যাপেনডিক্সের মধ্যে ইনফেকশন হ'লে এটি ফুলে যায়, প্রদাহ হয়, তখন একে বলা হয় অ্যাপেনডিসাইটিস।

উপসর্গ : সাধারণত প্রথমে নাভির চারপাশে ব্যথা অনুভূত হয় এবং কয়েক ঘণ্টা পর ব্যথাটা তলপেটের ডান পাশে চলে আসে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে পেটের অন্য অংশেও ব্যথা হ'তে পারে। (১) বমি বমি ভাব হ'তে পারে (২) বমিও হ'তে পারে (৩) অরুচি হ'তে পারে (৪) পাতলা পায়খানা হ'তে পারে এবং (৫) জ্বর হ'তে পারে। এ রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হ'তে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের রোগীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বেশী যরূরী।

অ্যাপেনডিসাইটিস নির্ণয়ে সহায়ক হ'তে পারে। তবে এ রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকের অভিজ্ঞতাই গুরুত্বপূর্ণ। পেটের ডান দিকে নিচের অংশে অনেক কারণে ব্যথা হ'তে পারে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। তাই এ রোগে অপারেশনের আগে চিকিৎসককে অবশ্যই অন্য কারণগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। তবে অ্যাপেনডিসাইটিস হ'লে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন। কারও অ্যাপেনডিসাইটিস হ'লে যদি অপারেশন করা না হয় তাহ'লে অ্যাপেনডিক্স ছিদ্র হয়ে যেতে পারে, ইনফেকশন পুরো পেটে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং জীবন বিপন্ন হ'তে পারে।

কোলেস্টেরল কমাতে ব্যায়াম

কোলেস্টেরল বা রক্তে চর্বি নিয়ে ভাবেন না এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কোলেস্টেরল সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই কম। কোলেস্টেরল বলতে টোটাল কোলেস্টেরল, এইচডিএল (হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন) বা ভাল কোলেস্টেরল এলডিএ'র (লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন) বা মন্দ কোলেস্টেরল এবং টিজি (ট্রাইগ্লিসারাইড) বোঝায়। সাধারণত কম চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া, মিষ্টি ও দুগ্ধজাত খাবার পরিহার অথবা কম খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করলে সার্বিকভাবে রক্তের কোলেস্টেরল কমানো যায়। ভাল কোলেস্টেরল এইচডিএল হার্টের রক্তনালীতে চর্বি জমতে বাধা দেয় এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। অন্যদিকে এলডিএল বা মন্দ কোলেস্টেরল হার্টের রক্তনালীতে জমে হার্টে ব্লক সৃষ্টি করে। ফলে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভাল কোলেস্টেরল রক্তে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম থাকে। এই অতি প্রয়োজনীয় কোলেস্টেরল বাড়ানোর তেমন কোন ওষুধ নেই। তবে নিয়মিত ব্যায়াম করলে রক্তের ভাল কোলেস্টেরল যেমন বাড়ে, তেমনি মন্দ বা ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করা উচিত।

শিশুর জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হ'লে

সব শিশুই কমবেশী জ্বরে ভুগে থাকে। কিন্তু জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হ'লে শিশুর বাবা-মার দুশ্চিন্তার মাত্রা বেড়ে যায়। করণীয় নির্ধারণ করতে পারেন না। জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হ'লে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। চিকিৎসা পরিভাষায় জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হ'লে সে অবস্থাকে বলে 'ফেবরাইল কনভালশন'। সাধারণত জ্বরের প্রথম দিনেই খিঁচুনি হ'তে দেখা যায়। চার মাস থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। শিশুর বয়স যখন ১৮ মাস হয়, তখন জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি সমস্যাটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এছাড়া মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের এ সমস্যাটি বেশী হয়ে থাকে। সাধারণত শরীরের তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা এর বেশী হয়ে থাকে। জ্বরের শুরুতেই খিঁচুনি হয়ে থাকে এবং খিঁচুনি ১০ থেকে ১৫ মিনিটের বেশী থাকে না। পরিবারে এ রোগের ইতিহাস থাকলে অর্থাৎ পরিবারের অন্য কেউ শৈশবে এ রোগে ভুগে থাকলে সেই পরিবারের শিশুদের এ সমস্যাটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হ'লে সাধারণত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়:

- শিশুর দাঁতে দাঁত লেগে যায়।
- মুখ দিয়ে ফেনা বের হ'তে পারে।
- চোখ স্থির হয়ে থাকে।
- হাতে-পায়ে বার বার খিঁচুনি হ'তে থাকে।
- কখনো কখনো শিশু সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতে পারে।
- সংজ্ঞাহীন অবস্থা ৫ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হ'তে পারে।

জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হওয়ার কারণ:

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, নিম্নলিখিত কারণে এ সমস্যাটি হয়ে থাকে:

- শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের প্রদাহ, যেমন- টনসিলাইটিস, আটাইটিস মিডিয়া।
- প্রস্রাবের রাস্তায় প্রদাহ।
- নিউমোনিয়া।
- গ্যাসট্রো এন্টেরাইটিস বা পেটের অসুখ ইত্যাদি।

এক কথায় বললে এ ধরনের সমস্যায় শিশুকে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসক দেখানো উচিত।

[সংকলিত]

ক্ষেত-খামার

ভাসমান সবজি বাগান

কচুরিপানাকে জৈব সার এবং বেড হিসাবে কাজে লাগিয়ে ভাসমান সবজি চাষ চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জৈব সারের উপর নির্ভর করে কৃষকদের আবাদ করা লাউ, কুমড়া, শিম, করলা, পেঁপে উৎকৃষ্টমানের হওয়ায় এ সবজির চারা চাঁদপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী যেলা লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লার চাষীদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলে দিন দিন চাহিদা বৃদ্ধির কারণে উপযেলার সোভান গ্রাম থেকে শুরু হওয়া ভাসমান সবজি চাষ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে ফরিদগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায়। মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস ভাসমান সবজি চাষের উৎকৃষ্ট সময়। এক ফসলি জমি যেগুলো নদীর কাছাকাছি রয়েছে এমন জমি ভাসমান সবজি চাষের জন্য নির্বাচন করে কৃষকরা।

বিএডিসি ও বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষকরা উন্নতমানের বীজ সংগ্রহ করে এবং বীজতলা তৈরির জন্য নদী থেকে কচুরিপানা সংগ্রহ করে বাড়ির মধ্যে এনে পচিয়ে মণ্ড তৈরি করে। পরে এসব তৈরী করা মণ্ডপ্রতি ২/৩টি বীজ বপন করে। কৃষকরা জানায়, মণ্ড তৈরীর সময় নামমাত্র সারের প্রয়োজন। বীজের অঙ্কুরোদগম পর্যন্ত বাড়ির মধ্যে রেখেই পরিচর্যা করা হয়।

কৃষকরা নদীর পাশের এক ফসলি পরিত্যক্ত জমিতে কচুরিপানা স্তূপ করে ভাসমান বেড তৈরী করে। পরে অঙ্কুরিত বীজ এসব বেডে সারিবদ্ধভাবে রোপণ করা হয়। লাউ, কুমড়া, শিম, করলা, পেঁপে, আগাম ফুলকপি, বাঁধাকপি চারার পাশাপাশি কৃষকরা এ সময় বিভিন্ন শাক চাষ করে, যা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে।

অন্যদিকে চারা বিক্রির পর বেডে পরিত্যক্ত হিসাবে থেকে যাওয়া কচুরিপানার অংশ জৈবসার হিসাবে কৃষকরা আমন ফসলে ব্যবহার করছে বা পার্শ্ববর্তী অন্য কৃষকের কাছে বিক্রি করছে। এতে রাসায়নিক সারের উপর চাপ কমছে বলে কৃষকরা জানিয়েছেন। একই অভিমত স্থানীয় কৃষি অধিদফতরের। টুবগী ও সোভান গ্রামের কৃষক নযরুল এবং বাবুল জানায়, মাত্র ১৭ শতক জমিতে ভাসমান পদ্ধতিতে লাউ, শিম, কুমড়ার চারা ও সবজি চাষ করতে তাদের ব্যয় হয় ত্রিশ হাযার টাকা। তিন মাসে শুধু চারা বিক্রি করে তারা ৬০ হাযার টাকা আয় করেন। পাশাপাশি চাষ করা শাক বিক্রি করে আরও ৫০ হাযার টাকা আয় হয় তাদের।

উৎপাদিত এসব চারা প্রতি ১০০টি স্থানীয়ভাবে কৃষকরা ১৫০ থেকে ২০০ টাকায় বিক্রি করলেও চারা পাইকারি ক্রেতারা এগুলো চাঁদপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী যেলা লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লায় নিয়ে চাষীদের কাছে চারাপ্রতি ৪/৫ টাকা হারে বিক্রি করে। চারাগুলো উৎকৃষ্টমানের হওয়ায় দিনদিনই এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চারা নিতে প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রেতারা ভিড় করছে ফরিদগঞ্জে।

গরু মোটাতাজাকরণ

বয়সের ওপর ভিত্তি করে সাধারণত ৩ মাসের মধ্যে গরু মোটাতাজাকরণ করা যায়। অনেক সময় ৪-৬ মাসও লাগতে পারে। গরু মোটাতাজাকরণের জন্য সুবিধাজনক সময় হচ্ছে বর্ষা এবং শরৎকাল, যখন প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়। চাহিদার উপর ভিত্তি করে কুরবানী ঈদের কিছুদিন আগে থেকে গরুকে উন্নত খাদ্য ও ব্যবস্থাপনা দিয়ে মোটাতাজাকরণ লাভজনক।

খামার স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুষ্ক ও উঁচু জায়গা হ'তে হবে, যাতে খামার প্রাঙ্গণে পানি না জমে থাকে। খোলামেলা ও প্রচুর আলো-বাতাসের সুযোগ থাকতে হবে। খামারে কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের জন্য যোগাযোগ সুবিধা থাকতে হবে। পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকতে হবে। সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেমন- পনি, মলমূত্র, আবর্জনা ইত্যাদি। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হ'লে সম্প্রসারণের সুযোগ থাকতে হবে। দেশীয় গরু মোটাতাজাকরণ অধিক লাভজনক। ২-২.৫ বছরের গরুর শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠন মোটাতাজাকরণের জন্য বেশী ভাল। এঁড়ে বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধির হার বকনা বাছুরের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। তবে বাছুরের বুক চওড়া ও ভরাট, পেট চ্যাপ্টা ও বুকের সঙ্গে সমান্তরাল, মাথা ছোট ও কপাল প্রশস্ত, চোখ উজ্জ্বল ও ভিজা ভিজা, পা খাটো প্রকৃতির ও হাড়ের জোড়াগুলো স্ফীত, পাজর প্রশস্ত ও বিস্তৃত, শিরদাঁড়া সোজা হ'তে হবে। গরুর বাসস্থান তৈরির জন্য খোলামেলা উঁচু জায়গায় গরুর ঘর তৈরী, একটি গরুর জন্য মাপ হ'তে হবে কমপক্ষে ৩০-৩৫ বর্গফুট, ভিটাতে ১ ফুট মাটি উঁচু করে এর উপর ১ ফুট বালি দিয়ে ইট বিছিয়ে মেঝে মসৃণ করার জন্য সিমেন্ট, বালু ও ইটের গুঁড়া দিতে হবে, গরুর সামনের দিকে চাড়ি এবং পেছনের দিকে বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য নালা তৈরী করতে হবে, বাঁশের খুঁটি দিয়ে বেঁধে উপরে ধাড়ি অথবা খড় ও পলিথিন দিয়ে চালা দিতে হবে, ঘরের পাশে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে হবে, পাশাপাশি দাঁড়ানো গরুকে বাঁশ দিয়ে আলাদা করতে হবে যাতে একে অপরকে গুঁতো মারতে না পারে, ঘরের চারপাশ চটের পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে অতি বৃষ্টি, অধিক ঠাণ্ডার সময় ব্যবহার করা যায়।

খাদ্যে মোট খরচের প্রায় ৬০-৭০ ভাগ ব্যয় হয়। তাই স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য দ্বারা খরচ কমানো সম্ভব। এজন্য গরু মোটাতাজাকরণের একটি সুষম খাদ্য তালিকা নীচে দেয়া হ'ল- (ক) **শুকনো খড় :** দুই বছরের গরুর জন্য দৈহিক ওযনের শতকরা ৩ ভাগ এবং এর অধিক বয়সের গরুর জন্য শতকরা ২ ভাগ শুকনো খড় ২-৩ ইঞ্চি করে কেটে এক রাত লালীগুড়/চিটাগুড় মিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে প্রতিদিন সরবরাহ করতে হবে। পানি : চিটাগুড়= ২০: ১। (খ) **কাঁচা ঘাস :** প্রতিদিন ৬-৮ কেজি তাজা ঘাস বা শস্যজাতীয় তাজা ঘাস বা শস্যজাতীয় তাজা উদ্ভিদের উপজাত দ্রব্য যেমন- নেপিয়ার, পারা, জার্মান, দেশজ মাটি কালাই খেসারি, দুর্বা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। (গ) **দানাদার খাদ্য :** প্রতিদিন কমপক্ষে ১-২ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। নীচে ১০০ কেজি দানাদার খাদ্য তালিকা দেয়া হ'ল: ১. গম ভাঙ্গা/গমের ভুসি- ৪০ কেজি; ২. চালের কুঁড়া ২৩.৫ কেজি; ৩. খেসারি বা যে কোন ডালের ভুসি- ১৫ কেজি; ৪. তিলের খৈল/সরিষার খৈল-২০ কেজি; ৫. লবণ-১.৫ কেজি।

উল্লিখিত তালিকা ছাড়াও বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন মিনারেল মিশ্রণ ১ ভাগ হারে খাওয়াতে হবে। তাছাড়াও বিভিন্ন রকমের ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি হচ্ছে ৩৯ ভাগ চিটাগুড়, ২০ ভাগ গমের ভুসি, ২০ ভাগ ধানের কুঁড়া, ১০ ভাগ ইউরিয়া, ৬ ভাগ চুন ও ৫ ভাগ লবণের মিশ্রণ। *[সংকলিত]*

কবিতা

কুরবানী

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ও তুই কুরবানী দে, কুরবানী দে
তোর প্রিয় পশুর আগে তোর মনের পশুরে,
আজ তুই জয় করে নে সবার সাথে
লোভ, অহংকার, দম্ভসহ সকল অসুরে॥
তোর ধন-দৌলত আর বালাখানা
তোকে করেছে অন্ধ, করেছে দিওয়ানা,
তোর মনের মাঝে এই পশু পোষে
কেমনে দাঁড়াবে সেদিন, কোন্ কসুরে?
তুই বড় দামী পশু কুরবানী দিয়ে
দিবা স্বপ্নে রইলি বিভোর তৃপ্তি নিয়ে,
তোর বিলাস-ব্যসন আরাম-আয়েশ
তোকে রেখে দিল আজও কোন্ তিমিরে?
আজ কুরবানীর সেই সে শিক্ষা নিয়ে
ত্যাগ-তিতিক্ষার পেয়ালা নে রে পিয়ে,
আবার জয় কর তুই বিশ্ব নিখিল
তোর সাম্য-মৈত্রী ভালবাসার তরবারী ধরে॥

ঢাকা শহর

-মাহফূযুর রহমান আখন্দ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সন্ধ্যা রাতে ঘড়ির কাঁটা
বসল যখন ঠিক সাতে,
ফিরব বাসায় কলেজ গেটে
রমনা থেকে রিকশাতে।
দেখে গাড়ির জাম
ছুটলো গাঁয়ে ঘাম
ঘণ্টাখানেক থেমে
রিকশা থেকে নেমে।
হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম
মটর ছোলা খাচ্ছিলাম
শব্দ তালে নাচ্ছিলাম
ভীষণ মজা পাচ্ছিলাম।
পা-ই হ'ল চাকা
এইতো শহর ঢাকা।

আলো

-আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

ফুঁ দিয়ে নেভাতে চায় 'নূর' আল্লাহ্র
ওরা কারা চিনে জেনে রাখাটা উচিত
আলো নিভে যাবে নেমে আসবে আঁধার!
দুনিয়ার হয়ে যাবে হি'তে বিপরীত?
কাফির-বাতিল ওরা, ওরা মুশরিক
তাগূত ওরাতো! ওরা আঁধারের জীব
প্যাঁচার মতো ওরা, রাতেই সজীব
ফাড়ে-খোঁড়ে দুনিয়াটা ওরা যে মূষিক!
আলোক! আলোক! এসে ইলাহী আলোক!
ফারাক করে ঐ আলো হক-বাতিলের
দাতা এই আলোকের বিশ্ব পালক
উসতাদ এই আলো সারা নিখিলের।
আলোর মালিক আলো করেন উজালা
যতই ওদের গায়ে ধরাক না জ্বালা।

***

মহামারী

-আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

তোমরা যাদের মানুষ বল
তারা কিন্তু মানুষ নয়,
দানবগুলো মানব সেজে
ঘুরছে তারা দুনিয়ায়।
হারাম হালাল নেইকো তাদের
গরীবের হক চুষে খায়,
ধর্ম-কর্ম চেনে না তো
নেইকো তাদের আল্লাহ্র ভয়।
শাসন করে শোষণ করে
লুটে খেল দেশের মাল,
কালো টাকার প্রাসাদ গড়ে
পেয়ে গেছে মান-সম্মান।
মানুষ দোষী সমাজ দোষী
দোষী দেশের আবহাওয়া,
সূদের টাকা খাচ্ছে লুটে
মুখে বলছে মারহাবা।
শহর-বন্দর দেখলাম ঘুরে
এনজিওদের সূদের ঘর,
দুনিয়াটা জান্নাতের সওগাত
দেখতে যেন মনোহর।
গ্রামে-গঞ্জে চালু হ'ল
সূদের বড় কারবার,
হাযার টাকায় এক মণ ধান
হয় না যেন বছর পার।
কেউবা কাঁদে কেউবা হাসে
করে কেউ আহাজারি,
কেউবা মরে বিষের জ্বালায়
কেউবা দেয় গলায় দড়ি।
শস্য-শ্যামল দেশটা মোদের
সূদে সূদে জরজরি,
সাবধান হওগো মুসলিম জাতি
ঢুকেছে মহামারি।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. আদম, নূহ, ইবরাহীম, ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)।
২. মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও শুকনো ঠনঠনে মাটির দ্বারা সুন্দরতম অবয়বে আল্লাহপাক নিজ দু'হাতে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*।
৩. আদম (আঃ)-এর পাঁজর থেকে।
৪. একথা ভিত্তিহীন ও অলীক কল্পকাহিনী মাত্র। কেননা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সুসভ্য প্রাণী হিসাবে মানুষের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে।
৫. এটি বর্তমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রায় সকলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও ধিকৃত মতবাদ।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১. গুটি পোকার লাভাগুলো রেশমের তন্তু দিয়ে নিজেদের দেহটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে আবৃত করে রাখে। এই আবরণীকে কোকুন বলে।
২. হাইবারনেশান।
৩. কড মাছ।
৪. ভিটামিন 'এ' ও 'ডি'।
৫. উড়ুক্কু মাছ। এদের বক্ষ পাখনাযুক্ত হওয়ায় পানি থেকে লাফিয়ে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত এরা উড়ে যেতে পারে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. ইবলীস কে ছিল এবং তার পরিণাম কি হয়েছিল?
২. শয়তানকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন?
৩. শয়তানের হায়াত কতদিন?
৪. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?
৫. মৃত্যুর পর মানুষের রূহগুলি কোথায় অবস্থান করে?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. সাধারণত ২-৪ বছর বয়সী শিশুদের আমিষের অভাবে কি রোগ হয়?
২. ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট মানব দেহের রোগগুলি কি?
৩. প্রাণী জগতের শর্করা খাদ্যের প্রাথমিক উৎস কি?
৪. ক্রোধ, লজ্জা, নিদ্রা, তাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় কিসের দ্বারা?
৫. ম্যালেরিয়া জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে মানবদেহের রক্তের কোন কণিকায়?

** সংগ্রহেঃ শিহাবুদ্দীন আহমাদ*
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণ

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ৫ আগষ্ট সোমবার : অদ্য সকাল ৬-টায় নন্দলালপুর আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি কুষ্টিয়া (পূর্ব) যেলার উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

চাঁইসারা, বাগমারা, রাজশাহী ২৩ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর চাঁইসারা মাষ্টারপাড়া আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন মুস্তাফীযুর রহমান। একই দিন বাদ মাগরিব চাঁইসারা সরদারপাড়া আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদেও এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর মণিগ্রাম আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাঘা থানা সোনামণির উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হুসাইন -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

হাবাসপুর, বাঘা, রাজশাহী ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর হাবাসপুর আহ'লেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি বাঘা থানার পরিচালক আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন হাবাসপুর শাখার পরিচালক খুরশিদ আলম ও সহ-পরিচালক শরীফুল ইসলাম।

রূপপুর, বাঘা, রাজশাহী ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় রূপপুর ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাঘা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু তালেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন হাবাসপুর শাখার পরিচালক খুরশিদ আলম।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিটিআরসির গুরুত্বপূর্ণ পদে ৬ ভারতীয় কর্মকর্তা

দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 'বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনে'র (বিটিআরসি) গুরুত্বপূর্ণ ৫টি পদে ভারতীয় নাগরিকদের বসানো হয়েছে। এদের মধ্যে ডঃ শৈলেন্দ্র কুমার হাজেলাকে কনসালট্যান্ট টিম লিডার, রাজিব সাক্সেসানাকে পরিচালক টিসিপিএল, জগ মোহন মিশ্রকে রেগুলেটরি স্পেশালিষ্ট, জ্ঞানেন্দ্র ভূষণকে টেলিকম স্পেশালিষ্ট ও মহেশ চাঁদ জৈনকে সাপোর্ট স্টাফ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের ৪ জনের বর্তমান ঠিকানা দেখানো হয়েছে ঢাকার শেরেবাংলা নগরের আইডিবি ভবনের ৭ম তলা। অন্য একজনের ঠিকানা উল্লেখ নেই। আইডি কার্ড ইনফরমেশনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ডঃ শৈলেন্দ্র কুমার হাজেলার স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে দিল্লীর সিভিল লাইনের ৩নং বেলা রোড। রাজিব সাক্সেনার স্থায়ী ঠিকানা ২-বি-৫, আইএআরআই নয়াদিল্লী। জগ মোহন মিশ্রের স্থায়ী ঠিকানা বি-৩০২, হামেনি অ্যাপার্টমেন্ট, সেক্টর-২৩, দোয়ারকা, নয়াদিল্লী। জ্ঞানেন্দ্র ভূষণের স্থায়ী ঠিকানা ডি-১৯৮ দ্বিতীয় তলা, নয়াদিল্লী এবং মহেশ চাঁদ জৈনের স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ রয়েছে আই-৯৩৩, পালাম বিহার, গৌরগাঁও। সরকারী-বেসরকারী টেলিযোগাযোগ, মোবাইল ফোন কোম্পানী ও অপারেট ব্যবস্থা, সাবমেরিন কেবল লাইন, ইন্টারনেট যোগাযযোগ, ই-মেইল যোগাযোগ থেকে শুরু করে সব ধরনের তথ্য-যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হচ্ছে বিটিআরসি। এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে চাকরির সুবাদে ভারতীয় নাগরিকরা সহজেই রাষ্ট্রের গোপন সব তথ্য সংগ্রহ ও পাচার করতে পারবেন।

সমুদ্র সীমানা নির্ধারণে জাতিসংঘে গেল বাংলাদেশ: একটি শুভ পদক্ষেপ

সমুদ্রসীমা নিয়ে ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রতিবেশী দেশ দু'টির রাষ্ট্রদূতকে গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে নিয়ে বাংলাদেশের জাতিসংঘে যাওয়ার বিষয়টি জানানো হয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী জাতিসংঘের মাধ্যমে বিরোধের সালিশ নিষ্পত্তির জন্য দুই রাষ্ট্রদূতকে আর্বিট্রেশন নোটিশ হস্তান্তর করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ দীপুমণি জানান, সালিশের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি দু'দেশের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়াও চলবে। আইন অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে দেশ দু'টিকে নোটিশের জবাব দিতে হবে, অন্যথা আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘের মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি হবে। জবাব দিলেও তা বাংলাদেশের কাছে গ্রহণযোগ্য না হ'লে সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি হবে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল কাজ করবে। এরই মধ্যে এক ব্রিটিশ নাগরিককে আর্বিট্রেটর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ। উপকূল থেকে ২শ' নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সীমানার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ২০১১ সালের জুন মাসের মধ্যে জাতিসংঘে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার দাবির পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণপত্র উপস্থাপন করতে হবে। এরমধ্যে ভারত ও মিয়ানমার জাতিসংঘে সমুদ্রসীমায় তাদের দাবী উপস্থাপন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের দেয়া সালিশ নোটিশে বঙ্গোপসাগরে দু'দেশের দাবী করা সীমায় বাংলাদেশের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিগত ৩৫ বছরের আলোচনায় সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধে কোন ফল লাভ হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী তিনটি দেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে চলমান বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ।

ডিমেও ভেজাল!

বেনজরিক এসিড, জেলি, রাসায়নিক পদার্থ, হলুদ গুঁড়ো ও মোমের মিশ্রণে তৈরী হয় কৃত্রিম ডিম। আর সেই ডিম ভারত ও মিয়ানমার থেকে এখন ঢুকছে দেশের বাজারে। দেখতে হুবহু হাঁস বা মুরগির ডিমের মতো মনে হ'লেও এগুলি নকল ডিম। জানা গেছে, বেনজরিক এসিড, জেল, রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরী হয় কৃত্রিম ডিমের ভেতরের সাদা অংশ। কুসুম তৈরী করা হয় হলুদ গুঁড়ো ও তরল পদার্থের মিশ্রণে। যার সঙ্গে মেশানো হয় মেজিক ওয়াটার। উপরের খোসার অংশটি তৈরী করতে ব্যবহার করা হয় প্যারাফিনযুক্ত মোম। পরে ডাইসের মধ্যে রেখে আগুনের হাল্কা তাপ দিলেই তৈরী হয়ে যায় কৃত্রিম ডিম। এই ডিম ভেজে খাওয়া হ'লে বোঝার কোন উপায় নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে এই ডিম সিদ্ধ হয় না।

দেশে ৬ মাসে খুন ২১০৭

সরকারের প্রথম ৬ মাসে বাংলাদেশে খুনের ঘটনা ঘটেছে ২ হাযার ১০৭টি। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ১২জন করে খুন হয়েছে। এ সময় চুরির ঘটনা ঘটেছে ৬ হাযার ৬০৯টি, ডাকাতি হয়েছে ৪৭৩টি এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১ হাযার ৪৭৯টি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ১২ অক্টোবর জাতীয় সংসদে এ তথ্য দেন।

তামাক ব্যবহারে বছরে ১২ লাখ মানুষ রোগাক্রান্ত; মারা যাচ্ছে ৫৭ হাযার

তামাক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৫৭ হাযার মানুষ মারা যায় এবং ৩ লাখ ৮২ হাযার পঙ্গুত্ব বরণ করে। প্রতিবছর তামাক ব্যবহারের ফলে ১২ লাখ মানুষ ২৮টি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তামাক ব্যবহারে অসুস্থতার জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতিবছর ১০ হাযার কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

দেশে ভূমিহীন পরিবার ৪৪ লাখ ৭৭ হাযার

বাংলাদেশের ২ কোটি ৮৬ লাখ ৬৯ হাযার ৬৬৭ পরিবারের মধ্যে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৪৪ লাখ ৭৬ হাযার ৯০৬টি। শতকরা ১৫ দশমিক ৬২ ভাগ ভূমিহীন। ঢাকা বিভাগে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এ বিভাগে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ১৯ লাখ ১৭ হাযার ৭২১টি। এককভাবেও ঢাকা যেলায়

ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এ যেলায় ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৪১ দশমিক ৭৩ ভাগ।

নিষ্ঠুরতা!

মেয়ে হয়ে জন্ম নেয়ার অপরাধে মাত্র দশ মাসেই নিভে গেল সমাপ্তির জীবনপ্রদীপ। বাবা-মায়ের ঝগড়ার জের ধরে বাবা হৃদয় বৈরাগী (৩৫) ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে স্বীয় মেয়ে পূজা বৈরাগী ওরফে সমাপ্তিকে। গত ১৩ অক্টোবর সকাল ৯-টায় কলাপাড়ার মৎস্য বন্দর মহীপুরের হিন্দুপাড়া এলাকায় এ নির্মম হত্যার ঘটনা ঘটে। জানা যায়, প্রায় আট বছর আগে হৃদয় বৈরাগীর সঙ্গে পূর্ণিমার বিয়ে হয়। গত বছর কন্যা সন্তান হওয়ার পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ শুরু হয়। ঘটনার দিন এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে পাষণ্ড পিতা ঘুমন্ত দশ মাসের শিশুকে ধারালো দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে।

দেশে ডায়রিয়ায় বছরে ৫০ হাযার শিশুর মৃত্যু

দেশে প্রতিবছর ৫০ হাযারের বেশী শিশু ডায়রিয়ায় মারা যায়। সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়ার মাধ্যমে ডায়রিয়াজনিত ৪০ শতাংশের বেশী এবং নিউমোনিয়া সহ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত অসুখ প্রায় ২৫ শতাংশ কমানো সম্ভব। উল্লেখ্য, বিশ্বে প্রতিবছর ৩৫ লাখের বেশী শিশু পাঁচ বছর পূর্ণ করার আগেই মারা যায়। এসব শিশু মৃত্যুর প্রায় ৮৫ শতাংশই ঘটে দক্ষিণ-এশিয়া ও সাব-ছাহারা অঞ্চলে।

বিচার ব্যবস্থার কারণে দুর্নীতি দমন সম্ভব নয়

-দুদক চেয়ারম্যান

বিচার ব্যবস্থার কারণে দুর্নীতি দমন করা সম্ভব হচ্ছে না। আদালত যদি কাউকে দুর্নীতিবাজ প্রমাণ না করে আমরা তাকে দুর্নীতিবাজ বলতে পারছি না। আদালত যদি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত না হন এবং দুর্নীতিবাজরা আইনের আশ্রয় পান তাহ'লে দুর্নীত আরও বাড়বে। গত ১৪ অক্টোবর এ মন্তব্য করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ডঃ গোলাম রহমান। তিনি দুদককে 'দন্ত-নখরবিহীন' বাঘ আখ্যা দিয়ে বলেন, দুদককে ক্রমেই ক্ষমতাহীন করা হচ্ছে। আইনের কারণে দুদক দন্তবিহীন বাঘে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইন সংস্কার না করলে সমাজ থেকে দুর্নীতি দমন করা অসম্ভব।

২০ বছরে দেশের ৫০ লাখ একর কৃষিজমি বিলুপ্ত

অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্প-কারখানা স্থাপনের ফলে সারাদেশে গত ২০ বছরে ৫০ লাখ একর কৃষি জমি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বসতবাড়ী ও রাস্তা নির্মাণ এবং শিল্প স্থাপনে প্রতিদিন নষ্ট হচ্ছে ২২০ হেক্টর কৃষি জমি। ৩৮ বছরে ভূমিহীন হয়েছে ৪ কোটি মানুষ। ১৯৭১-৭২ সালে প্রতি ১০০ জনের জমির পরিমাণ ছিল দশমিক ৮৭ হেক্টর। ২০০৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে দশমিক ৫৬ হেক্টরে।

২০০৯ সালের নোবেল বিজয়ীরা

অর্থনীতি: এ বছর দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানী এলিনর অস্ট্রম ও অলিভার উইলিয়ামসন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণামূলক লেখালেখির জন্য তাদের এ পুরস্কার দেয়া হয়।

রসায়ন: জীবনের বার্তাবাহক রাইবোজমের পরমাণুভিত্তিক মানচিত্র তৈরী করে রহস্য উদঘাটনকারী তিন বিজ্ঞানী এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। তাদের এ আবিষ্কার নতুন অ্যান্টিবায়োটিক তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীত্রয়ী হ'লেন আমেরিকার ভেঙ্কটরমন রামকৃষ্ণ ও টমাস স্টেইজ এবং ইসরাঈলের আদা ইয়োনাথ।

পদার্থ: পদার্থ বিজ্ঞানে এ বছর নোবেল পেয়েছেন চার্লস কাও, উইলার্ড এস বোয়েল ও জর্জ স্মিথ। ফাইবার অপটিকস ও সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে কাজ করার জন্য তাদের এ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

চিকিৎসা: অস্ট্রেলিয়ান-আমেরিকান গবেষক এলিজাবেথ ব্লাকবার্ন ও ক্যারল ডব্লিউ গ্রেইডার এবং যুক্তরাষ্ট্রের জ্যাক ডব্লিউ সোস্টাক এবার চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজম কিভাবে পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত হয় এবং কোষের ক্ষয় সত্ত্বেও টিকে থাকতে পারে- এটাই আবিষ্কার করেছেন তারা।

সাহিত্য: এবার সাহি'ত্যে নোবেল পেয়েছেন জার্মান লেখিকা হার্তা মুলার। অসহায়-নিপীড়িত-অধিকারবঞ্চিত জনগণের কথা তুলে ধরার জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেয়া হয়।

শান্তি: এবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে শক্তিশালী করা ও বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে সহযোগিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ অবদানের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। ক্ষমতায় এসে মাত্র ৯ মাসের মাথায় নোবেল প্রাইজ পাওয়া একটি বিরল ঘটনা।

দুর্নীতির দায়ে কোষ্টারিকার সাবেক প্রেসিডেন্টের ৫ বছর কারাদণ্ড

কোষ্টারিকার একজন বিচারক গত ৫ অক্টোবর দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফায়েল ক্যালডেরনকে একটি দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করায় তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ পড়েছেন। দীর্ঘ ১১ মাস বিচার প্রক্রিয়ার পর অর্থ আত্মসাতের দায়ে তাঁকে এ সাজা দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ক্যালডেরন ১৯৯০-৯৪ মেয়াদে কোষ্টারিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সহিংসতায় বিশ্বে তিন বছরে ২১ লাখ লোকের প্রাণহানি

বিশ্বে গত তিন বছরে সশস্ত্র সহিংসতায় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রায় ২১ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছে। গত ২০০৬ সাল থেকে প্রতিদিন এ ধরনের সহিংসতায় ২ হাযারেরও বেশী

লোক প্রাণ হারাচ্ছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই বেসামরিক লোক। দাতব্য সংস্থা 'অক্সফাম' ও অন্য ১১টি বেসরকারী সংস্থা এ তথ্য দিয়েছে।

এ বছর বিশ্বে অভুক্তের সংখ্যা ১শ' কোটি অতিক্রম করেছে

খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এ বছর বিশ্বে অভুক্ত মানুষের সংখ্যা ১শ' কোটি ছাড়িয়েছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, গত চার দশকের মধ্যে এ সংখ্যা সর্বোচ্চ। গত বছরের চেয়ে এ সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি বেশী। অপুষ্টির শিকার মানুষের সংখ্যা এ বছর ১ দশমিক ০২ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

সাগরতলে মালদ্বীপের মন্ত্রীসভার বৈঠক

সাগরপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৭ ফুট উঁচু মালদ্বীপ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সাগরপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে নির্ঘাত পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে, এ মর্মান্তিক বিষয়টির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে সেদেশের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা গত ১৭ অক্টোবর ভারত মহাসাগরের পানির নীচে বৈঠক করেছেন।

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ নাশীদের সভাপতিত্বে রাজধানী মালের উত্তরে ছয় মিটার (২০ ফুট) পানির নীচে ৩০ মিনিট ধরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নাশীদ হাতের ইশারা দিয়ে বৈঠক শুরু করেন। এ সময় প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ এবং মন্ত্রীপরিষদ সচিব ডুবুরীর পোশাক পরিধান করেন। বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সেখানে কয়েকটি টেবিল বসানো হয় এবং তাতে দাঁড়িয়ে তারা বৈঠক করেন। এজন্য তারা দু'মাস পূর্ব থেকে প্রশিক্ষণ নেন। উল্লেখ্য যে, একই লক্ষ্যে গত বছর প্রেসিডেন্ট নাশীদ নিজ দেশের জনগণের জন্য ভিন দেশে মাটি কেনার প্রস্তাব দিয়ে বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগিয়েছিলেন। ভারত, শ্রীলংকা ও অস্ট্রেলিয়া উক্ত প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিল।

স্টুডেন্ট ভিসায় লন্ডন যাওয়া বাংলাদেশী ছাত্রদের দুর্দশা

সহজ পন্থায় উচ্চশিক্ষার হাতছানি এবং রুটি-রুযির অন্বেষায় ৭ থেকে ১০ লাখ টাকা খরচ করে স্বপ্নের নগরী যুক্তরাজ্যের লন্ডনে পাড়ি জমানো হাযার হাযার বাংলাদেশী শিক্ষার্থী এখন চরম কষ্টে দিনাতিপাত করছে। দিনের বেলা পথে-ঘাটে ঘুরলেও রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত মিলছে না। শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবেই মসজিদ, পার্ক কিংবা রাস্তার পাশে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হচ্ছে তাদের অনেককেই। ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রাক্তন এক কর্মকর্তা জানান, ব্রিটেন অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় স্টুডেন্ট ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করছে। স্টুডেন্ট ভিসায় এখন যারা ব্রিটেনে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফী বাবদ কয়েক হাযার কোটি টাকা পাবে ব্রিটিশ সরকার। এতে করে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক মন্দা কাটবে অনেকাংশে। আবার নতুন নিয়মে যারা স্টুডেন্ট ভিসায় ব্রিটেন যাচ্ছে তাদের ক্লাস করার বাধ্যবাধকতা থাকায় ব্রিটেনে কাজ করে রোযগারের সুযোগ খুবই কম। উল্লেখ্য, ব্রিটেনে বিশ্বমন্দার কারণে প্রতি মিনিটে ৭ জন লোক চাকরি হারাচ্ছে।

ভূমধ্যসাগরীয় নিরামিষ জাতীয় খাদ্য হৃদরোগ ও বিষণ্ণতার ঝুঁকি কমায়

ভূমধ্য সাগর অঞ্চলীয় খাবার হৃদরোগ ও বিষণ্ণতার ঝুঁকি কমায়। এ খাদ্যের মধ্যে রয়েছে শাক-সবজি, জলপাই, ফল, বাদাম, শস্যদানা ও মাছ জাতীয় খাবার। স্পেনের বিজ্ঞানীরা ১১ হাযার মানুষের উপর গবেষণা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। গবেষকরা দেখেছেন, যারা নিরামিষভোজী নন তাদের তুলনায় নিরামিষভোজীরা কিংবা ভূমধ্যসাগরীয় খাবারে অভ্যস্তরা বিষণ্ণতায় ভোগেন কম। গবেষকরা আরো বলেছেন, এসব খাবারে হৃদরোগ ও বিষণ্ণতার ঝুঁকি কমে ৩০ শতাংশ।

এলটিটিইর অর্থের জোগানদাতা মার্কিন ধনকুবের

শ্রীলংকার বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলমকে (এলটিটিই) তহবিল সরবরাহের অভিযোগ আনা হয়েছে মার্কিন ধনকুবের রাজ রাজারত্মমের বিরুদ্ধে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এ খবর জানায় ১৭ অক্টোবর। যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে অবৈধভাবে লেনদেন করার অভিযোগে সে দেশের বৃহৎ হেজ ফান্ড গ্যালিওন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রাজ রাজারত্মম এবং আরও পাঁচজনকে ১৬ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয়। পত্রিকাটির ভাষ্য মতে রাজারত্মম এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী আরও কয়েকজন ধনী ব্যক্তি শ্রীলংকান একটি দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে এলটিটিইর জন্য অর্থ পাঠাতেন। শ্রীলংকার উত্তরে একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে লড়াইরত এলটিটিই গত মে মাসে সে দেশের সরকারী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যায়। উল্লেখ্য, রাজারত্মমের সম্পদের পরিমাণ ১৩০ কোটি ডলার।

মন্দায় বিশ্বে ধনীর সংখ্যা হ্রাস

বিশ্ব মন্দার প্রভাবে সারা বিশ্বে ধনীর সংখ্যা কমছে। ৭ বছরের মধ্যে এই প্রথম ধনী আমেরিকানদের সংখ্যা কমেছে। গত ২ বছরের তুলনায় ধনী ব্যক্তির অনুপাত কমেছে ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ। এশিয়াতেও এ অনুপাত কমেছে। বিনিয়োগ ব্যাংক মেরিল লিঞ্চ এবং অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা কোম্পানী ক্যাপজেমিনি পরিচালিত জরিপ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হয়ে চীনা ধনীর মধ্যে ২০০৮ সালে অন্তত ৩ লাখ ৬৪ হাযার জন (১১ দশমিক ৮ শতাংশ) সম্পদ খুইয়েছেন। উল্লেখ্য, বিশ্বের ধনীদের সম্পদের পরিমাণ ৩২ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এশিয়ার ধনীদের আছে ৭ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার।

বিশ্বের শীতলতম স্থান!

পৃথিবীর তলদেশে (দক্ষিণে) অ্যান্টার্কটিক মালভূমির ১৩ হাযার ২৯৭ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত 'রিজ-এ' বিশ্বের সবচেয়ে শীতলতম স্থান। সেখানকার গড় তাপমাত্রা মাইনাস ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে পানির পরিমাণ খুবই কম। ঐ এলাকায় বায়ুপ্রবাহ নেই বললেই চলে অর্থাৎ খুবই শান্ত আবহাওয়া। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ভূ-পৃষ্ঠে মানমন্দির স্থাপনের জন্য সবচেয়ে ভাল স্থান খুঁজতে গিয়ে ঐ স্থানটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

Contents

মুসলিম জাহান

বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ১৫৭ কোটি; প্রতি চারজনে ১জন

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ হ'ল মুসলমান। সারাবিশ্বের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শুধু মুসলমানের সংখ্যাই হ'ল ১৫৭ কোটি। এদের ৬০ শতাংশ বাস করে এশিয়ায়। ২০ শতাংশ বাস করে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলোতে। ইউরোপে বাস করে ২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রে দশমিক ৩ শতাংশ। মার্কিন থিঙ্কট্যাংক 'পিউ ফেরাম' অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড পাবলিক' এবং 'পিউ রিসার্চ সেন্টার'-এর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সংস্থাটি ৩ বছর ধরে বিশ্বের ২৩২টি দেশের উপর গবেষণা করে এ পরিসংখ্যান বের করেছে। তথ্য মতে, সিরিয়ায় যতো মুসলমান বাস করছে তার চেয়ে বেশী মুসলমান বাস করছে চীনে। জার্মানীতে যতোসংখ্যক মুসলমান বাস করছে তার চেয়ে কমসংখ্যক মুসলিম আছে লেবাননে। গবেষণা মতে, এশিয়ার প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে দু'জনই মুসলমান। তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মুসলমানের সংখ্যা বৈশ্বিক মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় পাঁচ জনের মধ্যে একজন। বিশ্বের মোট মুসলমানের সংখ্যার ৮৭ থেকে ৯০ ভাগ হ'ল সুন্নী মুসলমান এবং ১০ থেকে ১৩ ভাগ হ'ল শী'আ মুসলমান । বেশীর ভাগ শী'আ বাস করে ইরান, পাকিস্তান, ভারত ও ইরাকে। ইউরোপে মোট ৩ কোটি ৮০ লাখ মুসলমান বাস করে, যা সমগ্র মুসলমানের সংখ্যা হিসাবে শতকরা ২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৫ শতাংশ ইউরোপিয়ান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বসবাস করছে ৪৬ লাখ মুসলমান।

'পিউ ফোরাম' এবং 'পিউ সেন্টারে'র গবেষণা ও হিসাব মতে বিশ্বের ৯টি মুসলিম দেশের মোট জনসংখ্যা ও মুসলমানের সংখ্যা যেভাবে উঠে এসেছে তা হ'ল: ইন্দোনেশিয়ার মোট জনসংখ্যা ২০ কোটি ২ লাখ ৮শ' ৬৭ হাযার। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৪ লাখ ৮২ হাযার, এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৯৬ দশমিক ৩ শতাংশ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৫৩ লাখ ১২ হাযার, এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৮৯ দশমিক ৬ শতাংশ। মিসরের মোট জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮৫ লাখ ১৩ হাযার, এর মধ্যে মুসলমান ৯৪ দশমিক ৬ শতাংশ। নাইজেরিয়ার মোট জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লাখ ৫৬ হাযার। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৫০ দশমিক ৪ শতাংশ। ইরানের জনসংখ্যা ৭ কোটি ৩৭ লাখ ৭৭ হাযার। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ। তুরস্কের মোট জনসংখ্যা ৭ কোটি ৩৬ লাখ ১৯ হাযার। এর মধ্যে মুসলমান ৯৮ শতাংশ। আলজেরিয়ার মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ৪১ লাখ ৯৯ হাযার। এর মধ্যে মুসলমান ৯৮ শতাংশ। মরক্কোর মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ১৯ লাখ ৯৩ হাযার। এর মধ্যে মুসলমান ৯৯ শতাংশ।

গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের অমুসলিম ৫টি দেশে বহু মুসলমানের বাস যা অনেক মুসলিম দেশের জনসংখ্যার চেয়েও বেশী। দেশগুলো ও তাদের মুসলিম জনগোষ্ঠী হচ্ছে, ভারত ১৬ কোটি ১০ লাখ, ইথিওপিয়া ২ কোটি ৮০ লাখ, চীন ২ কোটি ২০ লাখ, রাশিয়া ১ কোটি ৬০ লাখ এবং তাঞ্জানিয়া ১ কোটি ৩০ লাখ। উল্লেখ্য, বিশ্বে খৃষ্টানদের সংখ্যা ২শ' ১০ থেকে ২শ' ২০ কোটি।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

রাস্তায় গাড়ি চললেই বিদ্যুৎ

রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চলে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। এমন একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন ওয়াহীদুযযামান বাচ্চু। প্রযুক্তিটি হ'ল রোড হারমোনি পাওয়ার টেকনোলজি। উদ্ভাবক এর নাম দিয়েছেন 'ওয়াহীদ পাওয়ার এনজি-৪'। ১ হাযার কিলোওয়াট বা ১ মেগাওয়াটের প্রতিটি পাওয়ার প্ল্যান্টের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার এবং প্রস্থ হবে ৩ মিটার। প্ল্যান্টটি স্টিল দিয়ে তৈরী করতে হবে। আকৃতি হবে কিছুটা বেইলি ব্রিজের মতো। বেশী গাড়ি চলে এমন রাস্তার উপর অথবা রাস্তার পাশে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে স্থাপন করা যাবে। রাস্তায় চলাচলরত যানবাহন এই প্ল্যান্টের উপর দিয়ে চলাচল করবে। প্রতি ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্টে হারমোনিয়ামের মতো ৫০টি পাওয়ার বাটন থাকবে। এর উপর দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সময় প্রতিটি বাটনেই চাপ লাগবে এবং বিদ্যুৎ তৈরী হবে। একটি গাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্ট অতিক্রম করলেই ২৫-৩০ সেকেন্ড বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এতে গাড়ির কোন ক্ষতি হবে না। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ব্যাটারিতে চার্জ করা বিদ্যুৎ ২/৩ দফায় ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা গ্রিডে দেয়া যাবে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন

থ্যালাসেমিয়া দেহের হিমোগ্লোবিন প্রোটিনের ক্রটিজনিত রোগ। এই হিমোগ্লোবিন প্রোটিন রক্ত কোষকে লোহিত বর্ণ করে। ব্রিটেনের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তারা কোন্ ধরনের থ্যালাসেমিয়া রোগীরা হৃদরোগে আক্রান্ত হ'তে পারে তার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছেন। এ পদ্ধতিতে চুম্বকীয় অনুনাদ (ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স) স্ক্যানারের মাধ্যমে হৃদপিণ্ডে লৌহের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে এই লৌহ জীবনের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এই প্রযুক্তি আবিস্কৃত হওয়ার পর রোগীদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৭১ শতাংশ হ্রাস পাবে। থ্যালাসেমিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রক্তের বংশগত জটিলতা। এর ফলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি দেখা দেয়।

ধূমপানমুক্ত গৃহ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

ধূমপানমুক্ত গৃহ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। শুধু তাই নয়, অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রেও এটি অনেক কার্যকর বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একদল স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব মেডিসিনের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ বিভাগের ঐ প্রতিবেদন মতে, কর্মক্ষেত্র, রেস্তোরাঁয় ধূমপান নিষিদ্ধ করা হ'লে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে।

সৌরজগতের বাইরে ৩২টি নতুন গ্রহের সন্ধান

সৌরজগতের বাইরে নক্ষত্রগুলোকে প্রদক্ষিণরত আরো ৩২টি নতুন গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তারা জানিয়েছেন, তাদের বিশ্বাস, সূর্যের মতো নক্ষত্রগুলোর শতকরা ৪০ ভাগ বা তারও বেশী এ ধরনের গ্রহ রয়েছে। গ্রহগুলো আকারে পৃথিবীর ৫গুণ থেকে বৃহস্পতি গ্রহের ৫ গুণের কাছাকাছি। নতুন এ আবিষ্কারের ফলে সৌরজগতের বাইরে প্রায় ৪শ'টি গ্রহ আবিস্কৃত হ'ল।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

গোবরচাকা, খুলনা ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ রূহুল আমীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

কালদিয়া, বাগেরহাট ১৫ সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রাহমানী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের আহমাদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক প্রমুখ।

সাধুর মোড়, রাজশাহী ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহীর মহানগরীর উদ্যোগে সাধুর মোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্মানিত লেখক আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সুধী সমাবেশ

আনন্দনগর, নওগাঁ ৫ অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে শহরের উপকণ্ঠে আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দুনিয়ার সকল মুসলমানকে 'আব্দুল্লাহ'-এর অনুসারী না হয়ে 'হাবলুল্লাহ'-এর অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানান। সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ প্রমুখ।

বগুড়া ২০ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত স্থানীয় যেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত সুধী সমাবেশে সংগঠনের আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুলাহ আল-গালিব** আমরা কি চাই? কেন চাই? এবং কিভাবে চাই? সে প্রসঙ্গে বলেন, আমরা আমাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত তথা আল্লাহ্‌র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্যই এটা চাই। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের মাধ্যমে আমরা এটা চাই।

তিনি বলেন, পৃথিবীর সকল মানুষ একই আদমের সন্তান। তাদের সকলের মৌলিক সমস্যা ও মৌলিক সমাধান মূলতঃ এক। অতএব সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন পবিত্র ইসলামের মধ্যেই রয়েছে মানবতার ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি। তিনি আরো বলেন, ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার চলে গেলেও এদেশের সবকিছুই চলছে তাদের রেখে যাওয়া অমানবিক নীতির ভিত্তিতে। বিগত ৬২ বছরে কেবল নেতার বদল হয়েছে। কিন্তু নীতির বদল হয়নি। তিনি বলেন, সরকার সত্যিকারের দিন বদলে আন্তরিক হ'লে দেশের আইন ও সংবিধানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানো আবশ্যক। সেই সাথে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদেরকে আখেরাতমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে এবং শিক্ষার সর্বস্তরে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষাকে আবশ্যিক সিলেবাস হিসাবে যুক্ত করতে হবে। বক্তব্যের শেষে তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি জনাব আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, বর্তমান সেক্রেটারী মুযাফফর বিন মুহসিন ও স্থানীয় যেলা নেতৃবৃন্দ।

Contents

যুবসংঘ

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার: অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম আযীযুল্লাহ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুত্তালিব বিন ঈমান ও সাবেক সভাপতি জনাব ইসমাঈল হোসেন প্রমুখ।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

ডাকবাংলা বাজার, ঝিনাইদহ ১০ অক্টোবর শনিবার: অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার যৌথ উদ্যোগে ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ লাভকারী 'যুবসংঘ'-এর অনুমোদিত কর্মী ঝিনাইদহ যেলার কৃতি সন্তান আব্দুল গনীর বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম বলেন, বর্তমান নব্য জাহিলিয়াতের যুগে বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতির হিংস্র ছোবলে যখন যুবচরিত্র ধ্বংস হচ্ছে তখন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশের যুবকদেরকে চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আদর্শ জাতিগঠনে সুশিক্ষার বিকল্প নেই। এজন্য ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ মিলন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৬ অক্টোবর সোমবার: অদ্য সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রহনপুর ইউসুফ আলী ডিগ্রী কলেজ শাখার উদ্যোগে অত্র কলেজ মিলনায়তনে এক ছাত্র ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুখতার বিন আব্দুল কাইয়ুম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুকাররম বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠান শেষে অত্র কলেজের অধ্যক্ষ নূরুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করা হ'লে তিনি 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তন করুন

-বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এক বিবৃতিতে ধর্মহীন ও নৈতিকতা বিবর্জিত প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ বাতিল করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবী জানিয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁরা বলেন, চরিত্রবান আদর্শ জাতি গঠনে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের এই ক্রান্তিলগ্নে জাতির জন্য প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষানীতি যা সবাইকে নৈতিকতাবোধে উজ্জীবিত ও আখেরাতমুখী করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। নতুন শিক্ষানীতির সমালোচনা করে তাঁরা বলেন, এতে ধর্মীয় শিক্ষাকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। শৈশব থেকে যাতে ছেলে-মেয়েরা ধর্মীয় আদর্শে গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য স্কুল ও মাদরাসার ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ললিতকলা শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যদিকে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা রাখা হ'লেও সেটি হবে গল্প ও জীবনীভিত্তিক বলে শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলী শিক্ষা লাভ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হবে। এভাবে সেক্যুলার বা ধর্মহীন আদর্শে গড়ে উঠবে শিশুরা, যা জাতির জন্য বয়ে আনবে এক চরম আদর্শিক বিপর্যয় এবং যা প্রতিবেশী সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলির পাশে এদেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতাও হুমকির মুখে পড়বে। নেতৃবৃন্দ মাদরাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং কুরআন, হাদীছ, আকাইদ, ফিকহ ও আরবী সাহিত্যকে আবশ্যিক বিষয় করার জোর দাবী জানান। সাথে সাথে শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার আহ্বান জানান।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

Contents

মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

দেশে ভেজালের ছড়াছড়ি

*মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান**

আজকাল মানুষ সব কিছুতেই সন্দেহ পোষণ করে। এর পেছনে সাধারণ মানুষ যতটা দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী হচ্ছে বিভিন্ন গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী এক কথায় আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। মানুষ এখন ভেজাল এবং ডুপ্লিকেটের বন্যায় ভাসছে। ইদানীং মানুষ সন্দেহ নামক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। খাঁটি জিনিসকেও মানুষ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ভেজাল ভাবে। এর বিস্তার ঘটেছে সমাজের সর্বস্তরে ও সকলের মধ্যে। ভেজাল নেই এমন কিছু পাওয়া যেমন দুষ্কর তেমনি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ নয় এমন মানুষ পাওয়াও মুশকিল। কারণ আগেই বলা হয়েছে, আমরা, আমাদের সমাজ সব কিছু মিলে ভেজাল এবং ডুপ্লিকেটের বন্যায় ভাসছি। তারই কিছু নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হ'ল।

☐ বাজারে গোশত বিক্রেতারাই শুধু জানে তারা কিসের এবং কোন শ্রেণীর গোশত বিক্রি করছে। বিশেষ করে শহর এলাকায় গোশত ক্রয় করতে এসে ক্রেতারা রীতিমত বেকায়দায় পড়ে। গরুর গোশত বলে বিক্রেতারা অনেক সময় মহিষের গোশত বিক্রি করে। ভেড়া, ছাগী এগুলোর গোশতও খাসির গোশত বলে চালিয়ে দেয়া হয়। বিক্রেতাদের নিকট খাসীর মূত্রনালী থাকে আর ঐ মূত্রনালী দেখিয়েই সব ভেড়া, ছাগীর গোশত খাসির গোশত বলে চালিয়ে দেয়া হয়। এভাবে শুধু একটি যেমন তেমন খাসি জবাই করলেই সারাদিন ভেড়া, ছাগীর গোশতকে খাসির গোশত বলে বিক্রি করা যায়। তবে সবাই প্রতিদিন যে এমনটি করে এবং ঘটায় তা নয়। অনেক সৎ ব্যবসায়ীও আছেন। কিন্তু ভেজাল মিশ্রণকারীদের অনেকের আচরণে ক্রেতারা আর ভরসা পায় না। বিক্রেতারা গরু, ছাগল, ভেড়া যবেহ করার পর গলা শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়। যাতে রক্ত শরীর থেকে বের হ'তে না পারে। এরূপ করলে বিক্রেতাদের দু'ধরনের লাভ হয়। (ক) গোশতের চেহারা লাল থাকে এবং সতেজ মনে হয়। (খ) গোশতের ওযন বেশী হয়। এ কৌশলে ক্রেতারা ঠকলেও বিক্রেতারা লাভবান হয়। যবেহ করা পশুর রক্তক্ষরণ হ'তে না দেওয়ায় যারা ঐ গোশত খায় তাদের বিভিন্ন রোগ হবার সম্ভাবনাও থাকে।

আজকাল বাজারে ভারতীয় গরু বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এই গরুগুলো দেশী গরুর চেয়ে আকারে অনেক বড়। সেকারণে তাদের খাদ্যও লাগে অনেক। একটি গরুর একদিনে যে খাদ্য লাগে তাতে বেশ পয়সা খরচ হয় এবং এই খাদ্য খাওয়াতে গেলে সময়ও নষ্ট হয়। কারণ গরুকে চলমান অবস্থায় খাওয়ানো সম্ভব নয়। সবদিক বিবেচনা করে ব্যবসায়ীরা গরুকে খাদ্য যোগানকারী ইনজেকশন পুশ করে। ফলে গরুকে আর খাবার দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এই ইনজেকশনের ক্রিয়া গরুর সমস্ত শরীরের গোশত পেশীতে প্রবেশ করে, যা কি-না মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অথচ এই ধরনের গোশত আমরা অহরহ খাচ্ছি।

মেগাসিটি ঢাকাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুরগী যায়। যাত্রাপথে রাস্তার মধ্যে অনেক মুরগী মারা যায়। মুরগী ব্যবসায়ীরা এসকল মুরগীও বিক্রি করে অপেক্ষাকৃত কম দামে। এ মুরগীগুলো কোথায় যায়, তাছাড়া মরা মুরগী কিনে নিয়ে কি করে এটি একটি বিস্ময়ের ব্যাপার। যে কারণে আজকাল অনেকে হোটেল, রেস্তোরাঁয় গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকে।

☐ বাজারে একদিন দেখলাম, এক লোক গুড়ো করা রং কিনছে। তার সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমি জানতে চাইলাম, রংয়ের গুড়ো দিয়ে কি করবেন? তিনি জানালেন যে, শুকনো মরিচের গুড়োর সঙ্গে রং মিশ্রিত করলে মরিচগুড়োর রং উজ্জ্বল হবে। এতে করে বেশী ক্রেতা পাওয়া যাবে এবং বিক্রি হবে বেশী। এই রংয়ের গুড়ো ছাড়াও মরিচগুড়োতে ময়দা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ মরিচগুড়োতে রং এবং ময়দা মিশিয়ে ব্যবসায়ীরা জমজমাট ব্যবসা করে যাচ্ছে। আর এ ধরনের মরিচগুড়ো দেশের বিভিন্ন জায়গায় খোলামেলাভাবে অহরহ বিক্রি হচ্ছে।

☐ বাজারে প্রতিটি তৈরী খাবারই ভেজাল মিশ্রিত। যে কারণে অনেকে বাইরে গেলে কেবল ফলমূল খেতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কারণ ফলমূলে এবং শাকসবজিতে ভেজাল মেশানো সম্ভব নয়। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফল এবং শাকসবজি মানুষের শরীরের জন্য বেশ উপযোগীও বটে। কিন্তু আজকাল বিভিন্ন ফলমূল রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পাকানো হচ্ছে। আম কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয়। অনুরূপভাবে পাকানো হয় কলা ও আনারস। কিন্তু ক্রেতারা মোটেও বুঝতে পারে না এই অভিনব কৌশল। পেঁপে গাছে এই কার্বাইড ব্যবহার করে অনেক অপরিপক্ক পেঁপেকেও গাছেই পাকানো সম্ভব। পেঁপে যখন বাজারে আনা হয় তখন ক্রেতারা দেখে যে পেঁপের বোঁটা দিয়ে তখনও আঠা পড়ছে। ফলে ক্রেতারা গাছপাকা পেঁপে বলে মনে করে এবং তা লুফে নেয়। কার্বাইড একটি রাসায়নিক দ্রব্য, খাদ্যে যার ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত নয়। আম, কলা, আনারস, পেঁপে পাকানোর এ কৌশল অনেকের নিকটই অজানা। এ ধরনের পাকানো ফলমূল খেয়ে অনেকে আক্রান্ত হচ্ছে বহু জটিল রোগে। অনুরূপভাবে বর্তমানে এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা টমেটোও পাকানো হয়। ফলে বর্তমানে ফলমূলের প্রতিও মানুষের আস্থা উঠে যাচ্ছে। কারণ ফলমূলও এখন আর নিরাপদ নয়।

☐ এক ধরনের সবুজ রং পানিতে মিশিয়ে করলাকে ঐ পানিতে ডোবানো হয়। ফলে করলার রং আরো গাড় সবুজ হয় এবং তরতাজা মনে হয়। এতে করে একজন ব্যবসায়ী সাময়িক সুবিধা পেলেও ক্রেতারা অর্থাৎ যারা ভোগ করে তারা নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। বর্তমানে শাকসবজি সহ

* *প্রভাষক, সমাজকল্যাণ বিভাগ, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।*

বিভিন্ন কাঁচা তরিতরকারীতে বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। কীটনাশকগুলো এমনিতেই নিষিদ্ধ। তারপর আবার তা স্প্রে করার পরপরই দু-একদিনের মধ্যে উঠিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হয়। অথচ ঐ কীটনাশকের ব্যবহারবিধিতে বলা হয়েছে, স্প্রে করার কমপক্ষে এক সপ্তাহ পর ঐ সবজিগুলো খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু অনেক কৃষক এই নিয়ম-কানূন জানে না অথবা মেনে চলে না অথবা বেশী পয়সা পাবার আশায় তাড়াতাড়ি বিক্রির জন্য বাজারে আনে। বর্তমানে দেশে বিভিন্ন জটিল রোগের এগুলোও একটি অন্যতম কারণ।

❐ আমাদের দেশের অধিকাংশ রেস্তোরাঁগুলো রাস্তার ধারে অবস্থিত। তাছাড়া বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, বন্দর এলাকা, মিল-কলকারখানার পার্শ্বেও অনেক রেস্তোরাঁ দেখা যায়। এ সকল রেস্তোরাঁয় বেশীর ভাগ খাদ্য খোলা রাখা হয়। বিশেষ করে কাস্টমারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। রেস্তোরাঁগুলো রাস্তার পার্শ্বে হওয়ার কারণে এবং গাড়ি চলাচলের ফলে ধূলাবালি পড়ে। তাছাড়া ঐ খাদ্যদ্রব্যগুলোতে মাছিও বসে। ফলে ঐ খাদ্যদ্রব্যগুলোতে নানা ধরনের জীবাণু মিশ্রিত হয়। এছাড়া অনেক খাবার আছে যা একদিনে বিক্রি হয় না। যেমন সিঙ্গাড়া, মোগলাই, সামুচা, জিলাপী ইত্যাদি। এগুলো রেখে দিয়ে পরের দিন আবার তেলে ভেজে একেবারে টাটকা বলে কাস্টমারদের খাওয়ানো হয়। এগুলো ছাড়াও জিলাপী এবং বুন্দিয়াতে এক ধরনের রং ব্যবহার করা হয়। যা কোনভাবেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অথচ অনেক সচেতন মানুষও এই খাবারগুলো প্রয়োজনে এবং মুখরোচক হিসাবে খেয়ে থাকেন। অর্থাৎ অনেকে জেনে খায় আবার অনেকে এগুলো না জেনে খায়।

❐ আমরা ডিমকে নির্ভেজাল খাবার হিসাবে জানি। কারণ এতে কোনভাবে ভেজাল মিশ্রণ সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক ডিম বিক্রেতা অবিক্রিত সিদ্ধ ডিম বাসায় ফেরত নিয়ে যায়। ঐ ডিমগুলো পরের দিন আবার নতুনভাবে সিদ্ধ করা ডিমের সঙ্গে গরম পানিতে রেখে বিক্রি করে। এরকম ডিমে কোন ভিটামিন থাকে কি না তা আমার জানা নেই। কিন্তু এই ধরনের ডিম সনাক্তকরণের তেমন কোন উপায়ও নেই।

❐ বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, বিমানবন্দর এলাকায় এবং বিভিন্ন শহর ও হাট-বাজারে অহরহ বোতল প্রক্রিয়াজাত পানি বিক্রি হয়। অনেকে বিভিন্ন জায়গার পানি পান করলে সর্দি-কাশিতে ভোগে, জ্বর অনুভব করে। আবার অনেকে বিশুদ্ধ পানির অভাবে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পানি হিসাবে এই বোতল প্রক্রিয়াজাত পানি সঙ্গে নেয় এবং পান করে। অনেক ভি.আই.পি. বোতল প্রক্রিয়াজাত পানি ছাড়া কিছুই বুঝেন না। এমনকি ঐ ভি.আই.পি. যেখানে এ জাতীয় পানি পান করছেন সেখানে অতি সহজে নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ পানি পাওয়া গেলেও তা পান করা থেকে বিরত থাকেন এবং বোতলজাত পানিকে অধিক নিরাপদ মনে করেন। তাছাড়া বোতলজাত পানি ব্যবহার এবং পান করা অনেকে হাই সোসাইটির স্ট্যাটাস মনে করেন। অথচ বাজারে সরবরাহকৃত অধিকাংশ বোতলজাতকৃত পানি অতি সাধারণ পানি, যা কি-না কোন পানির ট্যাপ বা অন্য কোন জায়গা থেকে বোতলজাত করা হয়। অনেক সময় এসব বোতলে স্যাওলা দেখতে পাওয়া যায়। বোতলজাত পানির আরেকটি সুবিধা হচ্ছে এতে আর্সেনিক থাকে না। সব বোতলজাত পানিই যে সাধারণ পানি এবং আশংকাযুক্ত তা নয়। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যত্রতত্র পানিকে বোতলজাত করে বাজারে বিপণন করে থাকে। ফলে বোতলের পানি এখন আর নিরাপদ নয় এবং এ জাতীয় পানির প্রতিও মানুষের আস্থা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে।

❐ বাজারে এক ধরনের সাদা ধবধবে মুড়ি পাওয়া যায়। এ ধরনের মুড়ি আকারে কিছুটা বড় এবং ক্রেতাদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট করে অতি সহজে। এ ধরনের মুড়ি তৈরীর সময় প্রথমে ইউরিয়া সার ও কিছু পানি (অবশ্য পরিমাণ মত) একত্রে গরম করার পর তার মধ্যে মুড়ির চাউল দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চাউলকে শুকনো করা হয়। এই শুকনো চাউল অন্যত্র গরম বালিতে দিয়ে মুড়ি তৈরী করা হয়। যদি এই মুড়ি তৈরীর পদ্ধতিতে সার ব্যবহার করা না হয় তাহ'লে মুড়িগুলো অত সাদা ধবধবে হ'ত না। কিন্তু যে সকল ক্রেতা এই মুড়ি কিনে নেয় তারা কি এই ধরনের মুড়ির প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে অবগত যে, এটা কতটুকু মানসম্পন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত?

ভেজাল দ্রব্য ও ডুপ্লিকেট বস্তু আমাদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। যারা এই বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়িত তারা সবাই জানে এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব। গুটিকতক মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হ'লেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমগ্র জাতি এবং পঙ্গু হচ্ছে আগামী প্রজন্ম। উন্নত, সুস্থ ও সুখী ভবিষ্যতের জন্য এগুলো পরিহার করা উচিত। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এসকল কারণে আমাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে। কোনটি ভেজাল এবং ডুপ্লিকেট বেশীর ভাগ মানুষই তা সনাক্ত করতে পারে না। এগুলো থেকে রক্ষা পাবার জন্য জনসচেতনতাসহ সরকারেরও বাস্তবমুখী এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। আশা করি আমাদের চেতনা, বিবেকবোধ, দেশপ্রেম জাগ্রত হবে এবং মানুষ রেহাই পাবে এগুলোর হাত থেকে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!!

Contents

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ছাহাবীকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করতে নিষেধ করেছিলেন? সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছাহাবীগণ কেন করবানী করতেন না?

-আবুল হুসাইন মিঞা
কেন্দুয়াপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) কোন ছাহাবীকে কুরবানী করতে নিষেধ করেননি। তবে কুরবানী করা যে ওয়াজিব নয় তা জানানোর জন্য আবুবকর ছিদ্দীক্ব ও ওমর (রাঃ) নিয়মিত কুরবানী করতেন না *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩৯, ৪/৩৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২) আযান ও ইক্বামতে ভুল হলে পুনরায় নতুন করে দিতে হবে কি? যাদের উপর ছালাত ফরয হয়নি তারা ছালাতের সামনে দিয়ে গেলে গুনাহগার হবে কি?

উত্তরঃ আযান ও ইক্বামতে ভুল হলে নতুন করে দিতে হবে না। অনুরূপ যাদের উপর ছালাত ফরয হয়নি তারা ছালাতের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করলে গুনাহগার হবে না। কারণ তাদের উপর শরী'আত বর্তায় না। তবে তাদের বিরত রাখা উচিত। কেননা এতে মুছল্লীদের মনোযোগ ব্যাহত হয়।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩) মোর্দাকে মাটি দেয়ার পর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সূরা বাক্বারাহর প্রথম রুকু এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে শেষ রুকু পড়ার কোন ছহীহ দলীল আছে কি?

-কামরুল ইসলাম
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪) এমন কোন দো'আ আছে কি যা আসমান-যমীন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে এবং পরে আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি? এমনকি আল্লাহর নিকটবর্তী কোন ফেরেশতা, বড় বড় কোন নবীও জানতে পারেননি। অথচ দো'আটি আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার বলে পরিচিত, যার প্রতিটি অক্ষরে লক্ষ লক্ষ ভাবের উদয় হয়। তাতে রয়েছে কোটি কোটি গোপন রহস্য। উক্ত দো'আ সম্পর্কে জানতে চাই।

-আনিসুর রহমান
বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ধরনের কোন কথা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫) রাসূল (ছাঃ) যে সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলেছেন সেগুলো কি ছালাতের মধ্যে পড়া যাবে?

-আব্দুল আহাদ
নোয়াখালী।

উত্তরঃ সাতটি নয়; বরং ছয়টি। এগুলো ছালাতের মধ্যে বলা যাবে না। কারণ তা কুরআন-হাদীছ হতে প্রমাণিত দো'আ নয়। জিবরীল (আঃ) ঈমান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে উক্ত ছয়টি বিষয় বলেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬) চিংড়ি মাছ খাওয়া সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাই
সিংগাপুর।

উত্তরঃ চিংড়ি মাছ খাওয়া জায়েয। কারণ এটি মাছ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নদীর শিকার তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদা ৯৬)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭) চাকরী দেওয়ার শর্তে ছেলের সংগে মেয়ের বিবাহ দিলে সেই বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে কি?

-সুলতানা
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বিবাহ সিদ্ধ হবে। তবে এরূপ শর্ত জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঐ সকল শর্ত যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৭৭)*। বিবাহের শর্ত হল ওয়ালী ও দুইজন ঈমানদার ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৫৮, ৬/২৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮) চুলে বা দাড়িতে কালো কলপ দেওয়া যায় কি?

-আব্দুল হালীম
সিংগাপুর।

উত্তরঃ চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গেলে মেহেদী বা অন্য কোন রং দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। তবে কালো রং ব্যবহার

করা যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। এ জন্য উত্তম রং হল মেহেদী *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫১)*। অন্য হাদীছে এসেছে, যারা সাদা চুল বা দাড়িতে কালো রং ব্যবহার করে তারা জান্নাতের সুগন্ধীও পাবে না *(নাসাঈ হা/৫০৭৫, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৪৫২)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯) ফজরের ছালাতের পর ছুটে যাওয়া সুন্নাত সাথে সাথে পড়ার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহে আলম
জগৎপুর,বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছুটে যাওয়া সুন্নাত ছালাতের পরপরই পড়া যায় *(তিরমিযী হা/৪২৩, অনুচ্ছেদ ৩০৯; ইবনু মাজাহ হা/১১৫৪ অনুচ্ছেদ ১০৪; সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য, পরে সুন্নাত পড়া যায় না এই ধারণা করে জামা'আত চলা অবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়া রাসূলের সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণের শামিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০) মহিলারা কুরবানীর পশু যবেহ করতে পারে কি?

-মুহসিন আকন্দ
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ মহিলারা কুরবানীর পশু সহ যেকোন পশু যবেহ করতে পারে। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, তার একটি ছাগল 'সালআ' নামক চারণক্ষেত্রে ছিল। তাঁর এক দাসী ছাগলটিকে মরণাপন্ন দেখে পাথর দ্বারা যবেহ করে দেয়। বিষয়টি তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ছাগলটি খাওয়ার নির্দেশ দেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০৭২)*।

প্রশ্নঃ (১১/৫০) হাদীছের গ্রন্থ কতটি? শুনা যায় ৫৬টি। এটা কি সঠিক সংখ্যা?

-মুহাম্মাদ রেযাউল হক্ব
শালিয়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উক্ত হিসাব সঠিক নয়। হাদীছের গ্রন্থের সঠিক হিসাব জানা যায় না। শুধু ছাপান্নটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

প্রশ্নঃ (১২/৫২) জুম'আর ছালাতের পর ৪ রাক'আত সুন্নাত কিভাবে পড়তে হবে? এক সংগে না দুই দুই রাক'আত করে?

-শামীমা
খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তরঃ দিন-রাত সব সময়ই সুন্নাত ছালাত দুই দুই রাক'আত করে পড়া ভাল *(নাসাঈ হা/১৬৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৩২২; আবুদাঊদ হা/১২৯১; নায়লুল আওত্বার হা/৯৭৩)*। তবে দিনের ছালাত এক সংগে চার রাক'আতও পড়া যায় *(নায়লুল আওত্বার হা/৯৭৮)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩) ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উঠাতে হবে কি?

-হাসিবুর রহমান
মুনিপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত উঠাতে হবে। ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম (রাঃ) বলেন, আমি মালিক ইবনু আনাস (রহঃ)-কে ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরে হাত উঠানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাও *(ইরওয়া ৩/১১৩ পৃঃ)*। ওয়ায়েল ইবনু হুজ্র (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠাতেন *(আহমাদ, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪১)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪) নিয়ামুল কুরআনে রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কুরআনের ৭টি সূরার শুরুতে 'হা-মীম' আছে। জাহান্নামেরও ৭টি দরজা আছে। জাহান্নামের প্রত্যেক দরজায় 'হা-মীম' সূরা লেখা আছে। ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক সূরা আল্লাহ্র কাছে আরয করবে যে, যে ব্যক্তি আমাকে দুনিয়ায় প্রত্যেক দিন পাঠ করেছে, তাকে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করিও না। তখন তার জন্য দোযখের ৭টি দরজাই বন্ধ থাকবে। উক্ত কথা কি সঠিক?

-রাযিয়া সুলতানা
বড় মিশন রোড, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বর্ণনাটি যঈফ *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৩৭৭; সুয়ূতী, তাফসীরে দুররুল মানছূর ৬/৯৮; যঈফুল জামে' হা/২৮০২)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫) কোন ব্যক্তি যদি জীবনে ছিয়াম পালন না করে তাহলে সে মুসলিম হিসাবে দাবী করতে পারে কি?

-ডা. ওমর ফারূক
রাইন ফেনা, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ যদি সে ছিয়ামের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে সে মুসলিম থাকবে না। তবে অলসতা করে ছিয়াম পালন না করলে সে কবীরা গোনাহগার হবে।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬) যে সমস্ত বস্তু হারাম তার ব্যবসা করা যাবে কি?

-আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ শরী'আতে যা হারাম করা হয়েছে তার ব্যবসা করা ও বিক্রি করাও হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করেন তখন তার মূল্যও হারাম করেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৮৮)*।

Contents

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭) পশু যবহ করার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া কি যরূরী?

-আব্দুল মজীদ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ ক্বিবলামুখী হওয়া যরূরী নয়। তবে ক্বিবলামুখী হয়ে পশু যবহ্ করা উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) কিবলামুখী হয়ে যবহ করাকে পসন্দ করতেন। এছাড়া তিনি কিবলামুখী না হয়ে যবহ্ করা পশুর গোশত খাওয়া অপসন্দ করতেন *(আলবানী, 'মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ্, পৃঃ ৩৪)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮) হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জ সংক্রান্ত দো'আ পড়তে না পারলে তার হজ্জ কবুল হবে কি? হজ্জের সময় পড়তে হয় এমন সব দো'আ বাড়ীতে পড়া যাবে কি?

-ছিফাতুলাহ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দো'আ না পড়তে পারলে হজ্জ হয়ে যাবে। তবে নেকীতে ঘাটতি হবে। হজ্জে গমনের আগে দো'আগুলো গুরুত্বের সাথে মুখস্থ করা উচিত। 'তালবিয়া' ব্যতীত হজ্জের অনেক দো'আ অন্য সময়ে পাঠ করা যায়। যেমন আরাফার ময়দানের জন্য সর্বোত্তম দো'আ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'। যা সর্বদা পড়া যায়। এছাড়া 'রব্বানা আতেনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ'... এটাও সর্বদা পড়া যায়।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯) জনৈক আলেম বলেন যে, ১০টি জন্তু বিশেষ কারণে জান্নাতে যাবে। যথা- (১) ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী, (২) ইবরাহীম (আঃ)-এর মেষ, (৩) ইসমাঈল (আঃ)-এর দুম্বা, (৪) মূসা (আঃ)-এর গাভী, (৫) ইউনুস (আঃ)-কে যে মাছ গিলে ফেলেছিল, (৬) সুলায়মান (আঃ)-এর পিপীলিকা, (৭) ওযাইর-এর গাধা, (৮) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উষ্ট্রী, (৯) বিলক্বিসের হুদহুদ পাখি, (১০) আছহাবে কাহফের কুকুর। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
ভোটমারি, লালমনিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কোন জন্তু জান্নাতে যাবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ক্বায়ত্বী রচিত 'হাশিয়াতুদ দারদীর আলা কিছ্ছাতিল ইসরা ওয়াল মি'রাজ' নামক গ্রন্থে এরূপ একটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে *(আল-মাজাল্লাতুল ইসলামিয়াহ্, তৃতীয় খণ্ড, সংখ্যা ২৫)*। উল্লেখ্য, আরবী সাহিত্যের গ্রন্থ 'আল-মুসতাত্বরাফ ফী কুল্লি ফান্নি মুসতাযরফ'-এ কয়েকটি পশু জান্নাতে যাবে মর্মে একটি কথা উলেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন দলীল উল্লেখ করেননি। দলীল ছাড়া এরূপ কথা উল্লেখ করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২০/৬০) রেডিও-টিভিতে সম্প্রচারিত ফরয ছালাতের ইমামের অনুসরণে বাড়ীতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মিরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে ছালাত বৈধ হবে না। কারণ মসজিদ ও জামা'আতে হাযির হওয়ার বিপুল নেকী থেকে মুছল্লী মাহরূম হবে। মসজিদ নির্মাণ বন্ধ হয়ে যাবে ও তার নেকী থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। অতএব ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে স্থানিক ঐক্য থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (২১/৬১) সফর অবস্থায় সহবাসের পর পানির সমস্যা হলে এবং লোকলজ্জায় পড়ে শুধু ওযূ করে ছালাত আদায় করে। তার স্ত্রী ছালাত আদায় না করে যোহর ছালাতের সাথে আদায় করে। উভয়ের ছালাত শুদ্ধ হয়েছে কি?

-কামরুল ইসলাম
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ পানির সমস্যার করণে গোসল না করতে পারলে, ওযূ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। আর লোকলজ্জার কারণে গোসল না করলে ছালাত হবে না। উল্লেখ্য, গোসলের পানির সমস্য হ'তে পারে কিনা তা পূর্বেই জেনে নেয়া উচিত।

প্রশ্নঃ (২২/৬২) সরকারী স্থানে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত নির্মিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আহসান হাবীব
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত আদায় করা যাবে। কেননা যমীনের যে কোন পবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্র স্থান এবং সিজদার স্থান বানিয়ে দেয়া হয়েছে' *(ছহীহ্ আবুদাউদ হা/৪৮৯)*। তবে সরকারী মাটিতে মসজিদ নির্মাণ করলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না পেলে মসজিদকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩) ছালাতের জামা'আতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে সামনের মুছল্লীর পিঠে সিজদা করা যাবে কি?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মিরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পিঠে সিজদা করা যাবে না। এমন অবস্থা হলে দাঁড়িয়ে ইশারা করে ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪) মায়ের পেটে সন্তান চার মাসের বয়স প্রাপ্ত হলে মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে ভাল-মন্দ আমলের কথা, তার মৃত্যু কোথায় ও কবে হবে, তার ধন-

Contents

সম্পদ কী পরিমাণ হবে ইত্যাদি তাক্বদীর তার ললাটে লিখে দেওয়া হয়। এ কথা কি ঠিক?

-আতিকুর রহমান, বেড়াবাড়ী,
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ ছহীহ *(বুখারী হা/৩২০৮ ও ৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫) দাইয়ূছ কারা? দাইয়ূছের পরিণতি কী? জান্নাতের দরজায় তাদের সম্পর্কে কিছু লেখা আছে কি?

-মাকছূদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যার স্ত্রীর নিকট পরপুরুষ প্রবেশ করে অথচ সে কিছুই মনে করে না সে ব্যক্তিই দাইয়ূছ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি তার পরিবারে বেহায়াপনা চালু করে সেই দাইয়ূছ। এর পরিণতি সম্পর্কে রাসূল বলেছেন, দাইয়ূছ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(ছহীহ আত-তারগীব আত-তারহীব হা/২০৭১ ও ২৩৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫২)*।

উল্লেখ্য, 'দাইয়ূছ জান্নাতে যাবে না' জান্নাতের দরজায় উক্ত কথা লেখা আছে বলে যে কথা সমাজে চালু আছে তার কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। এছাড়া সেখানে জান্নাতের দরজায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্ল-াহ্' লেখা আছে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল বা বানোয়াট *(সিলসিলা যঈফাহ্ হা/৪৯০১)*।

তবে জান্নাতের দরজায় লেখা সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ হল, 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দেখল যে, তার দরজার উপর লেখা রয়েছে, একটি ছাদাকাহ তার দশগুণ হয়, আর অন্যকে ঋণ প্রদান করলে তা আঠারো গুণ হয় *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৭; ছহীহুল জামে' হা/৯০০)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬) আত-তাহরীক ১১তম বর্ষ ১২তম সংখ্যায় ৬/৪৪৬ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, জামা'আতে শামিল হওয়ার ক্ষেত্রে আগত মুছল্লী সামনের কাতারের মধ্য থেকে কাউকে টেনে এনে দাঁড়ানোর হাদীছটি যঈফ। এমতাবস্থায় একাকী পিছনে দাঁড়াবে। কিন্তু আবূদাউদ ও তিরমিযীতে এসেছে 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে ছালাত পড়তে দেখে তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন'। সুতরাং বিষয়টির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আসাদুয্যামান ও আনিসুর রহমান
দিগদানা, যশোর।।

উত্তরঃ আত-তাহরীকের সিদ্ধান্তই সঠিক। আবূদাঊদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা হল, সামনের কাতারে জায়গা থাকা অবস্থায় যদি কেউ একাকী দাঁড়ায় তাহলে তার ছালাত হবে না। সামনের কাতারে জায়গা না থাকলে পিছনে একাকী দাঁড়ালে তার ছালাত হয়ে যাবে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও শায়খ আলবানী এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন *(ইরওয়াউল গালীল হা/৫৪১-এর আলোচনা ২/৩৯২ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২২)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭) ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সাউন্ডবক্স বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করলে 'মুকাব্বির' নিযুক্ত করা সংক্রান্ত হাদীছ অমান্য করা হয় নাকি?

-আব্দুল্লাহিল বাকী
বাউটিয়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর ঃ মুকাব্বির নিয়োগ করার উদ্দেশ্য থাকে ইমামের তাকবীরের সাথে সাথে রুকূ ও সিজদায় যাওয়ার কাজগুলি সম্পন্ন করা। আর সাউন্ডবক্স বা লাউড স্পিকার দ্বারা মুকাবিবরের কাজটিই আরো সুন্দরভাবে করা হয় এবং এর মাধ্যমে ইমামের অনুসরণ সহজ হয়। কিন্তু মুকাব্বিরের অনুসরণ করলে কিছুটা হলেও ইমামের অনুসরণে দেরী হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮) সর্বদা বায়ু নির্গত হলে এবং পেশাবের ফোঁটা বের হলে কিভাবে ছালাত আদায় করবে?

-ডা. ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থাতেই ছালাত আদায় করতে হবে। তবে প্রত্যেক ছালাতের জন্য পৃথক পৃথক ওযূ করতে হবে *(বুখারী হা/২২৮; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৬২৪)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯) গরুকে বা অন্য কোন পশুকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন দেওয়ার ব্যবসা করা যাবে কি?

-পলাশ
দারুশা বাজার, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কৃত্রিমভাবে প্রজনন দেওয়ার ব্যবসা করা যাবে এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিকও গ্রহণ করা যাবে। কারণ যিনি এ কাজ করে থাকেন তিনি একজন ডাক্তার হিসাবে অথবা এ সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেন।

উল্লেখ্য, ষাঁড় দেখানোর বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করা নিষেধ বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেটা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ অন্য হাদীছে এসেছে,কোন ব্যক্তির নিকট ষাঁড় বা পাঠা থাকলে তার নিকট কোন গাভী বা বকরী নিয়ে আসলে রাসূল (সঃ) তার বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি কোন প্রকার শর্ত ছাড়া হাদিয়া হিসাবে কিছু প্রদান করা হয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে *(তিরমিযী হা/১২৭৪; মিশকাত হা/২৮৬৬)*। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এরূপ ব্যবসাকে ইসলাম অপসন্দ করেছে। তবে সরকারী পর্যায়ে নয়।

Contents

প্রশ্নঃ (৩০/৭০) অনেকে বলেন, হজ্জ করলে বিগত দিনের সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। প্রশ্ন হল, হজ্জ করার পরে তারা যা পাপ করে সেগুলোও কি ক্ষমা হয়ে যায়?

-জামালুদ্দীন
-নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ হজ্জ করলে এবং তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হ'লে বিগত দিনের পাপগুলো ক্ষমা হয়ে যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৭)*। কিন্তু হজ্জ করার পর পাপ করলে সেই পাপও অগ্রিম ক্ষমা হবে এ ধরনের কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে হজ্জ কবুল হওয়ার লক্ষণ হ'ল এই যে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে ঐ ব্যক্তি সকল পাপ কাজ থেকে সাধ্যমত বিরত থাকে।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১) উৎপাদিত ফসলের মূল্যের চেয়ে উৎপাদন খরচ বেশী হলে ঐ ফসলের ওশর দিতে হবে কি? ঐ ফসলের নিছাব কী হবে?

-আজিজুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থাতে নিছফে ওশর অর্থাৎ বিশ ভাগের একভাগ করে ওশর বের করতে হবে। ওশর বের করার নিছাব হচ্ছে পাঁচ অসাক্ব বা তিনশ' ছা'। অতএব নিছাব পরিমাণ ফসল হলেই ওশর দিতে হবে। খরচ বেশী হয়ে গেছে বলে যাকাত বের না করলে গোনাহগার হবে।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২) ক্বিয়ামতের মাঠে কুরবানীর পশুর লোম, শিং ও ক্ষুর উপস্থিত হবে। একথা কি ঠিক?

-ইকরামুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে' *(হজ্জ ২২/৩৭)*। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় বৈধ পয়সা দ্বারা কুরবানী করবে তারাই কুরবানীর নেকী পাবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩) জিন জাতির খাদ্য কী? তারা কি মানুষের মলমূত্র খায়?

-রুমানা কাঞ্চন
পালসাহার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, হাড় আর গোবর হচ্ছে জিনদের খাদ্য (*বুখারী হা/১৫৫*)। অন্য হাদীছে হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এগুলো জিনদের খাদ্য *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৫০)*। জিনেরা পেশাব-পায়খানার স্থানে এসে থাকে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৭, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২)*। তবে তারা মানুষের মল-মূত্র খায় কি-না সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪) কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করে কুরবানী করা যাবে কি?

-মাসঊদ
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি পৃথক ইবাদত। কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না *(আলোচনা দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫) কবরে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে মনে করে কখন দো'আ পাঠ করবে? এর পদ্ধতি কী?

-আবুবকর
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মাটি দেয়া শেষ হলে দো'আ পড়বে। এ সময় বলবে, اللهم اغفرله وثبته 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে দৃঢ় রাখুন'। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '(দাফন থেকে ফারেগ হওয়ার পর) তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও। অতঃপর তার দৃঢ় থাকার জন্য প্রার্থনা কর' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)*। প্রত্যেকে নিজে নিজে এই দো'আ করবে, দলবদ্ধভাবে নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এই প্রথা চালু ছিল না।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬) মহিলাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম জান্নাতী হবেন?

-আইয়ূব
বুড়িমারি, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ফাতেমা (রাঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতী হবেন। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭) জনৈক অধ্যাপক তার লেখায় মুনাজাতের পক্ষে নিম্নের হাদীছটি পেশ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন বান্দা যখন প্রত্যেক ছালাতের পর স্বীয় দুই হাত উত্তোলন করে বলে, হে আমার আল্লাহ! ইবরাহীম, ইসহাক্বের আল্লাহ! ... তখন আল্লাহ তা'আলা নিরাশ করে তার দুই হাত ফিরিয়ে দেন না। হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানতে চাই?

-আব্দুছ ছামাদ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি জাল *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৫৬)*। বর্ণনাটি ইনবুস সুন্নী তার আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন *(ঐ, হা/১৩৮, ১/১২১ পৃঃ)*।

... কিন্তু কালের পার্থক্যের দরুন স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে তেমন একটা পার্থক্য ঘটে নি। কেননা তা সর্বকালের নির্ধারণ একক। ... অতএব একালের উপযোগী হবে স্বর্ণের নিছাব, রৌপ্যের নয়' (ঐ, ইসলামের যাকাত বিধান পৃঃ ২৫২-৫৩)।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮) যাকাতের নিছাব দুইভাবে হিসাব করা হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের হিসাবে। কিন্তু বর্তমানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় কোন হিসাবে যাকাত দিব?

-ওবায়দুর রহমান
টিয়ারা, বিটঘর, নবীনগর, বি-বাড়িয়া।

উত্তরঃ অনেক বিদ্বান গরীব-মিসকীনদের প্রতি দয়ার মনোভাব প্রকাশ করে রৌপ্যের হিসাবে যাকাত দেওয়াকেই উত্তম বলেছেন। তবে অন্যান্য বিদ্বানগণের মতে স্বর্ণের নিছাব উত্তম। ডঃ ইউসূফ ক্বারযাভী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) -এর যুগের পরে রৌপ্যের মূল্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ...বর্তমানে তা এমন নীচে পড়ে গেছে যে, তাতে শরীয়তের নিছাব কোন উল্লেখ্য জিনিসের সমান হয় না।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯) হাদীছের গ্রন্থ কতটি? শুনা যায় ৫৬টি। এটা কি সঠিক সংখ্যা?

-মুহাম্মাদ রেযাউল হক্ব
শালিয়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উক্ত হিসাব সঠিক নয়। হাদীছের গ্রন্থের সঠিক হিসাব জানা যায় না। শুধু ছাপান্নটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০) রাসূলের নামের সাথে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বলা হয় কেন? আবার ছাহাবীদের ক্ষেত্রে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে 'রাহিমাহুল্লাহ' বলা হয় কেন?

-ওবায়দুল্লাহ
দিক পাইত, জামালপুর।

উত্তরঃ ছাহাবায়ে কেরাম আমাদের রাসূলের নাম বলার সময় 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতেন। আর অন্যান্য নবীগণের নামের সাথে হাদীছে 'আলাইহিস সালাম' এসেছে *(নাসাঈ হা/৪৪৮)*। পরবর্তী বিদ্বানগণ ছাহাবীদের নামের সাথে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ব্যবহার করেছেন। যেমন বিভিন্ন হাদীছের গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। রাসূল (ছাঃ) 'রাহিমাহুল্লাহ' বলে অন্যকে দো'আ করতেন *(নাসাঈ হা/১৬১০)*। এমনকি ছহাবীগণ অন্য কাউকে অনুরূপ ভাষায় দো'আ করতেন *(নাসাঈ হা/ ৫৭৫০)*।